মন্মথ-মনোরমা।

প্রথম ভাগ।

পণ্ডিতবর ফিল্‌ডিঙ্‌কৃত অত্যুৎকৃষ্ট নবন্যাস
এমেলিয়ার কল্পনামাত্র অবলম্বন।

" Of all the blessings on earth
the best is a good wife. "

" মনোমত সধর্ম্মিণী নরে যদি পায়,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বিভিন্নতা রহিল কোথায় ? "

শ্রীকিশোর লাল দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

মিনার্ভা যন্ত্র নং ৪৮ গরাণহাটা ষ্ট্রীট।

ভূমিকা।

পণ্ডিতবর ফিল্‌ডিঙের এমেলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজি নবন্যাস মধ্যে পরিগণিত। মন্মথ-মনোরমা 'এমেলিয়ার কল্পনা মাত্র অবলম্বন' না বলিয়া অনুবাদ বলিলেও বলা যাইতে পারে। যখন "রহস্য ভেদ" প্রথম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি, ইংরাজি নাম থাকা প্রযুক্ত অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন, সুতরাং এ গ্রন্থে ইংরাজি নাম পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা নাম দিতে হইয়াছে বলিয়া অনেক দৃশ্য পরিবর্ত্তন করিতে হইল; কিন্তু কবির কল্পনা ও সারসমুদয় রাখিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

কালই সকল বিষয়ের সম্পূর্ণতা প্রদানে সক্ষম। ইংরাজি কবিরা উপমাস্থলে বলেন (Rome was not built in a day) জগদ্বিখ্যাত রোম নগরী এক দিনে নির্ম্মাণ হয় নাই; ঈশ্বরের সৃষ্টিই এক দিনে প্রস্তুত নহে! সেইরূপ কোন দেশে কোন ভাষাই অতি স্বল্প দিনের মধ্যে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, কালক্রমে হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে হইল? সকল জাতিই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কবিগণের কল্পনা ও সার সকল নিজ ভাষায় আনিয়া নিজ ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া উন্নতি প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গ ভাষা আজও অসম্পূর্ণ; অন্য জাতির মত আমাদেরও সময় ও কার্য্য আবশ্যক; এই সমস্ত ভাবিয়া আমি অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এরূপ বলিলাম বলিয়া পাঠক, আমাকে প্রগল্‌ভ ভাবিবেন না; আমি এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী কিম্বা আমার অনুবাদে বঙ্গ-ভাষা অলঙ্কৃত হইবে, এরূপ গর্ব্ব আমার কখনই নাই। আমার অনুবাদ-ভাষায় বঙ্গ-ভাষার ক্ষতি হইলে হইতে পারে, তথাপি অনুবাদ বিষয়ে

সাধারণের আসক্তি জন্মাইতে পারিলেও আমি চরিতার্থ। আমার অনুবাদ পাঠে সাধারণ, অনুবাদে অনুরক্ত হইবে, কারণ কি? আমার পুস্তক পাঠে কোন ব্যক্তির মূলগ্রন্থ পাঠের জন্য কৌতূহল জন্মিতে পারে, মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার গ্রন্থ অসন্তোষজনক বোধ হইলে, তিনি মূলগ্রন্থের পুনরায় অনুবাদ করিয়া ভাষার উন্নতি করিতে পারেন।

আক্ষেপের বিষয়! অনেক বঙ্গ-নবন্যাস-কর্তা ইংরাজি নবন্যাস হইতে তাঁহাদের গ্রন্থের কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এমনি কৃতঘ্ন যে যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থের সৃষ্টি, তাঁহার বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন না; অধিক কি, গ্রন্থ খানি অনুবাদ, তাহাও স্বীকার করিতে লজ্জিত হন, সুতরাং তাঁহারা মূল গ্রন্থের কতদূর শ্রাদ্ধ করিলেন কিছুই বুঝা যায় না।

মন্মথ-মনোরমার প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল। গ্রন্থ খানি যদি পাঠকগণের আদরণীয় হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় ভাগ বাহির করিব, নচেৎ এই শেষ।

মন্মথ-মনোরমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশী ধামে—।

গ্রীষ্ম কাল। রজনী দুই প্রহর অতীত। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। স্বভাব, চন্দ্রালোকে আনন্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগজ্জনের নয়নমনোরঞ্জন করিতেছে। রজনীর আধিক্য বশতঃ রাজপথে জন-সমাগম নাই। পথে প্রহরীরা, তাহাদেরও নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। দুষ্ট লোকেরা এখনও কু-অভিপ্রায়ে বেড়াইতেছে।

এক এক বার বামাকণ্ঠগীত ও বাদ্য শুনা যাইতেছে। বোধ হয়, কোন বারবিলাসিনী বিলাসিজনের মন হরণ করিতেছে।

পথে দুই এক জন সুরামত্ত ব্যক্তি টলিতে টলিতে যাইতেছে। কোন কোন বাটী হইতে সুরামত্তদিগের ভীষণ চীৎকার শুনা যাইতেছে। হায়! সুরাপায়ীরা এখনও আত্মবিনাশকারী সুরাপাত্রে মধু ঢালিতেছে।

রোগাতুর, বিদেশী, বস্ত্রহীন দরিদ্রজনেরা ও পিতৃ মাতৃহীন নিঃসহায় বালক বালিকারা রাজমার্গে শয়ন করিয়া আছে। আহা! উহাদের অন্ন, বস্ত্র, ঔষধি ও বাসস্থান দিয়া সাহায্য করে, এমন কি কেহ ধনী নাই? উহাদের দুরবস্থা দেখিয়া ধনীদিগের মনে দয়ার উদয় না হইয়া ঘৃণার উদয় হয়!

পথে কতকগুলি স্ত্রীলোকেরও ঐ দুর্দশা দেখা যাইতেছে। যৌবন কালে যাহারা সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহাদের এক্ষণে এই দুর্দশা কেন? সেই সকল নরাধমেরা এখন কোথায়, যাহারা যৌবন কালে সতীত্ব নষ্ট করিয়া ইন্দ্রিয় সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল? প্রথমে সুন্দরী বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া এক্ষণে হৃদয়চ্যুত করিতে লজ্জা বোধ করে না! পাপাত্মাদের মনে কি দয়ার লেশমাত্রও নাই? বিলাসীরা দয়া করা দূরে থাক্, এক্ষণে অসতী বলিয়া নিন্দা করিতে ছাড়ে না!

হা বিধাতঃ! যথার্থ দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তিদের ধনহীন করিয়া তাঁহাদের মনে কষ্ট দেওয়াই কি তোমার অভিসন্ধি? এই সকল দরিদ্ররা কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করে ও ঘৃণাস্পদ হয় দেখিবার জন্য কি দয়ালুদিগকে ধনহীন করিয়াছ? পরোপকারীরা ক্ষমতাবিহীন হইলে প্রার্থীদের অপেক্ষা অধিক ক্লেশ-ভোগ করে, সন্দেহ নাই।

সংসারের কি বিচিত্রগতি! ধনমানসম্পন্নজনের যৎসামান্য বিপদে কিংবা মানস-কল্পিত অসুখে কত সমদুঃখী উপস্থিত হয়। এই সকল দরিদ্ররা যে এত কষ্ট ভোগ করে, ইহাদের দুঃখে দুঃখিত হয় এমন কি কেহই নাই?

সেই রজনীতে এক যুবা পথে পথে বেড়াইতেছিলেন তাঁহাকে দেখিলে ভদ্রসন্তান বলিয়া বোধ হয়। সুশ্রী,

নানা প্রকার চিন্তায় তাঁহার মুখ মলিন হইয়াছে। যেমন মেঘাচ্ছন্ন রবি রৌদ্র প্রদানে অক্ষম, কিন্তু আলোক প্রদানে কখন নিরত নহে। যুবা বলিষ্ঠ, বয়ঃক্রম চতুর্বিংশ বৎসর।

কোন সুন্দর যুবকের কিংবা সুন্দরী তরুণীর মলিন বেশ দেখিলে সহজে মনে যে রূপ কারুণ্য রসের উদয় হয়, অন্য সময় তাহা প্রায় ঘটে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ যুবার মলিন মুখ ও হীন বেশ দেখিয়া তাঁহাকে কেহ সাহায্য করে নাই। যুবা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পথের ধারে এক অট্টালিকার বহির্দ্বারে বসিলেন। চিন্তামগ্ন জনের গণ্ডস্থল হস্তোপরি স্বভাবতঃ আসে। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু দর দর ধারায় ভূমি সিঞ্চন করিতে লাগিল।

সেই বাটীর সম্মুখে আর এক বাটীর ছাদোপরি এক সুন্দরী যুবতী একাকিনী বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল সেও যেন চিন্তা-মগ্ন হইয়া হস্তোপরি কপোল বিন্যস্ত করিয়া আছে। পাঠক, সেই মূর্ত্তি আপনাদের দেখাইতে ইচ্ছা ছিল; চিত্র করিতে সাহস করিলাম না, পাছে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, পৃথিবীতে নানা উপমানসত্ত্বেও সে রূপরাশি উপমা দিয়া বর্ণনা করিতে পারিলাম না।

পুরাকালে যখন মহর্ষি বাল্মীকি, রাম-চরিত চিত্রিত করিতে স্থির সঙ্কল্প হইয়া বাগ্‌দেবীর নিকট গমন করেন, বীণাপাণি তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "ঋষিবর, আপনি বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া পুণ্যাত্মা হইয়াছেন, রাম

চরিতও পরম পবিত্র; আপনার সুললিত কাব্যে রামচন্দ্রের হিতোপদেশ-সুলভ চরিত, জগজ্জনের মনোরঞ্জন করিবে ও পতিরতা সীতা বামাকুলের আদর্শ স্বরূপ হইবেন। অদ্যাবধি সুললিত কাব্য জগতে প্রচলিত নাই। আমার কাব্য-কাননে নানাবিধ পুষ্প সকল বিকসিত আছে, তাহা চয়ন করা বুদ্ধিমানদিগেরও আয়াসসাধ্য, কিন্তু ভবাদৃশ জনের সুলভ; তৎ-শ্রবণে মহর্ষি উদ্যানে প্রবেশ করিয়া যাবতীয় লোচনলোভনীয় সুগন্ধ পুষ্প সকল চয়ন করিলেন, তজ্জন্য অদ্যাবধি তিনি কবিগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরে কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ, বাল্মীকির পুষ্পপাত্র হইতে পুষ্প লইয়া নৈপুণ্য সহকারে মালা গাঁথিলেন, তাহার সৌরভে অদ্যাপিও চতুর্দিক আমোদিত হইতেছে। আমাদের বঙ্গ কবিরা, ভারত চন্দ্র, মাইকেল প্রভৃতি পূর্বোক্ত কবিদিগের নির্মাল্য লইয়া সযত্নে মালা গাঁথিলেন বলিয়া তাঁহারাও যশস্বী হইলেন। তৎপরে কোন কোন বঙ্গ লেখক নির্মাল্য লইতে লজ্জা বোধ করিয়া, নবকুসুম-চয়ন-মানসে কাননাভিমুখে গমন করিলেন, কাননে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তৎপার্শ্বস্থ কোন স্থানে গাঁদা, কৃষ্ণ-কলি ইত্যাদি গন্ধবিহীন পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত দেখিয়া তাহারই মালা গাঁথিলেন। লোকে প্রথমে নূতন মালা দেখিয়া দৌড়িয়াছিল, কিন্তু গন্ধহীন দেখিয়া অনেকেই অধোমুখে ফিরিল, আঘ্রাণশক্তিবিহীনজনেরা অদ্যাপিও তাহার আদর করে।

পাঠক, উপরোক্ত বঙ্গ লেখকদিগের মত কতকগুলা নিরস অলঙ্কার দেওয়া অপেক্ষা স্বরূপ বর্ণনাই ভাল; সুতরাং আপনাদের কৌতুহল নিবারণার্থে এই সুন্দরীকে বিনা অলঙ্কারে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম :—

এই রমণী দীর্ঘকেশা—তাহার কেশ-বেশের আয়তনই স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। কেশ-পাশটি দেখিতে সুন্দর। আধুনিক যুবারা যেমন ইংরাজদের মতন আসন, ভোজন, বস্ত্র পরিগ্রহ প্রভৃতি ভাল বাসেন, বিলাতি দ্রব্যের অধিক প্রিয়, যুবতীরা যদিও অন্যান্য বিষয় ততদূর সভ্য হয়েন নাই, কিন্তু বিলাতি দ্রব্য ভিন্ন তাঁহাদের মনোনীত হয় না। উপস্থিত সুন্দরী, যুবতী, সুতরাং তাহারও কবরী বিলাতি দ্রব্যে সজ্জিত। হরিদ্রা বর্ণের ফিতা ও জরি-গঠিত বেণীতে কেশপাশটি বন্ধন হইয়াছে; তদুপরি জাল, যাহা ইংলণ্ডীয় সুন্দরীদের পিঙ্গল-বর্ণ ও স্বল্পলম্বিত কেশে সদা ব্যবহৃত। কবরীর মধ্যভাগে সুবর্ণ নির্মিত পুষ্প ও দুই পার্শ্বে স্বর্ণ-গঠিত প্রজাপতি কাঁট। কেশ-পাশের চারিদিকে আলবাল-স্বরূপ অস্ফুট বেলমালা, কেশগুলি সুচিকণ, কাল ও সুগন্ধ তৈলে সুবাসিত। কবরী খুলিলে কেশগুলি নিতম্বের অধোদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত। শিরোদেশে সিন্দুর-বিন্দু আভামাত্র আছে। ললাট-দেশ, অপ্রশস্থ নহে, অধিক প্রশস্থ নহে, উচ্চ নহে, নিম্ন নহে; নয়ন-মনোরঞ্জন। ভ্রূযুগল, গাঢ়, কৃষ্ণ লোম সংযুক্ত, ঈষদ্বক্র, নাসিকার উপরিভাগে মিলিত হইয়া যুবাজনের মন হরণ করিতেছে। চক্ষু দ্বয় অতি সুন্দর; অনেকানেক

কবিরা হরিণ-নয়নের ন্যায় সুন্দরীদিগের নয়ন বলিয়া থাকেন; হরিণ-নয়নের সৌন্দর্য্য, রমণী-নয়নে আছে বটে, কিন্তু হরিণ নয়ন দেখিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, সুন্দরী নয়নে তাহা হইতে অনেক ভিন্নতা আছে; এ নয়ন অনঙ্গের শর স্বরূপ বলিলে বলা যায়। নাসিকা প্রশংসনীয়; যেখানে ভ্রূদ্বয় মিলিত, সেই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে স্থূলতা ও লম্বিতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন স্থূল ও লম্বিত নহে যাহাতে যুবতী সৌন্দর্য্যের কিছু মাত্র হানি হয়। অধরোষ্ঠ রক্তিমা বর্ণ, গাঢ়-রক্তিমা নহে, সচরাচর আমরা তাহা ফিঁকা লাল বলি; ওষ্ঠ অপেক্ষা অধর কিঞ্চিৎ স্থূল, উভয়ই সুগঠিত, সরস ও অলক্তরঞ্জিত, দন্তগুলি শ্বেত, পরিষ্কার, ক্ষুদ্র, চারু সন্নিবেশিত। মুখে সদাই মৃদু হাসি। কপোল দেশ কৃত্রিম রাগে রঞ্জিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। কর্ণ-দ্বয় যুবতীর সমুপযুক্ত; সেই সুন্দর কোমল কর্ণে অলঙ্কার পরিধৃত ও শোভিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন্ নিষ্ঠুর সেই কোমল অঙ্গে অস্ত্র স্পর্শ করাইয়াছে? বালাগণ, স্বভাবের শোভা যত দূর মনোহর, কৃত্রিমে কি তত দূর হইতে পারে?

পাঠক, এই সুন্দরীর বর্ণ কি প্রকার জানিতে ব্যগ্র হইয়াছেন? কাহার সহিত এ বর্ণের তুলনা দিব? কবিরা চম্পক, গোলাপ প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় বিধাতার সৃষ্টির ভিতর এমন দুইটি পদার্থ নাই যাহার একটির সহিত আর একটির যথার্থ সৌসাদৃশ্য আছে, কিংবা এমন কিছু

কৃত্রিম নাই, যাহা বিধাতার কোন সৃষ্টির সহিত তুলনা দেওয়া যায়। সুতরাং এই পর্য্যন্ত বলিলাম, এই রমণীর বর্ণে শ্বেত ও গোলাপি এই দুই বর্ণই দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রীবাদেশ ঈষৎ লম্বিত, সুগোল, মসৃণ, তাহাতে সুবর্ণচিক। এই রমণী কৃশা নহে, এমন স্থূলও নহে যাহাতে রূপ মাধুরী বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

হস্ত দ্বয় মাংসল, চারু-লম্বিত, সুগঠিত; পরিধৃত অলঙ্কার-শব্দ বিলাসি-জনের শ্রবণ আকর্ষণ করিতে অক্ষম নহে। করতল, কোমল, শীতল, সরাগ। নখগুলি স্বচ্ছ, মসৃণ ও শোভনীয়।

বিশাল বক্ষোপরি বস্ত্রাবৃত পীন পয়োধর। আহা, কি মনোহর! যুবতিজনের রূপ লাবণ্য ও দেহ গঠন দেখিয়া শুষ্কপত্রোপজীবী ঋষিরা বহুশ্রমার্জিত তপস্যা ফলে জলাঞ্জলি দিয়া অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করেন, আশ্চর্য্য কি! কোটি দেশ, দেহোপযোগী তনু; অধিক কি, সে নৃত্য শিখিলে একটি সুন্দরী নর্ত্তকী হইত, নিতম্ব ভার ভরে গমন নিতান্ত মন্থর ও মনোহর। অলক্ত রাগ রঞ্জিত, সুগঠিত-অলঙ্কার-যুক্ত পাদযুগলের শব্দ সুশ্রাব্য। পরিধান একখানি ইংরাজ পাড় বস্ত্র। বয়ঃক্রম অষ্টাদশ।

যুবতীর সুন্দর নয়নদ্বয় সহসা নিম্নে পড়িবামাত্র চন্দ্রালোকে দেখিল, এক সুন্দর যুবা পুরুষ একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছেন। তাঁহার ঈদৃশ অবস্থার কারণ জানিবার

জন্য সুন্দরী নিম্ন তালায় আসিয়া এক পরিচারিকা দ্বারা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিল।

ঐ যুবা গৃহ প্রবেশ মাত্র উভয়ই উভয়কে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কাহার মুখে আর বাক্য নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবতী বলিল " মন্মথ তুমি কাশীতে কতদিন? মলিন বেশ কেন?"

নবীন দীন ভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের যাচ্ঞা কালে জিহ্বা ও জীবনে বিরোধ উপস্থিত হয়। জীবন অগ্রে বাহির হইবার উদ্যোগ করে; সুতরাং মন্মথেরও সেই দশা ঘটিল। অনেক কষ্টে মনের স্থিরতা সম্পাদন করিয়া বলিল "কামিনি, আজি সন্ধ্যার পূর্বে ভার্য্যা ও সন্তানদিকে লইয়া কাশীধামে আসিয়াছি। বাসাস্থান স্থির করিয়া তাহাদিগকে সেখানে রাখিয়া আমি কিঞ্চিৎ আহার অন্বেষণে সন্ধ্যা অবধি চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই সুবিধা করিতে পারি নাই। আমরা দুই দিন অনাহারী।"

কামিনী বলিল " মন্মথ, আমি এখনই আহরীয় দ্রব্য আর কিছু টাকা তোমার বাটীতে পাঠাইতেছি। তোমার সঙ্গে প্রায় পাঁচ বৎসর দেখা হয় নাই; এখানে দুই এক দিন থাকিতে হইবে, তোমার নিকট দেশের সব সংবাদ শুনিব। আর তোমার এ অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে তোমার কোন বিপদ উপস্থিত; যথাসাধ্য তোমাকে সাহার্য্য করিব ইচ্ছা আছে।"

কামিনীর কথা শুনিয়া মন্মথের মুখ প্রফুল্ল হইল, যেমন মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রমা মেঘমুক্ত হইলে পরম শোভা ধারণ করে, সেইরূপ মন্মথের মুখ-শশধর চিন্তা-মেঘ-মুক্ত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিল। মন্মথ বলিলেন "কামিনি, তুমি আমার আজ যে উপকার করিলে, তাহা আমি কোন কালে ভুলিতে পারিব না। আর তোমার এই সামান্য অনুরোধ রাখিয়া যদি তোমাকে সন্তুষ্ট না করি, তাহা হইলে আমার মত কৃতঘ্ন কি জগতে আছে?"

কামিনী সে কথায় কোন উত্তর করিল না। মন্মথের নিকট তাঁহার বাসস্থান কোথায় জানিয়া পরিচারিকা দ্বারা যথেষ্ট আহরীয় দ্রব্য ও টাকা পাঠাইয়া দিল। কামিনীর আজ্ঞা মত সেই পরিচারিকা মন্মথের সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে লগিল।

পরিচারিকা বিদায় হইলে পর মন্মথ বলিলেন "তোমার নিকট যথেষ্ট অনুগৃহীত হইলাম, কিন্তু তোমাকে এখানে-"

মন্মথের কথা শেষ হইতে না হইতেই কামিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিল "হাবিধাতঃ, আমার কপালে এই ছিল। মন্মথ, পতিহত্যাকারিণী হইয়া তোমার সঙ্গে বার-বিলাসিনী-বেশে সাক্ষাৎ করিতে হইল--" আর বলিতে পারিল না, তাহার বাক্‌রোধ হইল; রমণীনয়নসুলভ বারিধারা পয়োধরোপরিস্থিত বসনকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

মন্মথ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন; শোক-কালে সান্ত্বনা উত্তরোত্তর অধিক শোক বৃদ্ধি করে; সুতরাং মন্মথের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। কালই উহার এক মাত্র ঔষধ। কিয়ৎক্ষণ পরে শোক নিবৃত্তি হইল। মন্মথ, তাহার পিতৃ সমাচার জিজ্ঞাসা মাত্র সে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল "কেন আর সে মহাত্মার নাম এ পাপীয়সীর সমক্ষে কর? কেন আর আমার শোক—লজ্জা বাড়াও, আমি সেই অকলঙ্ক কুলে কালি দিয়াছি, আমার নিকট সে নাম উচ্চারিত হইলে, তাহাতে অপবিত্রতা স্পর্শ করিবে।" এই বলিতে বলিতে পুনরায় বাক্য রুদ্ধ হইল, অশ্রুরাশি বিগলিত হইতে লাগিল।

কামিনী অশ্রু মুছিয়া, মন্মথ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান অছেন, দেখিয়া সুমিষ্ট বাক্যে বলিল "মন্মথ, আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে ব্যগ্র হইয়াছ? সে ব্যগ্রতা আমি দূর করিব। তুমি অদ্য সন্ধ্যার পূর্বে কাশীতে আসিয়া পথে পথে এতক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলে, রাজ-পথে মনুষ্যহত্যার কথা কিছু শুনিয়াছ?"

মন্মথ। "দুই এক স্থানে শুনিলাম যে অদ্য কাশীধামে একটা খুন হইয়াছে, কিন্তু হত্যাকারী কে, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই।"

কামিনী সক্রোধে বলিতে লাগিলেন "আমিই হত্যা-কারিণী!-আঃ—খুন,!এই শব্দটি আজ কি সুমধুর বলিয়া বোধ হইতেছে! মন্মথ, সেই নরাধমকে হত্যা করিয়া আমি

"পরেশ পর নহে, আমাদের গ্রামের স্ত্রীলোকেরাও, বাজানা শুনিবার জন্য তাহার নিকট যাইতে সঙ্কুচিত হইত না; আমিও মধ্যে মধ্যে তাহার নিকট হারমোনিয়াম শুনিতে যাইতাম। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই, সে হারমোনিয়ম শিখিবার জন্য আমাকে জিদ করিত। রমণীর সরল মন বলিয়াই হউক, কিংবা বিধাতার দুষ্ট অভিলাষ পূরণ করিবার জন্যই হউক, তার কথায় বাজনা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। সে, সকল অপেক্ষা আমাকে অধিক প্রশংসা করিত, সুতরাং আমিও তাহার গুণানুবাদিনী হইলাম; ক্রমে তাহার রূপও আমার নয়ন পথের পথিক হইল।

"রমণীরা যতদিন পুরুষদিগের শুদ্ধ গুণানুবাদিনী থাকে, ততদিন মনের সুখে কালযাপন করিতে পারে; কিন্তু, পুরুষদিগের রূপের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে চিরকালের জন্য দুঃখসাগরে নিপতিত হয়।

যখন আমরা উভয়ে উভয়ের প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াছি, আমাদের মনেরভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে, সেই সময় আমাদের জ্ঞাতিকন্যা মোক্ষদা আমাদের বাটীতে আসিয়া রহিল। কাকনিন্দিনী সুন্দরীর রূপের কথা আর কি বলিব, তাহাকে একবার দেখিলে আর ভুলিতে পারা যায় না। দুই তিন দিনের মধ্যেই তার চরিত্রবিষয় সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল। সকলেই বলে 'মোক্ষদাটা

কি গো' 'আর পরেশের এই কায'। আমি সেই কথা শুনিয়া মনের ভিতর কি কষ্ট পাইলাম, তা' আর তোমাকে কি বলিব। রমণীর হৃদয়সর্ব্বস্বধন অপহৃত হইলে তাহারা যে মনোদুঃখ পায়, নিষ্ঠুর পুরুষেরা তাহা কি বুঝিবে? আমি তাহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম। দেখ মন্মথ, স্ত্রীলোকেরা পতির শতসহস্র অপরাধ গ্রাহ্য করে না, আর সকল সহ্য করিতে পারে; কিন্তু স্বামীর প্রণয়ের ভাগ কাহাকেও দিতে পারে না। সীতাদেবী বনবাসিতা হইয়া রামচন্দ্রের বিরহেও প্রাণধারণ করিতেছিলেন। রামচন্দ্রের লোকানুরাগ-প্রিয়তাই তাঁহার দুরদৃষ্টের কারণ জানিয়া জন্মান্তরে রামচন্দ্রকেই পতিরূপে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। কিন্তু যখন জানকী বাল্মীকির আশ্রমে শুনিলেন, যে রামচন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছেন, তখন তাঁহার আর দুঃখের সীমা রহিল না, হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল; সস্ত্রীক না হইলে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না, অতএব রামচন্দ্র পুনরায় বিবাহ করিবেন এই ভাবনায় নিতান্ত কাতরা হইলেন। কিন্তু যখন পুত্র মুখে শুনিলেন, যজ্ঞে স্বর্ণময়ী সীতার মূর্ত্তি সহধর্ম্মিণী-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে, তখন আহ্লাদে আপনাকে রমণীকুলের মধ্যে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন, ভাবিলেন সে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি রামের প্রণয়ের অন্যথাভাব হয় নাই।

পরেশের ও মোক্ষদার গুপ্ত প্রেমের কথা শুনিয়া অবধি

আমি কি কষ্টে ছিলাম, তাহা বারনারীপ্রিয়দিগের রমণীরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। অহোরাত্র কাঁদিতে লাগিলাম, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলাম, শুদ্ধ আশার মায়াবিনী শক্তি, আমার জীবন রক্ষা করিতে লাগিল। লোকে তাহার মিথ্যাপবাদ দিতেছে, সে আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ভাল বাসে না, কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ আমার সহিত দুই দিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই, এই রূপ মনে করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলাম। এক দিন আমার ঘরে বসিয়া এই রূপ ভাবিতেছি, সে আসিল। তাহাকে দেখিয়া প্রথম স্থির করিলাম, অনেক ক্ষণ কথা কহিব না, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া অধিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই সময় একটি গান মনে আসিল, গাইলাম। ”

মন্মথ। “সেই গানটি একবার গাও, শুনি। ”

কামিনী। “তোমার শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে ? ” এই বলিয়া কামিনী গান গাইতে আরম্ভ করিল।

বেহাগ—তাল একতালা।

“ কেন ছলনা।
যার সুখে সুখী সদা সর্ব্বক্ষণ,
তারে ছাড়ি হেথা কেন বলনা ॥
যাও যাও নাথ, জেনেছি তোমারে,
যাও সেথা, মন কাঁদে যার তরে,
কেন হে চাতুরী, বল বার বার,
পেয়ে ললনা ॥ ”

মন্মথ। ,, বা—তুমি বেস গাও, তোমার গলাটি ও বে- মিষ্টি। আর একটি গাও, শুনি। ”

কামিনী। “ উৎকণ্ঠার সময় গান ভাল হয় না; তথাপি তোমার অনুরোধে একটা গাইলাম। দুই এক দিনের মধ্যে যদি মনটা স্থির হয়, তোমাকে অনেক গান শুনাইব।”

মন্মথ। “ তারপর সে কি বলিল ? ”

কামিনী। “ ভণ্ড প্রণয়ী তখন আমার নিকটে আসিয়া বলিল ‘ প্রিয়তমে, তোমার এ বিরস বদনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আর ধান ভানতে শিবের গীত কেন? ’ আমি তাহাকে বলিমাম, এখন কিছুই বুঝিতে পারিবে না। মহর্ষিরা মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বহুকাল তপস্যা করেন, তুমি এমনই ভাগ্যবান, বিনা তপস্যায় স্বয়ং মোক্ষদাকেই পাইয়াছ, নরলোকের কথা এখন বুঝিতে পারিবে কেন? সে তখন বলিল ‘ তুমি কি উন্মাদ হইয়াছ?’ আমি উত্তর দিলাম, তোমার মত অপ্রেমিকের হাতে পড়িয়া উন্মাদ হওয়া ত ভাল, আজও প্রাণধারণ করিতেছি, এই আশ্চর্য্য! তোমাকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া, এই ফললাভ হইল, যে চিরকাল বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। হায়! চন্দন তরু ভ্রমে বিষ বৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছি! এই বলিয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম।”

মন্মথ। “ তার পর ? ”

কামিনী। “ সে বলিল ‘ প্রিয়ে, ব্যাপার টা কি স্পষ্ট করিয়া বল, তাহার প্রতীকার করি। আমি কি রূপে

তোমার মনের কথা বুঝিব বল। ’ আমি তাহাতে কহিলাম, মোক্ষদা সুন্দরী তোমার হৃদয়ে সদাই বিরাজিতা, অন্যের কথা তোমার মনে স্থান পাইবে কেন? তখন সেই মিথ্যা-বাদী এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল ‘ সমস্ত কথাই মিথ্যা, লোকে আমার মিথ্যাপবাদ দিয়াছে। মোক্ষদা কুচরিত্রা বটে, আমি যে তোমাকে প্রাণাধিক ভাল বাসি, সে কোন সূত্রে জানিয়াছে—। ’ আমি জিজ্ঞাসিলাম সে কেমন করিয়া জানিল ? তাহার উত্তর এই ‘ প্রিয়ে, যে, যে কর্মের কর্মী, সে লোকের ভাব গতিক দেখিয়াই বুঝিতে পারে। আর জানইত ‘ নষ্টস্য কান্যা গতি, ’ যাতে তোমাকে না ভালবাসি সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। আমিও আবার তেমনই, তাকে ভালবাসা জানাইতে লাগিলাম, আর তোমাকে যে সাতিশয় ঘৃণা করি, তাহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম। সে এখন স্পষ্ট বুঝিয়াছে যে তাকে আমি ভালবাসি। প্রিয়ে, আমাকে লোকে যে যা বলুক গ্রাহ্য করি না, তোমার আজিকার ব্যবহার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ‘ যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর ’—আমার এ প্রাণে ধিক্, এ পাপ প্রাণ আজই ত্যাগ করিব ’—”

মন্মথ। “ তার পর, তার পর ! ”

কামিনী। ” অনেক সাধ্য সাধনার পর আমার প্রতি প্রসন্ন হইল।

“ এক দিন আমরা দুই জনে বসিয়া আছি, কথায়

কথায় নরাধম বল্লাল কৃত কৌলিন্য প্রথার কথা উঠিল। সে বলিল,' মহারাজ বল্লাল সেন অতি সুবিবেচক রাজা-ছিলেন; তাঁহারই কৌলিন্য প্রথার প্রভাবে অদ্যাপিও কুলীনসন্তানদিগকে অন্ন বস্ত্রের ভাবনা ভাবিতে হয় না।' আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম কুলীন সন্তানরা স্বার্থপর, তাহারা যেখানে অধিক টাকা পায়, সেই খানেই বিবাহ করে, রূপ গুণ কিছুই বিবেচনা করে না' তাহারা ব্রাহ্মণ কুলের কলঙ্ক, পিশাচ, যথার্থ প্রণয় সুখের অধিকারী কখনই হইতে পারে না। তখন সে বলিল 'আমিও যে সেই পথাবলম্বী'। সেই কথায় ক্রুদ্ধা হইয়া সেই খান হইতে উঠিয়া যাইতেছিলাম, সে অঞ্চল ধরিয়া বলিল 'প্রিয়তমে এ কথা সত্য মনে করিলে? আমি তোমার মন পরীক্ষা করিতেছিলাম।' আমি তখন শান্ত হইয়া বলিলাম, কেন তুমি কি এখনও আমার মন জান নাই? সেই কথা শুনিয়া বলিল 'তবে অপরাধী—ক্ষমা কর'।

"দুষ্ট পুরুষ আর নষ্ট মেয়েমানুষের মন বুঝা ভার। ঐ দুষ্ট আমার নিকট আসিয়া অধিকতর ভাল বাসা জানাইতে আরম্ভ করিল।

"কিছুকাল ভাবিপতিসহবাসে আমোদ আহ্লাদে কাটাই-লাম। দুঃখের বিষয় তার মুখে একদিনও শুনিলাম না, সে আমাকে বিবাহ করিবে। কিন্তু শুদ্ধ আমার সতীত্ব নষ্টই যে তার অভিসন্ধি, একথা আমার মনে এক দিনও সন্দেহ হয় নাই।

"হায়! কত শত কুলীন-কুল-কামিনীরা বিবাহিতা হইয়াও চির বিরহে রহিয়াছে; কেহ কেহ অবিবাহিতা অবস্থাতেই অধর্ম পথে গমন করিয়া অভিলষিত স্বামিসুখে বঞ্চিত আছে। সেই বিশ্বাসঘাতক পুরুষগণের মনে কি দয়ার লেশ মাত্রও নাই? তাহারা কেনই বিবাহ করে, আর কেনই বা অবিবাহিতা অবস্থায় অবলা বালার সতীত্ব নষ্ট করিয়া অন্য নারীতে রত হয়? তাহারা কি একবারও ভাবেনা, যে কুল-কামিনী কুলে জলাঞ্জলি দিয়া বার-বিলাসিনী হইবে? আমাদের মন প্রাণ হরণ করিয়া, পরে কুব্যবহার করিবে কি রূপে জানা যায়!

"নরাধম বল্লালকৃত কৌলিন্য প্রথা যদি ভারতে প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে কুলীন-কামিনীদিগকে কখনই এত মনঃকষ্ট পাইতে হইত না। কুলীন-ললনা- দিগকে কলঙ্কিনী করিবার জন্যই কি নারাধম ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল! যা 'হউক মন্মথ, পরম দয়ালু অবলাকুল হিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয় যে 'বহুবিবাহ উচিত কি না' একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহাতে কি কেহ কোন প্রকার আপত্তি করিয়াছে, আর সে পুস্তক সকলের আদরণীয় হইয়াছে?"

মন্মথ। "বাচস্পতি মহাশয় তৎপুস্তকোদ্ধৃত শ্লোক গুলির ভিন্ন অর্থ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। জগদীশ্বর যাহাকে বড় করিয়াছেন, তাঁহাকে কি মানুষে ছোট করিতে পারে? বিদ্যাসাগর

মহাশয় সেই শ্লোক গুলির যাহা অর্থ করিয়াছেন, বিদ্বান মাত্রেই তাহার পোষকতা করেন, সংস্কৃতাজ্ঞ লোকেরাও তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। বাচস্পতি মহাশয়ের অর্থ তদ্বুদ্ধি-পথাবলম্বী-ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারে না। ”

কামিনী। “যে দিন হইতে ভারতলক্ষ্মী ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন অবধি ভারতললনাদের সুখেরও শেষ হইয়াছে। আর্য্য-সন্তানরা পরাধীন হইয়া তাহাদের বুদ্ধির ব্যতিক্রম হইয়াছে; দয়া, মায়া, মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছে। দেখ, পুরাকালে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, তার শত শত দৃষ্টান্ত পুরাণে লিখিত আছে। অধুনাতন পণ্ডিতেরা কোথা হইতে বাহির করিল বিধবা বিবাহ কলিকালে নিষেধ। এখন পণ্ডিতও যেমন, বিধানও তেমনই। পণ্ডিতেরা নিজেদের নাম শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পারেন না, বিধান দিবার সময় কেমন তৎপর। একলা বিদ্যাসাগর মহাশয় করিবেন কি, তিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া বিধবা বিবাহ কলিকালে শাস্ত্রাদি সম্মত প্রমাণ করিলেন। রাধাকান্ত দেব সেই সময় বিপক্ষতা করিয়া হিন্দু মহিলাদের কষ্ট দূর করিতে দিলেন না। এ সময় তিনি নাই, মনে হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে বহু বিবাহ প্রথা উঠিয়া যাইবে, তাও আবার বাচস্পতি গোলযোগ আরম্ভ করিল। হায়! হিন্দু মহিলাদের কোন কালেই দুঃখের শেষ হইবে না! স্বার্থপর পুরুষেরা, ইচ্ছাধীন বিবাহ করিয়াও ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষ পূর্ণ না হওয়ায়, বার-

বিলাসিনী-দিগের পদ-রেণু মস্তকে ধারণ করে; তবে যে স্ত্রীলোকেরা চির বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া সতীত্বে জলাঞ্জলি দেয়, তাহাতে তাহাদের অপরাধ কি! যদি অধুনাতন ভারত সন্তানরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত স্বার্থপরতাহীন ও দয়ার্দ্র চিত্ত হইতেন, তাহা হইলে কি হিন্দু-কুলীন-কামিনীরা কুলমানে বিসর্জন দিয়া সামান্যা-বৃত্তি অবলম্বন করে? মনোমত পতিপদ পাইলে কি রমণীরা পরপুরুষ সেবা করে?

"বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহনামকগ্রন্থে সত্য লিখিয়াছেন 'হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলা জাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলা গণ, তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।'

"এক দিন রাত্রিতে আমি ঘরে শুইয়া আছি, সে আসিল। সেই আসাতেই যে আমার সর্বনাশ হবে জানিতাম না। এতদিন মনের সুখে ছিলাম, সেই দিন সতীত্ব-রত্ন হারাইয়া চিরদিনের জন্য মানসিক সুখে জলাঞ্জলি দিলাম।

"দুই মাস এই রূপ আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হইল। কিন্তু সেই রাত্রি অবধি আমার মনে সকল সময়ে ঘৃণা ও ভয় জাগরূক। যদিও স্পষ্ট জানিতাম সে কথা

প্রকাশ হয় নাই, তথাপি কাহার নিকট মুখ দেখাইতে লজ্জাবোধ হইত। তখন জানিতে পারিলাম, প্রথমে পাপ পথে পদার্পণ করিলে সন্দেহ, ভয় ও লজ্জা সদাই অন্তর্দাহ করে। মন্মথ, আমার এই ঘটনাই যেন স্ত্রীলোক-দিগকে সাবধান করে, যে প্রলোভনে মুগ্ধা হইয়া সতীত্বে জলাঞ্জলি দিলেই আমার দশা ঘটিবে। কোন রমণী আপনাকে বুদ্ধিমতী জ্ঞান করিয়া কিংবা কোন পুরুষের চরিত্র বিশেষ না জানিয়া, তাহাকে অমূল্য প্রেমরত্ন দান না করেন। কামিনীদিগের সতীত্ব রত্ন গ্রহণ করিবার জন্য স্বার্থপর পুরুষেরা অনেক যত্নে ও বহুব্যয়ে রমণীদিগের প্রেমরত্ন ক্রয় করে, কিন্তু সতীত্ব রত্ন একবার হস্তগত হইলে পর, রমণী-প্রেম ছার পদার্থ বলিয়া হেয় জ্ঞান করে। সেই জন্য রমণী মাত্রেরই ভাবা উচিত যে তাহারা ব্যভিচার রূপ জলধির তীরে সর্বদাই ভ্রমণ করিতেছে, কোন ক্রমে একবার পদস্খলন হইলে পর অগাদ জলে পতিতা হইবে, উঠিবার আর কোন উপায় থাকিবে না।

"আমি পুনঃ পুনঃ আমাদের বিবাহ কার্য্য নির্বাহ করিবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু সে তাহাতে কোন স্পষ্ট উত্তর দিত না। একদিন হটাৎ আসিয়া আমাকে বলিল 'কাশীধামে মাতার পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, আমি শীঘ্র সেই থানে যইব'। আমি অনুনয় করিয়া বলিলাম, কল্য দিন ভাল আছে, আমাকে বিবাহ কর, পরে উভয়ে যাই চল; আমি তোমাকে না

দেখিয়া থাকিতে পারিব না। সেই ক্রুর হৃদয় বলিল ' এখন বিবাহ কখনই হইতে পারে না '। আমি উন্মত্তার ন্যায় হইয়া বলিলাম তুমি আমার ধর্ম নষ্ট করিয়াছ, আমি সকলের নিকট বলিয়া দিব। তাহাতে সে এই বলিল ' আমার ক্ষতি নাই, তোমাকে অসতী বলিয়া সকলে নিন্দা করিবে। '

" সেই নিদারুণ কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইলাম। পরে কি হইল কিছুই জানি না। চৈতন্য হইলে দেখিলাম, সাক্ষাৎ দয়ায় প্রতিমুর্তির স্বরূপ পিতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া আছি। আমার আচরণে পিতার ক্রোধ হওয়া দূরে থাক, সে সময় আমার তাদৃশী দশা দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদয় হইল। তিনি স্বয়ং সেই নরাধমের বাটীতে গিয়া, যথেষ্ট টাকা দিয়া তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইলেন।

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে সে পিতার নিকট আসিয়া বলিল ' মাতার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, পত্র পাইলাম তাঁর জীবন সংশয়, আমাকে এখনই কাশী যাত্রা করিতে হইবে, আমি কাশী হইতে আসিয়া বিবাহ করিব '। সুতরাং পিতাকে তাহার কথাতেই সম্মত হইতে হইল।

" আমারও নিকট আসিয়া তাহার মাতার জীবন সংশয়ের কথা বলিল, আর ও বলিল ' তুমি আমাকে যথার্থ ভালবাস কি জানিবার জন্য তোমার প্রতি কাল ওরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন বুঝিয়াছি যে

তুমি আমার জন্য যথার্থ কাতর। আমি শীঘ্রই কাশী হইতে আসিয়া তোমাকে বিবাহ করিব, তুমি ভিন্ন অন্য কোন রমণীর প্রেমপাশে বদ্ধ হইব না। আমাদের বহু বিবাহ ব্যবসা বটে, আমার উহাতে নিতান্ত অমত। আর আমি বিলক্ষণ জানি, তোমার পিতা বহুবিবাহকারীর হস্তে তোমাকে কখনই সমর্পণ করিবেন না।'

"হায় রমণীর প্রেম কি পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করে না! আমি তাহাকে তখনও যথার্থ প্রেমিক ভাবিয়া বলিলাম, আমি তোমার বিরহে এক দিনও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। আমার সমস্ত অলঙ্কারাদি লইয়া পিতার বিনা অনুমতিতে অদ্যই তোমার সঙ্গে কাশী যাইব। সেই খানে গিয়া তুমি আমাকে বিবাহ করি ও। নরাধম আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত হওয়াতে পিতার নিকট যথেষ্ট টাকা পাইয়াছিল; আমার নিকট টাকা ও অলঙ্কার লইবে বলিয়া আমাকে লইয়া কাশীধামে যাত্রা করিল। সেই অবধি এখানে আছি।

"মন্মথ, তোমাদের একটা দৃঢ় বিশ্বাস আছে, যে রমণীর মন নিতান্ত কোমল, সেটা ভারি ভুল। রমণী-হৃদয় যে নিতান্ত কঠিন তার আর সন্দেহ নাই। দেখ, যে পিতা, মাতার মৃত্যুর পর অবধি আমাকে স্বহস্তে লালন পালন করিলেন, যার বিনা অনুমতিতে এক পরপুরুষের সহিত প্রণয় করিলাম, যিনি তজ্জন্য ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং তারই সহিত বিবাহ দিতে সচেষ্টিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে

আমি ঈদৃশ ব্যবহার করিলাম। শুদ্ধ আমি যে এরূপ ব্যবহার করিয়াছি এমন নহে, অনেক স্ত্রীলোকেই এরূপ করিতেছে। সকলে বলে স্ত্রীলোকের মন মায়ায় পরিপূর্ণ; আমাদের মনে মায়ার লেশমাত্রও নাই। আমারা ছার প্রণয়ের জন্য কি না করিতে পারি? আমরা কৃতঘ্নতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি! সংসারে যত প্রকার অনিষ্টপাত হয় আমরাই তার এক মাত্র কারণ! অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে আমাদের মত কে আছে? হায়! যে পিতা দেশের মধ্যে মান্য ছিলেন, আমি তাহাকে অপদস্থ করিলাম; লজ্জায় কাহার নিকট মুখ দেখাইতে পারেন না!" এই বলিতে বলিতে কামিনীর নীরজ-নিভ নয়নদ্বয় অশ্রু রাশিতে পরিপূর্ণ হইল।

মন্মথ। "কামিনি, 'গতস্য শুচনা নাস্তি' সে বিষয় মনে করিয়া এখন দুঃখিত হও কেন? বিধি নির্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে? কথায়বলে 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম,' মহাত্মাদের চরিত্রে যখন বুদ্ধি-বিপর্য্যয় দেখা যায়, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার বুদ্ধিব্যতিক্রম হবে বিচিত্র নহে। পরে কি হইল বল।"

কামিনী। "যখন কাশীতে আসিয়া পোঁছিলাম সে আমাকে বলিল 'তোমার সহিত আমার এখনও বিবাহ হয় নাই; আমার মাতার বাটীতে তোমাকে লইয়া গেলে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলিতে পারে; এইখানে আমার

একটি আত্মীয় স্ত্রীলোক আছে, যত দিন না আমাদের বিবাহ হয়, তোমাকে সেই স্থানেথাকিতেহইবে। তোমার অলঙ্কার গুলি দাও, আমি মাতার বাটীতে রাখিয়া আসি।' যাহাকে মন দিয়াছি তাহাকে অলঙ্কার দিতে বাধা কি? তাহার হস্তে সমস্ত অলঙ্কার দিলাম। আমাকে এই বাটীতে রাখিয়া, আমার অলঙ্কার গুলি লইয়া সে যে কোথায় গেল নির্ণয় করিতে পারিলাম না। আমার গাত্রে যে অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম।

"আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি ও বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে যাই। কিন্তু তাহার অনুসন্ধান করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য, আমি তখনও সন্দেহ করি নাই যে, সে আমার সহিত কুব্যবহার করিবে, মনে করিতাম মাতার অসুখ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না।

"এখানে রামলীলা বড় উৎসব। আমি প্রতিদিন গৃহ-স্বামিনীর সঙ্গে রামলীলা দেখিতে যাইতাম। এক দিন দেখিলাম, ঐ নরাধম, সেই জ্ঞাতিকন্যা মোক্ষদার সহিত রামলীলার মাঠে বেড়াইতেছে। আমার মনে তখন যে কি হইল, তোমাকে আর কি বলিব। প্রথমে ক্রোধ, পরে দুঃখ, ক্রমে পিতৃ-বিরহ মনোমধ্যে নবীন ভাব—" এই বলিতে বলিতে কামিনী হতজ্ঞান হইয়া যেমন ভূমিতলে পড়িতেছিল, মন্মথ তাঁহাকে ধরিয়া, অতি যত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

কামিনী কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া বলিল “ তুমি আমার জন্য এত কষ্ট করিলে কেন? এ জীবন শেষ হইলেই ভাল হইত। যত দিন বৈরনির্যাতন মনোমধ্যে জাগরূক ছিল, তত দিন জীবনেও যত্ন ছিল, এখন অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, জীবনে আর সাধ নাই। কতদূর তোমাকে বলিয়াছি? ”

মন্মথ। “ তোমাকে কষ্টদিয়া আমি আর শুনিতে ইচ্ছা করি না। ”

কামিনী। “ যে এত কষ্ট সহ্য করিতে পারে, তার আর সামান্য কষ্টে কি হবে? বরং বন্ধুজনের নিকট মনোযাতনার কথা বলিলে, সেই যাতনার লাঘব হইবার সম্ভাবনা। ”

“ সেই দিন রামলীলার মাঠে দেখা হইলে, কৃতঘ্ন, দূর হইতে বাটীস্বামিনীকে ডাকিয়া অন্য আর দিকে চলিয়া গেল। বাটীস্বামিনী আমাকে একাকিনী রাখিয়া তাহার নিকট গমন করিল। আমি একলা করি কি, বিশেষতঃ মনের দুঃখে আর সেখানে থাকিতে পারিলাম না, একলাই বাটীচলিয়া গেলাম।

গৃহস্বামিনী বাটী আসিয়া আমাকে বলিল “ পরেশ বাবুর মুখে শুন্‌লুম, তুমি একজনের সঙ্গে বেরিয়ে কাশীতে এসেছিলে, এখানে আবার লুকিয়ে আর এক জনের সঙ্গে নষ্ট হও, তাতেই তোমার পূর্বকার বাবু তোমাকে তাড়িয়ে দেয়। তুমি একলা পথের ধারে বসে কাঁদ্‌ছেলে দেখে পরেশ বাবু দয়া করে তোমাকে এখানে রেখে যান, আর খরচ পত্তর দিয়েছিলেন। পূর্বে তিনি তোমার রীত

চরিত্রের কথা কিছু জান্‌তে পারেন নি, এখন ঐ সব কথা কার কাছে শুনেছেন, তিনি আর এখন তোমাকে কিছু খরচ পত্তর দেবেন না। আর আমিই বা নষ্ট মেয়েমানুষকে কেমন করে ঘরে রাখি, তুমি বাছা, অন্য কোথাও চেষ্টা দেখ। '—"

মন্মথ। "উঃ, কি কৃতঘ্ন! মানবকুলে এমন পাপাত্মা ও জন্মগ্রহণ করে!"

কামিনী। "সে আমাকে ঐ কথা বলিয়া সেই ঘর হইতে চলিয়া গেল। আমি তাহার বাড়ী ভাড়া দিয়া অন্যত্র যাইতে প্রস্তুত হইলাম। তখন সে বলিল 'কোথায় যাবে? এখানেই থাকো, সর্ব্বদা ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, দুষ্টলোকের সঙ্গে আলাপ কোরো না।' আমিও ভাবিলাম, এই অজ্ঞাত স্থানে কোথায় যাইব? সেই অবধি এই খানে আছি।

"গত বৎসর রামলীলার সময় অবধি এ পর্য্যন্ত তাহার বাটীর অনুসন্ধান করিতেছি; এই গৃহ-কর্ত্রীকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া উহার নিকট অদ্য প্রাতঃকালে তাহার বাটীর ঠিকানা জানিতে পারিয়াছি। রামলীলার সময়াবধি, আমার মনে ক্রোধ, হিংসা ও দুঃখ সদাই প্রজ্বলিত ছিল। অদ্য রজনী এক প্রহরের সময় বস্ত্র মধ্যে এক খানি শাণিত ছুরিকা লইয়া তাহার বাটী গেলাম, দেখিলাম দ্বার উদ্ঘাটিত, কেহ কোথাও নাই, সে একলা এক ঘরে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। সেই সুবিধায় তার বক্ষঃস্থলে সবলে ছুরিকাঘাত করিলাম, ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া বাটী আসিলাম।"

মন্মথ। "তুমি হত্যা করিলে কেহ জানিতে পারিল না?"

কামিনী। "কি রূপে জানিবে? সেখানে তৎকালে কেহ উপস্থিত ছিল না। জানা দূরে থাক্ আমাকে কেহ সন্দেহও করে নাই?"

মন্মথের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ হইল, সুমিষ্ট বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন "কামিনি, তুমি কি সেটা ভাল করিয়াছ?"

কামিনী। "স্ত্রীলোকেরা হিংসাবশবর্ত্তী হইয়া না পারে এমন কার্য্যই নাই? যাহা হউক, তুমি এখানে কোথা হইতে উপস্থিত হইলে? আর মনোরমার সহিত তোমার বিবাহ কিরূপে হইল, তাহা সমস্ত বল। তোমাদের যখন বিবাহ হয় তখনত আমি গ্রামে ছিলাম না, মাতুলালয় গিয়াছিলাম, সুতরাং আমি তোমাদের বিবাহ-বৃত্তান্ত কিছুই জানি না।"

মন্মথ, নিজ বৃত্তান্ত বলিবেন কি, হত্যা-বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মন নিতান্ত অস্থির হইল, ভয়ে হৃদয়ের গভীর দেশ অবধি কাঁপিল, শরীর রোমাঞ্চ হইল, চক্ষু বিস্ফারিত হইল, ভাবিলেন ইতিপূর্বে প্রতিজ্ঞা করিলাম, দুই তিন দিবস এখানে থাকিব; কিন্তু হত্যা কারিণীর সহবাস কি রূপে করি? যাহা হউক, যাহার নিকট সদ্য উপকৃত, যে আমার সমস্ত পরিবারকে আহার দিয়া জীবন রক্ষা করিল, তাহাকে সদুপদেশ দেওয়া উচিত, তাহার চরিত্র শোধন করিবার চেষ্টা করা আমার অবশ্যকর্তব্য—"

কামিনী। “মন্মথ কি ভাবিতেছ?”

মন্মথ। “না—এমন কিছু নহে। আমার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছিলে? যতদূর স্মরণ আছে বলিব। কিন্তু সে অনেক কথা, রাত্রি অবসান প্রায় বোধ হইতেছে; স্নান আহারাদির পর আমার কথা আরম্ভ করিব।”

কামিনী কোন শব্দ শুনিয়া বলিল “তাইত, এই যে মাহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতে যাইতেছে; চল, আমরাও গঙ্গাস্নানে যাই।”

রজনী তৃতীয় প্রহর অতীত হইলে মহারাষ্ট্রীয় রমণীরা গান করিতে করিতে গঙ্গাস্নান যায়; কামিনী সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিল যে রাত্রি অবসান প্রায়। সে মন্মথকে সঙ্গে লইয়া স্নানার্থে বহির্গত হইল।

রজনী শেষ হইল। মন্দ মন্দ সুশীতল সমীরণ চারিদিকে বহিল। পক্ষিগণ শাখায় বসিয়া নানা প্রকার রব করিতে লাগিল; বোধ হয় যুবতী দিগকে পতি-পাশত্যাগ করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। সকল দেব-মন্দিরেই কাঁসর ঘন্টা প্রভৃতির বাদ্য-ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইল। উত্তর-বাহিনী ভাগীরথী কল কল রবে জন-সমাদর করিতে লাগিলেন। কাশীর সকল ঘাটই এই সময় লোকে পরিপূর্ণ; কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা স্তবপাঠ করিতেছে, কেহ বা পূজায় ব্যস্ত আছে। এক প্রহর পূর্বে যাহারা কুকর্মে লীন ছিল, এক্ষণে তাহারা পরম ধার্মিক হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করিতেছে। ইতিপূর্বে যে মহাত্মারা মদ্যপানে অন্তঃশুদ্ধি

করিতেছিল, এক্ষণে বহিঃশুদ্ধি করিতে ব্যস্ত; যে যজ্ঞোপবীত এত ক্ষণ ধূলায় ধূসরিত হইতেছিল, এক্ষণে তাহা সযত্নে মার্জিত হইয়া বক্ষঃস্থলে বিরাজিত; যে হস্ত এতক্ষণ বার-বিলাসিনি-স্পর্শসুখ অনুভব করিতেছিল, এক্ষণে তাহা শিব-পূজায় নিযুক্ত; যে জিহ্বা এতক্ষণ রমণী-গুণ গাইতেছিল, এক্ষণে শিবগুণগানে অনুরক্ত; যে নয়ন এতক্ষণ কুচরিত্রা রমণীর রমণীয় ভঙ্গি দেখিতেছিল, তাহা এক্ষণে মহাদেব দর্শনে রত; যে কর্ণদ্বয় এতক্ষণ কুলটামুখে প্রেম-কথা শুনিতেছিল, তাহারা এক্ষণে দেবতা-স্তবে ও পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর কল কল রবে পরিপূর্ণ; যে বক্ষঃস্থল এতক্ষণ বারনারী-ধারণ করিতেছিল, এক্ষণে তাহা গঙ্গা মৃত্তিকা ও রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ করিতেছে; যে সকল রমণীরা এতক্ষণ স্ত্রী-সহজ-লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদমত্তা হইয়া ভৈরবীচক্রে আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, এক্ষণে তাহারা সতী দলাভিভুক্ত; উষাদেবি! তুমিই সংসারে বৈপরীত্য-কারিণী!

কাশীধাম! তুমি মহাদেবের আবাসস্থান, তজ্জন্য পুণ্য-স্থান বলিয়া বিখ্যাত! কিন্তু তোমার গর্ভে যত পাপাত্মা ও পাপীয়সী বাস করে, এত কুত্রাপি দেখা যায় না! পাপীরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তোমার আশ্রয় লয়, কিন্তু তাহারা পাপে এতদূর লীন, যে পাপ পরিহার করা দূরে থাক্‌, অনেক সঙ্গী পাইয়া তাহারই অনুষ্ঠান অধিক করে!

এই সময় কাশীর পুরোহিত মহাশয়েরা বা পাণ্ডা, আর কতগুলি যাত্রাওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ, পরের সর্ব্বনাশ

করিতে বাহির হইলেন। কোন প্রকারে নূতন যাত্রীদের নিকট কিছু আদায় করা, তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও পরম ধর্ম!

কামিনী ও মন্মথ গঙ্গাস্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে প্রস্থান করিল, কামিনী সঙ্গে ছিল বলিয়া মন্মথ সে দিবস এ সকল মহাত্মাদের হস্তে পড়িলেন না। ক্রমে অরুণোদয় হইল। নিশানাথ অরুণের আরক্ত বর্ণে ভীত হইয়া লুক্কায়িত হইলেন। যেমন কোন নরপতি সভাভঙ্গ করিয়া প্রস্থান করিলে সভাসদগণও অন্তর্ধান হন, নিশাপতিকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তারারাজিও তৎপথাবলম্বী হইল। অরুণোদয়ে বোধ হইতে লাগিল, বসুমতী যেন লোহিত বসন পরিধান করিয়াছেন। এক দিকে অরুণোদিত, অন্য দিকে শশী অস্তগত দেখিয়া বোধ হয়, যে, সকল সময় সকলের সমভাবে যায় না, স্বভাব যেন তাহারই পরিচয় দিতেছে। কখন বৃদ্ধি কখন পতন সকলেরই আছে।

বিপণি দ্বার সকল উদ্ঘাটিত হইল। দশাশ্বমেধ ঘাটের উপর ফল ফুল মৎস্য প্রভৃতির আপণ বসিল। বাঙ্গালি টোলার সকল লোকই প্রায় বিশ্বেশ্বর দর্শন পূর্বক সেই স্থান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাটী যায়। কাশীর সমস্ত পথই এই সময় লোকে পরিপূর্ণ। পুরুষ ও রমণীমাত্রেরই হস্তে এক একটি পুষ্প-পাত্র।

কামিনী, দূর হইতে বিশ্বেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণ মণ্ডিত চূড়া মন্মথকে দেখাইল। পরে মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক উভয়ে

প্রস্তর নির্ম্মিত মহাদেব মূর্ত্তি দেখিল, ও অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বাটী আসিল।

উভয়ের আহারাদি সমাপন হইলে মন্মথ তাঁহার বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্মথ-বৃত্তান্ত।

মন্মথ বলিতে লাগিলেন "বিবাহ প্রজাপতি নির্ব্বন্ধ বলিয়া যে জনশ্রুতি আছে, আমার সহিত মনোরমার বিবাহ তাহার এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। মনোরমার মুনিজন-মনো-মোহিনী শ্রী ও গুণরাশির কথা শুনিয়া নানা স্থান হইতে ধনীরা তাহাকে বিবাহ-লালসায় ঘটক পাঠাইতে আরম্ভ করিল। আমি তার অদৃষ্ট-পূর্ব্ব রূপমাধুরী ও গুণপণার প্রশংসা করিতাম, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিব, এ কথা এক দিন ও মনে হয় নাই। বামন হইয়া চন্দ্রলাভে কেন আশা করিব? বিধাতা যে এত রূপরাশি আমার জন্য সৃজন করিয়াছিলেন তাহা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। মনোরমার উৎকট পীড়াই আমার সেই অমূল্য মনোরমা-রত্ন-লাভের কারণ! মনোরমা বিকার-জ্বরাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়, তজ্জন্য তাহার নাসিকা কিঞ্চিৎ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; এখন আর সেরূপ নাই। সেই রোগগ্রস্ত হইয়া মনোরমা যদিও কিঞ্চিৎ শ্রীহীনা হইয়াছিল, কিন্তু এক দিনের জন্যও দুঃখিত হয় নাই।

“আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, এক দিন মনোরমা আমার নিকটে আসিল; তাহাকে দেখিয়াই বোধ হইল যেন অশ্রু-বেগ সংবরণ করিতে পারিতেছে না, কোন মনের দুঃখ আমার নিকট প্রকাশ করিতে অসিয়াছে। অমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মনোরমে, তোমার ঈদৃশভাবের কারণ কি? তাহাতে উত্তর দিল ‘মন্মথ, বিধাতা যে আমাকে শ্রীহীনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কাতর নহি; আমার কতগুলি সমবয়স্কা, যাহাদের পরম বন্ধু বলিয়া জানিতাম, তাহারাও আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া হাঁসে’। আমি অনেক কষ্টে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। আহা! মনোরমার তৎকালীন মলিন মুখশ্রী দেখিয়া আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়, বোধ হইল।

কামিনী। “আমারাই কি হিংসার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি!”

মন্মথ। “একদিন আমাদের গ্রামের বটতলা পুষ্করিণীর ধারে আমি বসিয়া আছি, কতকগুলি স্ত্রীলোক সেই পুষ্করিণী অভিমুখে আসিতেছে দেখিলাম; কাহার কক্ষে বারি আনয়নার্থ কলসী রহিয়াছে, কেহ কেহ বা হস্ত পদাদি প্রক্ষালন মানসে আসিতেছে। স্ত্রীলোকের স্বভাব, কতকগুলির একত্র হইলেই পরনিন্দা, কুৎসা, কলহ ভিন্ন থাকিতে পারে না। ঐ দোষগুলি আবার ধনিজন গৃহে যত দেখা যায়, মধ্যবিত্ত জনের কুলবধু-মধ্যে ততদূর দেখা যায় না। তাহারা সর্ব্বদাই গার্হস্থ কর্ম্মে ব্যস্ত, ঐ সকলের

সময় পায় না; স্নানের সময় কিংবা অপরাহ্নে কতকগুলি একত্র হইলেই লোক নিন্দা, কলহ ইত্যাদিতে সময়াতিপাত করে ”

কামিনী। “আমাদের ঐ দোষ গুলি আছে স্বীকার করি, কিন্তু তোমাদের ও কি ঐ দোষগুলি নাই ?”

মন্মথ। “পুরুষ দিগের ঐ রূপে সময় অতিবাহনের সুবিধা হয় কৈ ? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে হয়; পরিশ্রমের পর আর ওসব ভাল লাগে না। তবে, অনেক ধনীরা, যাঁহারা পরিশ্রম দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করেন, তাঁহারাই ঐ রূপে অমূল্য সময় নষ্ট করেন। ”

কামিনী। “থাক্, পরের কথা লইয়া কলহ করিবার প্রয়োজন নাই, তার পর কি বল। ”

মন্মথ। “সেই স্ত্রীলোক গুলি মনোরমার কথা কহিতে কহিতে অসিতেছে, শুনিলাম। তাহাদের সকলকেই তুমি জান, তোমার নিকট তাহাদের নামটা করা ভাল হয় না। মনোরমার ঐ দুর্ঘটনার বিষয় আন্দোলন করিয়া তাহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া আমি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলাম, তাহাদিগকে বলিলাম, বিধাতা তেমাদিগকে এত কোমল করিয়াও তোমাদের চিত্ত হিংসা রূপ প্রস্তরে নির্মাণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই ; মনোরমা যতই শ্রীহীনা হউক না কেন, রূপে গুণে হিন্দু-রমণীর গৌরব, সে বিষয় বলা বাহুল্য। আমার কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া

আমাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিল, কেহ কেহ সে বিষয় তর্ক করিবার জন্য অগ্রসর হইল। আমিও গতিক ভাল নহে দেখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আমার ঐ কথা লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিল, তাহা আর তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না। ক্রমে আমার ঐ কথা মনোরমার কানে উঠিল।

"সেই ঘটনার পর অবধি আমাদের প্রণয় পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল। অত্যন্ত প্রণয়প্রযুক্ত মনোমধ্যে যদিও প্রেমসঞ্চার হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিবাহ করিব, এ আশা কখনই ছিল না। আমি দরিদ্র, সামান্য বেতন ভোগী, ভূস্বামী-কন্যাকে বিবাহ করিয়া কেন তাহাকে অগাধ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিব? আর ও আমি জানিতাম, ধনাঢ্যের সহিত বিবাহ দেওয়া তাহার মাতার নিতান্ত ইচ্ছা, তজ্জন্য আমার মনোভাব মনোরমার নিকট কখন প্রকাশ করি নাই। প্রেমের এমনই গতি, মনে স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, আমাদের বিবাহ কখনই হইবে না, কিন্তু মনোরমাকে না দেখিয়া ও থাকিতে পারিতাম না; সর্বদাই তাহার নিকট গমন করিতাম; ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নি নিবাইতে লাগিলাম।

"আমরা যদিও মুখে কেহ কাহাকেও কিছু বলি নাই, আমাদের উভয়ের ভাব ভঙ্গিতে উভয়ের মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছিল। এক দিন কথায় কথায় ভালবাসার কথা উঠিল। আমি বলিলাম, আমি একজনের প্রেমে বদ্ধ

হইয়াছি, কিন্তু কোন কথা তাহার নিকট প্রকাশ করি নাই, তাহাকে না পাইলে এ প্রাণ পরিত্যাগ করিব। মনোরমে, তোমাকে আমি বিশ্বাস করিয়া সমস্ত কথা বলিব, আর কি উপায়ে সেই রমণী-রত্ন লাভ করিব, তোমাকে সে বিষয়ে উপদেশ দিতে হইবে।

"মনোরমার তৎকালীন চিত্তচাঞ্চল্য ও ভাবভঙ্গি মনে হইলে আজও হৃদয় বিদীর্ণ হয়; মলিনতা সেই মুখশ্রী গ্রাস করিল, কম্পে শরীর আচ্ছন্ন হইল, মনোরমা বিকৃত স্বরে বলিল 'মন্মথ, আমি স্ত্রীলোক, তোমাকে কি উপদেশ দিব? পুরুষেরা এ বিষয় আমাদের অপেক্ষা ভাল বুঝেন'।

কামিনি, আমাদের প্রেম-কথা সবিস্তারে বলিতেছি বলিয়া বোধ হয় তোমার বিরাগভাজন হইতেছি। সংক্ষেপে বলি?

কামিনী। "না, না, না, প্রণয়ীদের প্রেমালাপ শুনিতে আমি বড় ভাল বাসি।

মন্মথ। "আমি মনোরমার নিকট আর যাব না স্থির করিলাম, কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই তাহার বিরহ অসহ্য হইল, তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিন দিনের পর তাহার নিকট গেলাম, মিথ্যা করিয়া বলিলাম, আমি পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, যে একটি যুবতী আমার মনহরণ করিয়াছে, তাহার বিরহ এক্ষণে এমনই অসহ্য হইয়াছে যে, তোমার মত বন্ধুসমাগমেও মনের স্থিরতা

সম্পাদন হয় না। সেই সুন্দরী রত্ন লাভ করিবার জন্য এই তিন দিবস ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু এখনও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এই বলিয়া একটি মিথ্যা গল্প সাজাইয়া তাহাকে বলিলাম।

"মনোরমা আমার সমস্ত কথা বিশ্বাস করিল; সরল-স্বভাবা আমার প্রবঞ্চনায় প্রতারিত হইবে বিচিত্র নহে!

"আমার কথা শুনিয়া মনোরমা অধিকতর বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল 'মন্মথ, তুমি আমাকে তোমার প্রণয়ের সমস্ত কথা বলিবে বলিয়াছিলে, কৈ, তোমার প্রণয়িণীর নামত আমাকে বল নাই।'

"আমি বলিলাম আমার প্রণয়িনীর সহিত তুমি বিলক্ষণ পরিচিত আছ; তোমার সহিত এইবার যখন আমার সাক্ষাৎ হইবে, সেই দিন তোমাকে তাহার নাম বলিব। আমার সেই কথা শুনিয়া তাহার যে দশা হইল, তাহা মনে হইলে আজও কষ্ট হয়; তাহার তৎকালীন আকার প্রকার, মলিন মুখশ্রী, ভঙ্গ স্বর, নম্রতা ও সরলতা প্রকাশক নয়নদ্বয় দেখিয়া আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইল।

"আমি যখন স্পষ্ট বুঝিলাম, যে মনোরমা নিতান্তই আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী, তখন তাহাকে সে বিষয় উৎসাহ না দিয়া বরং নিরুৎসাহিনী করিতে চেষ্টা করিলাম।

"সরোজিনী নাম্নী রমণী, মনোরমার বিকার প্রাপ্তিতে, সকল অপেক্ষা অধিক আহ্লাদিতা হইয়াছিল; সুতরাং মনোরমার পরম শত্রুকেই আমার মানস-কল্পিত প্রেয়সী

স্থির করিলাম, ভাবিলাম এইরূপ বলিলে আর মনোরমার সরল-হৃদয়ে আমি স্থান পাইব না।

“এই রূপ স্থির করিয়া মনোরমার নিকটে গেলাম, দেখিলাম প্রিয়া আমার মৌনভাবে বসিয়া আছে; অন্যান্য কথোপকথনের পর আমার প্রণয়ের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলাম, তোমার বাল্যসখী সরোজিনী আমার মনোমোহিনী, আমার মানস-সরোবরের সরোজিনী। তোমার পরম শত্রু বলিয়া তাহার নাম তোমার নিকট এত দিন বলি নাই।

“মনোরমা বিকৃত স্বরে কহিল ‘মন্মথ, তুমি যখন জান, সে আমার পরম শত্রু, তখন তাহার নাম আমার নিকট করা ভাল হয় নাই’। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় প্রিয়া বলিতে লাগিল, ‘তোমারই নিন্দা করি কেন? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ! যে সরোজিনীকে না দেখিলে আমার মন অস্থির হইত, যে আমার বাল্যসখী, সেই এক্ষণে আমার অঙ্গ বিকার দেখিয়া আহ্লাদিতা’। এই কথা বলিতে বলিতে মনোরমার নয়নদ্বয় অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হইল, মনোরমা আবার বলিল, ‘মন্মথ তাহার ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া তুমি তাহাকে বামাকুলের মধ্যে রমনী-রত্ন স্থির করিয়াছ, এই আশ্চর্য্য! ঈদৃশী কুশীলা নারী তোমার হৃদয়ে কখনই স্থান পাইবে না, মনে ছিল। হা বিধাতঃ! আমার সকল আশাই বিফল হল’।

“তখন আর থাকিতে পারিলাম না, তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, মনোরমে, প্রাণেশ্বরি, আর বলো না, সহ্য হয় না,

তুমি ভিন্ন এ কঠিন হৃদয়ে এ পর্য্যন্ত কেহ স্থান পায় নাই। আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মনোরমা মোহ প্রাপ্ত হইল।

মনোরমার চৈতন্য হইলে পর বলিলাম, মনোরমে, আমার সহিত তোমার বিবাহ হইলে তোমাকে চিরকাল দরিদ্র-সহবাস করিতে হইবে, এই জন্য তোমাকে এ বিষয় বিরত করিতে সচেষ্টিত ছিলাম। মনোরমা সেই কথা শুনিয়া আহ্লাদিতা হইয়া বলিল, 'তুমি উদারচরিত, তোমাকে বিবাহ করিয়া আমি কষ্ট পাইব স্থির করিয়া তুমি আমার প্রেম-গ্রহণে অসম্মত, কিন্তু আমার মন, তুমি ভিন্ন আর কাহার অভিলাষী নহে, তোমার সহিত যে অবস্থাতেই থাক আমি পরম সুখে থাকিব'।

কামিনী, মন্মথমুখে উপরোক্ত বিশুদ্ধ প্রেমের কথা শুনিয়া বলিল, "মন্মথ, তুমিই যথার্থ উদারস্বভাব, মনোরমাকে সুখী করিবার জন্য চিরবিরহ সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলে?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মন্মথ বৃত্তান্তে অচিন্তনীয় ঘটনা।

সেই দিন অবধি জগৎ সুখময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু যখন মনে হইত যে, যাহাকে লইয়া সুখী হইব, আমিই তাহার কষ্টের এক মাত্র কারণ, তখন পৃথিবী শূন্য জ্ঞান করিতাম।

এক দিন সন্ধ্যার সময় দুই জনে বসিয়া আছি, আমি বলিলাম, মনোরমে, বিধাতা পরম সুখের পথে কণ্টক

বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, দেখ, আমি পৃথিবীতে সকলই সুখময় জ্ঞান করি, কিন্তু তোমার কথা যখন মনোমধ্যে উদিত হয়, তখন চারিদিক শূন্য দেখি, তুমি আমার প্রণয়িনী এ কথা ভাবিলে দেহে প্রাণ থাকিতে চায় না; আমার অবস্থা তুমি জান, তুমি কি তাহাও জান, আমি কোন জমিদারের বিষয় রক্ষক মাত্র, তুমি কোন ধনীর কন্যা, তোমার মাতা তোমার অভিভাবক, এ বিবাহে তিনি যদি অসম্মতা হয়েন, তাহা হইলে তোমার কি দুর্দশা হইবে বিবেচনা কর। মনোরমে, তোমার নির্ম্মল-প্রেম-গ্রাহী হইয়া আমি কি তোমার মনোযাতনার একমাত্র কারণ হইব? তোমাকে বিরহ সাগরে চিরকাল ভাসাইব? আরও বিবেচনা কর, আমি এক জনের আজ্ঞানুবর্ত্তী, আমাকে যখন যেখানে যাইতে বলিবে, আমাকে সেই স্থানেই যাইতে হইবে। তুমি কি আমার সহিত ভ্রমণ-জনিত-ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে? যাহাকে প্রাণাধিক ভালবাসি, কি রূপে তাহাকে পতি বিরহ সহ্য করাইব? কি রূপে তাহাকে মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া একাকিনী রাখিয়া অন্যত্র যাইব? মনোরমে, তোমার অপত্যেরা দরিদ্রতা আশ্রয় করিবে, এ কথা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। এখন কি সদুপায় বল? মনোরমা বলিল 'আমাদের দেখা সাক্ষাৎ না হইলেই ভাল হইত—' সেই সময় এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল!

"আমাদের প্রণয়ের কথা গ্রামের প্রায় সকলই জানি-

য়াছিল, ক্রমে মনোরমার মাতা সেই কথা শুনিয়াছিলেন; সেই অবধি মনোরমাকে কোন দিন নির্জনে দেখিতে পাই নাই। মনোরমার মাতা আমাদের ভাব গতিক জানিবার জন্য, সেই দিন ঐ ঘরে এক আলমারির পশ্চাতে লুক্কায়িত ছিলেন, সেই সময় আলমারির পশ্চাৎ হইতে বাহির হইয়া, আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

" মনোরমা, মাতার তৎকালীন আরক্ত-নয়ন ও কম্পমান শরীর দেখিয়া আমার বক্ষেই মোহ প্রাপ্ত হইল; আমারও প্রায় তদ্রুপ হইবার উপক্রম হইল। তিনি ভীষণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'মনোরমে, তোকে বড় ভাল বাসিতাম, যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিতিস্, সেইখানেই যাইতে দিতাম, তোকে বিশ্বাস করিতাম, তারই বুঝি এই ফল'। আমি, আমার উপর সমস্ত দোষ লইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি কোন কথা না শুনিয়া বলিলেন 'মন্মথ, তোমার দোষ দিব না, তোমার উপদেশ বাক্য শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি. তুমি মনোরমাকে এ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলে, তাহা আমি বুঝিয়াছি; যাহা হউক আমার বাটীতে তোমার আসিবার আবশ্যক নাই।' এই বলিয়া আমার ক্রোড় হইতে জ্ঞানশূন্য মনোরমাকে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় লইয়া অন্য ঘরে গেলেন। যতক্ষণ দেখা যায় আমি সেই দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, পরে হতাশ হইয়া বাটী আসিলাম।

" তার পর কি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলাম তাহা আর কি বলিব। হৃদয় হইতে প্রেমাঙ্কুর একেবারে উৎপাটিত

করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলাম; যখন কিছুতেই পারিলাম না, প্রতিদিন রাত্রিতে মনোরমার বাটীর চারিদিকে বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম, যদি তাহাতেও মনের চাঞ্চল্য দূর হয়, কিন্তু কিছুতেই উপশম না হওয়াতে ক্রমে উন্মত্তের মত হইলাম। ”

কামিনী। “ ঐ উপায়ে কি কখন উপশম হয় ? ”

মন্মথ। “ লোকে অত্যন্ত শ্রমে কিংবা শোকে অভিভূত হইয়া তাহার উপশম করিবার চেষ্টা করিলে, উপশম না হইয়া বরং তাহা বৃদ্ধি হয়, কুপথ্য রোগীদের প্রিয়, তাহাও জানি, কিন্তু তখন কি এ বুদ্ধি ছিল !

“ যখন এক খানি পত্র পর্য্যন্তও মনোরমার নিকট পাঠাইতে অক্ষম হইলাম, তখন আর মনোরমা-লাভের কোন আশা রহিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মন্মথ বৃতান্তে অলৌকিক ব্রহ্মচারী।

এক দিন ব্রহ্মচারী আমাকে বলিলেন, ‘ মন্মথ, তুমি আমার আশ্রমে যাইও, তোমার সহিত আমার কোন বিশেষ কথা আছে’। ব্রহ্মচারীকে তুমি জান ? ”

কামিনী। “ তাঁহাকে আর জানিনা ! তাঁহার মত সৎ লোক পৃথিবীতে দেখা যায় না, যতদিন আমাদের গ্রামে আসিয়াছেন, কাহার কখন ভাল বই মন্দ করেন নাই, তাঁহার মত যথার্থ ধার্মিক জগতে বিরল। ”

মন্মথ। “ আমি তাঁহার আশ্রমে গেলাম। তিনি আমার

নিকট বসিয়া বলিলেন 'মন্মথ, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তোমাকে আমার নিকট আহ্বান করিয়াছি'। আমি বলিলাম, কি আজ্ঞা করুন। তিনি কহিলেন 'বোধ হয় তুমি জাননা যে তোমার সহিত মনোরমার প্রণয়ের কথা সকলেই জানিয়াছে, আমি শুনিয়া অবধি তোমার শত্রুতা সাধনে যত্নবান হইয়াছি, আমিই মনোরমার মাতার নিকট গিয়া বলিয়াছিলাম, মনোরমাকে অন্যত্র পাঠাইয়া দাও, বিবাহ যতদিন না হয়, এখানে কোন কারণ বশতঃ না আসিতে পারে; যাহা শুনিতেছি বড় ভাল নহে'।

"আমি ক্রোধভরে বলিলাম, আপনি কি মনে করিয়াছেন, যে তজ্জন্য আমি আপনার নিকট বড় বাধিত হইয়াছি? ব্রহ্মচারী বলিলেন 'সে বিষয় আমি তোমাকে উত্তর দিতে ইচ্ছা করি না। সদ্বংশজাত সরলা বালাকে ত্বাদৃশ লোকের মোহনজাল হইতে মুক্ত করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। কুলীনসন্তানেরা ধনলাভের জন্য রমণীদিগের পাণিগ্রহণ করিয়া নিতান্ত অপ্রেমিকের মত ব্যবহার করে; তোমার মত অনেক কুলীনসন্তানদিগকে জানি, যাহারা নাম মাত্র বিবাহ করিয়া ধন লইয়া চলিয়া যায়।

"আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় ব্রহ্মচারী বলিলেন 'বৎস ধৈর্য্য অবলম্বন কর; আমি মনোরমার মাতার নিকট তোমাদের প্রণয়ের কথার উত্থাপন করিবামাত্র তিনি আমাকে বলিলেন, (আপনি বলিবার পূর্ব্বেই আমি সমস্ত

শুনিয়াছি)। মনোরমার প্রতি তোমার উপদেশ বাক্য তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিয়া তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, বুঝিয়াছি তুমি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, উদারস্বভাব ও বহুবিবাহ-কারি-দলভুক্ত নও ; যখন মনোরমা নিতান্ত তোমার প্রেমাভিলাষিনী, তুমি বিদ্যা বুদ্ধিতে তাহার উপযুক্ত পাত্র, তখন কৃতসঙ্কল্প হইলাম, যেরূপে হয় মনোরমার সহিত তোমার বিবাহ দিব, মেনোরমার মাতাকে যেরূপে হয় সম্মত করাইব'। বৎস, কিন্তু এক বিষয় শুনিয়া দুঃখিত হইবে, মনোরমার মা মনোরমাকে এক্ষণে এক গৃহে বন্দিনী করিয়াছেন।

"কামিনি, ব্রহ্মচারীর মুখে অচিরে মনোরমা লাভ হইবে শুনিয়া কি সুখ অনুভব করিলাম তাহা কবিদিগের বর্ণনা শক্তির অতীত, আমি কিরূপে সে সুখ বর্ণনা করিয়া তোমার কৌতুহল নিবারণ করি? বোধ হইতে লাগিল, বিধাতা, মানবজাতিকে নির্মল সুখ ভোগ করিবার জন্যই জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। এতদিন যে কষ্টভোগ করিয়াছিলাম তাহা একবারে বিস্মৃত হইলাম, জগৎ প্রেমময় জ্ঞান করিতে লাগিলাম, ব্রহ্মচারীকে প্রসন্ন দেবতা মনে হইল, ব্রহ্মচারীর বাক্য কর্ণে যেন সুধাবর্ষণ করিল।

"পরদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারীর অনুগ্রহে তাঁহারই আশ্রমে চিরবাঞ্ছিত প্রিয়তমা মনোরমার সাক্ষাৎ পাইলাম ; কি সুখ—বিশুদ্ধ প্রণয়িদ্বয় বহুকালবিরহের পর সমাগম লাভ করিয়া মনোমধ্যে যে নির্মল সুখ ভোগ করে, যদি সে সুখ

অপ্রেমিক দম্পতীরা অনুভবও করিতে পারিত, তাহা হইলে সংসারে সুখের সীমা থাকিত না ; যদি সেই পবিত্র সুখ মানবমনে সদা জাগরূক থাকিত, তাহাহইলে স্বর্গবাস সুখ কেহ কখন কামনা করিত না ; যদি সংসারদ্বেষী মহর্ষিজনেরা সেই বিমল পবিত্র সুখ নিরন্তর ভোগ করিতে পাইতেন, তাহা হইলে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য কঠোর তপস্যায় মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

মন্দভাগ্যদিগের সুখ ক্ষণস্থায়ী ; বেলা দশটার সময় মনোরমা বাটী গেল, পাছে তাহার মাতা জানিতে পারে সেই জন্য আমার নিকট অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিল না। মনোরমা আমার নিকট চারি ঘন্টা কাল ছিল, কিন্তু আমরা উভয়েই জানিতে পারি নাই, যে কত ক্ষণ আমরা মিলন-সুখ ভোগ করিতেছিলাম। যদি ব্রহ্মচারী আসিয়া সেই সময় মনোরমাকে বাটী যাইতে না বলিতেন, তাহা হইলে সময় জানিতে না পারিয়া আমরা উভয়ে উভয়ের সহবাসে কতক্ষণ থাকিতাম বলিতে পারিনা।

" সেই দিন রাত্রি দুই টার সময় সমাচার পাইলাম, আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধুর পরোলোক প্রাপ্তির সময় উপস্থিত, আমার সহিত শেষ দেখা করিবেন তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ; আমি সেই কথা শুনিয়া ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া বন্ধু দর্শনে চলিলাম। মনোরমার সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষা না করিয়া, একখানি পত্রে সমস্ত বিবরণ লিখিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

"যেখানে আমার বন্ধু ছিলেন, সে গ্রাম, আমাদের গ্রাম হইতে বিশ ক্রোশ হইবে। আমি যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম ঘোর বিকার তাঁহার জ্ঞান হরণ করিয়াছে ও অবিলম্বে তাঁহার প্রাণ হরণ করিল।

"সেই সময় মনোরমার প্রেমরাশি কিংবা মনোরমা-লাভ-আশা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে প্রবোধ দিতে পারিল না। তাঁহার নাম মনে হইলে আজও হৃদয়ে ব্যথা পাই। ঘোর বিকারে আমাকে চিনিতে না পারিয়া বলিলেন 'কৈ তোমরা কেহ একবার মন্মথকে খপর দিলে না? সে আমার অসুখের কথা শুন্‌লে এখনই আস্‌ত। আমাকে তোমরা এখন মেরোনা, তাকে একবার দেখ্‌বো' এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। সেই সময় কিঞ্চিৎ জ্ঞান-লাভ করিয়া আমাকে চিনিতে পারিয়া 'প্রাণসখে' এই কথাটি অস্ফুট বিকৃত স্বরে বলিতে বলিতে আমার করে প্রাণত্যাগ করিলেন।"

মন্মথের বাক্‌রোধ্‌ হইল, বন্ধুশোক নূতন ভাব অবলম্বন করিল। অশ্রুরাশি অবিরল ধারায় পড়িতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মন্মথ পুনরায় বলিতে লাগিলেন "আমার বন্ধুর মৃত্যুর পরদিবস সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে পত্র পাইলাম :—

"মন্মথ, যদি মনোরমা-লাভে বাঞ্ছা থাকে পত্রপাঠমাত্র অবিলম্বে এই খানে আগমন করিবে। যদি মনোরমা

অন্যান্য রমণীদের মত মাতৃমতাবলম্বিনী হয়, তাহা হইলে তোমার আসিবার আবশ্যক নাই।

"তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী,

ব্রহ্মচারী।"

"পরে পত্র বাহকের মুখে শুনিলাম, কোন ধনশালী ভূস্বামী, মনোরমাকে বিবাহ করিবার জন্য ঘটক প্রেরণ করিয়াছে ও তাহার মাতার নিতান্ত ইচ্ছা যে তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন।

"যথার্থ প্রেমিকেরাই জানেন, যে প্রেম, সকল অবস্থাতেই মানব হৃদয়ের গূঢ়তম দেশে প্রবেশ করে। সেই সমাচার শুনিয়া বন্ধুশোক তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইল; আমি বিলম্ব না করিয়া রাত্রি এক প্রহরের সময় ব্রহ্মচারীর গৃহাভিমুখে চলিলাম। সেই গ্রামে শকটাদির সুবিধা না হওয়ায় পদব্রজেই যাইতে হইল। প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারীর কুটীরে পোঁছিলাম, তাঁহার নিকট শুনিলাম যে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি মনোরমাকে বিবাহ করিবার জন্য স্বয়ং আসিয়াছে, মনোরমার মাতা তাহাকে কন্যাদান করিতে সম্মতা হইয়াছেন; কিন্তু মনোরমা তাহার পাণি-গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। যাহাতে সে বিবাহ সংঘটন না হয়, সে বিষয় ব্রহ্মচারী বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, মনোরমার মাতাকে বলিয়াছিলেন, যে মনোরমা, আমাকে (মন্মথকে) মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, এখন অন্যপাত্রে সে কন্যাসম্প্রদান করা কখনই শাস্ত্রসম্মত নহে।"

কামিনী জিজ্ঞাসিল "মনোরমার মাতা তাহাতে কি উত্তর দিলেন ?"

"ব্রহ্মচারী বলিলেন 'যখন মনোরমার মাতা আমার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, তখন অনন্যগতি হইয়া স্বয়ং হরিশ্চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে বলিলাম যে, আপনি অন্যের স্ত্রী বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; আর তোমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে বলিলাম, তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না; সে আমার কোন কথা গ্রাহ্য করিল না'।

"আমি ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহার দ্বারা তাহাকে গ্রাম হইতে দূর করিব বলিলাম, ব্রহ্মচারী সে কথা শুনিয়া কহিলেন 'মন্মথ, তুমি যদি ওরূপ কর তাহা হইলে আমি তোমার এ কার্য্যের ভিতর থাকিব না; তবে যদি প্রতিজ্ঞা কর, যে ওরূপ কার্য্য করিবে না, তাহা হইলে অদ্য বরং একবার গিয়া দেখি, যদি মনোরমার মাতাকে তোমার সহিত মনোরমার বিবাহে সম্মত করাইতে পারি ভাল, নচেৎ অন্য উপায় করিব'।

"আমি ব্রহ্মচারীর ইচ্ছানুসারে প্রতিজ্ঞা করিলে পর, ব্রহ্মচারী স্বয়ং তথায় গেলেন, কিন্তু কার্য্য সফল হইল না। তিনি প্রত্যাগত হইয়া আমাকে বলিলেন 'এখন কি উপায়ে মনোরমাকে এখানে আনয়ন করা যায় ? অহোরাত্র তাহার মাতা তাহাকে বন্দিনী স্বরূপ রাখিয়াছেন। দিনের বেলা সদা নিকটে রাখেন, রাত্রিতে এক শয্যায় শয়ন করেন।

"গ্রামের সকলেই প্রায় ব্রহ্মচারীকে ভক্তি করিত ও তাঁহার আশ্রমে আসিত। এক দিন গ্রামের মদক ব্রহ্মচারীর কুটীরে আসিল। তাহার প্রমুখাৎ শুনা গেল যে মনোরমার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। সে যে দিন আসিয়াছিল, তাহার পর দিনই ভোজ। সেই কথা শুনিয়া ব্রহ্মচারী তাহাকে আমাদের সমস্ত ব্যাপার বলিয়া স্থির করিলেন আমি মোঙা বাহকদিগের মধ্যে এক জন বাহক সাজিয়া মনোরমার বাটী যাইব, যে রূপে হয় মনোরমাকে সঙ্গে আনিয়া তৎপর দিনই তাহাকে বিবাহ করিব। আমি সেই পরামর্শে আনন্দিত হইলাম ও তদ্রূপই করিলাম। মনো-রমার বাটীতে উপস্থিত হইয়া এক পরিচারিকাকে অর্থে বশ করিয়া তাহার দ্বারা মনোরমাকে সংবাদ দিলাম, মনোরমা পরিচারিকা-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়া পাঠাইল যে সে সময় দেখা করিবার কোন উপায় নাই, ছাদের উপরে আমাকে থাকিতে হইবে, রাত্রি অধিক হইলে সাক্ষাৎ হইবে। আমি পরিচারিকার সঙ্গে ছাদের উপর গিয়া বসিলাম। সকলেই স্বস্ব কর্মে ব্যস্ত আমাকে আর কেহ লক্ষ্য করিল না।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পর্ণকুটীরে এত সুখ?

মন্মথ বলিতে লাগিলেন "আমি মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীতে মনোরমা-লাভাশায় ছাদের উপরে, প্রতিক্ষণেই তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি; কোথাও কিছু শব্দ

হইলেই মনোরমার পদধ্বনি বোধ হইতেছে। সেই রাত্রিতে সেই ভয়ানক স্থানে বসিয়াও রাজ-প্রাসাদকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছি, ভাবিতেছি বহুদিবসের পর মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তাহাকে প্রথমে কি বলিব?—মনোরমে তুমি কেমন আছ? না এরূপ প্রেমিকের কথা নহে।-মনোরমে আমাকে চিনিতে পার? সে মৃদু হাসিয়া বলিবে ‘ না ’, সেই হর্ষ যুক্ত মুখখানি অন্ধকারে দেখিতে পাইব না; তাহার কণ্ঠ-নির্গত ‘ না ’ শব্দটি আমার কর্ণ মন সার্থক করিবে। এই রূপ কত কথাই মনে উদিত হইতেছে। একবার মনে হইল, মনোরমা আসিলে তাহাকে লইয়া কিরূপে পলাইব? ভাবিলাম, সে বুদ্ধিমতী তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া পরে স্থির করিব। মনোরমা কি আমার সহিত যাইবে?-মাতৃ সহবাস ছাড়িতে পারিবে?-কুল-কামিনী গৃহত্যাগ করিবে? হাঁ, প্রেমের জন্য মাতা, গৃহ প্রভৃতি ত্যাগ করিবে আশ্চর্য্য কি! কামিনি, আমি নানা রূপ চিন্তায় মগ্ন আছি, সহসা একটা পদশব্দ শুনিতে পাইলাম, ভাবিলাম মনোরমা আসিতেছে, মন প্রফুল্ল হইল, জগৎ আনন্দময় জ্ঞান করিলাম। হায়! আমার সকল আশাই বৃথা হইল! দেখিলাম মনোরমার মাতা ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত! সেই সময় মনে হইলে আজও অন্তরাত্মা অস্থির হয়। অধিক কি বলিব সেই মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে কোথায় কলঙ্কহীন মনোরমার মুখচন্দ্র দেখিব, তাহা না ঘটিয়া অর্দ্ধ চন্দ্র লাভ করিলাম।

কামিনী জিজ্ঞাসিলেন “ তুমি ছাদের উপর বসিয়া আছ, মনোরমার মা কিরূপে জানিলেন? ”

মন্মথ। "সেই পরিচারিকা আমাকে ছাদে বসাইয়া, নিম্নে যাইবামাত্র মনোরমার মাতা তাহাকে তাহার অনুপস্থিতের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে ভয়ে সমস্ত ব্যাপার তাঁহাকে বলিয়াছিল।

"আমি হতাশ হইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে যাইতেছি পথিমধ্যে 'মন্মথ' এই শব্দটি মাত্র শুনিলাম, বোধ হইল নিকটবর্ত্তী বামাস্বর; কাহার স্বর চিনিতে পারিলাম না।

"এই সময় হতভাগ্যকে কে ডাকিল ? আমি এই কথা বলিবা মাত্র, এক যুবতী 'মন্মথ, মন্মথ' বলিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল; সহসা বিদ্যুৎ আলোকে দেখিলাম, আমার প্রিয়তমা মনোরমা ! কামিনি, প্রণয়ীমাত্রেই আলিঙ্গন সুখ ভোগ করেন; কিন্তু, প্রেমিকের অন্যমনস্ক অবস্থায় প্রণয়িনীর সহসা আলিঙ্গন যে সহজ আলিঙ্গন অপেক্ষা কত সুখজনক তাহা বলা যায় না; এই উভয় বিধ আলিঙ্গন সুখ তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা সহসা আলিঙ্গন সুখ না ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বপ্নেও সে সুখ অনুভব করিতে পারেন না। সেই সুখ একবার মাত্র ভোগ করিলে জন্মসার্থক বিবেচনা হয়।

"আমরা বাক্যব্যয় না করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম, সোজা পথে চলিলে পাছে কেহ ধরিতে পারে অন্য পথে চলিলাম। পল্লিগ্রামে অল্প বৃষ্টিতেই অনেক স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ের মত হয়; মনোরমা অকাতরে সেই দুর্গম পথে চলিতে লাগিল।

"বৃষ্টি থামিল। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। মনোরমা

বলিল 'আমরা গ্রাম হইতে অনেক বাহিরে আসিয়াছি, এখনও দুই ক্রোশ না চলিলে আমরা ব্রহ্মচারীর বাটীতে পৌঁছিতে পারিব না; ঐ যে অনতিদূরে কুটীর দেখিতেছ, ঐখানে আমার ধাত্রী থাকে, ঐখানে আমরা পৌঁছিতে পারিলেই অদ্য নিরাপদে থাকিতে পারিব'।

আমরা কুটীরাভিমুখে চলিলাম, কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, এক বৃদ্ধা প্রদীপের নিকট বসিয়া সূত্র প্রস্তুত করিতেছে। আমাদের দেখিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। মনোরমা বলিল 'ঝি, আমাদের আসিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছ? তাহাতে বৃদ্ধা বলিল 'ও সব কথা পরে হবে, আমার আজ বড় সৌভাগ্য তোমরা এয়েচ; এখন এ ভিজে কাপড় ছাড়; আমি গরিব বলে যে তোমরা আমার কাপড় পর্‌বে না, তা শুন্‌বো না'। এই বলিয়া বিশেষ অনুরোধ করাতে আমরা তাহার দত্ত বস্ত্র পরিলাম। দেখ কামিনি, পরমা সুন্দরীর সৌন্দর্য্য সকল অবস্থাতেই সমান থাকে, ছিন্ন মলিন বসন পরিধানেও আমার মনোরমার শ্রী কিছুমাত্র বিনষ্ট হইল না।"

কামিনী। "সুন্দর পুরুষ কিংবা সুন্দরী রমণীকে সকল বেশেই ভাল দেখায় তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক পরে কি হইল বল।"

মন্মথ বলিলেন "বৃদ্ধা মনোরমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল 'মনু, তোমরা বোধ হয় মাকে না বলে পালিয়ে এয়েছ? ইনি কে?' মনোরমা বলিল 'ইনি আমার

স্বামী-'। তাহাতে বৃদ্ধা বলিল, 'তবে উনি খুব বড় মানুষ, তা না হলে তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়। '

" মনোরমা ওকথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল 'ঝি, আমার কথা তুমি মাকে কিছু বলো না'। বৃদ্ধা উত্তর দিল 'তাও কি কখন হয়, সাত রাজার রাজ্যি পাই তবু বল্‌বো না। '

" কামিনি, সেই পর্ণকুটীরে, ছিন্ন মলিন বসন পরিধান করিয়া মনোরমাকে আমার সহবাসে সুখী দেখিয়া যে সুখ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা যদি সংসারী মাত্রেই অনুভব করিতে পারিত, তাহা হইলে অসার ধনের জন্য পৃথিবীতে নানা অনিষ্ট ঘটন হইত না। মনোরমা বলিতে লাগিল 'নাথ, পর্ণকুটীরে বাস করিয়া এত সুখ লাভ হইবে তাহা জানিতাম না—' "

কামিনী। "যাহাকে প্রাণাধিক ভালবাসা যায়, সে নিকটে থাকিলে সকল স্থানে সকল অবস্থাতে সুখে থাকা যায়, এটা নূতন কথা নহে। পরে কি হইল ?"

মন্মথ। "বৃদ্ধা, তাহার শয্যায় আমাদিগকে শয়ন করিতে বলিল। আমরা একত্রে শয়ন করিতে পারিনা, আমাদের তখনও বিবাহ হয় নাই ; আবার বৃদ্ধা সে কথা না সন্দেহ করিতে পারে তজ্জন্য মনোরমা বলিল 'রাত্রি অতি অল্পই আছে, আমরা আর শুইব না, আমরা বসিয়া গল্প করিব। ' বৃদ্ধা স্থির করিল যে শয্যার মলিনতা-প্রযুক্ত আমরা শয়ন করিলাম না ; সুতরাং বৃদ্ধাও শুইতে

পারিল না। আমরা দুই জনে স্থির করিলাম, পত্রের দ্বারা ব্রহ্মচারীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইয়া, তাঁহাকে বৃদ্ধার কুটীরে আসিতে লিখি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সামান্য সূত্রে মহৎ ঘটনা!

পত্র লিখিব, কিন্তু কাগজ, কলম, দোয়াৎ কিছুই পাওয়া গেল না, শেষে কাহারও দ্বারা মুখে সমাচার পাঠান স্থির করিলাম, কিন্তু এ প্রকারে বলিতে হইবে যে বৃদ্ধা কিংবা সমাচার-বাহক কিছুই না বুঝিতে পারে। কাহাকে পাঠান যায়, ভাবিতে লাগিলাম, মনোরমা ক্ষণেক পরে আমার কানে কানে বলিল, 'ঐ বৃদ্ধার মৃত পুত্রের একটি পুত্র আছে, তাহাকে পাঠান যাক্, সে পূর্ব্বে আমাদের বাটীতে থাকিত, এক্ষণে ব্রহ্মচারীর নিকট থাকে, তাঁহারই অনুগ্রহে সে যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছে, আর সে ধর্ম্মমতি, বুদ্ধিমান ও কার্য্যপটু, তাহাকে বিশ্বাস করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই'। তাহাকেই ব্রহ্মচারীর নিকট পাঠান গেল, যখন তাহাকে পাঠাইলাম তখন রজনী শেষ হইয়াছে।

"আমরা ব্রহ্মচারীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, সেই সময় বৃদ্ধা বাহির হইতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল 'মা ঠাকুরণের পাল্‌কী আস্‌চে,' মনোরমা, সেই কথা শুনিয়া অজ্ঞান হইল, আমিও প্রায় তদ্রূপ হইলাম। আমাদের

দশা দেখিয়া বৃদ্ধা 'জল, জল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

" মনোরমার মাতা গৃহে আসিয়া আমাদের দশা দেখিয়া আর কথা কহিতে পারিলেন না।

"ব্রহ্মচারী আসিয়া মনোরমার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। সেখানে আর কোন কথা হইল না। ব্রহ্মচারী আমাদের দুইজনকে সঙ্গে লইয়া এক ভাড়া গাড়ি করিয়া তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইলেন। মনোরমার মাতাও পাল্‌কী করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেই রজনীতেই ব্রহ্মচারীর কুটীরে আমাদের বিবাহ হইল। "

কামিনী বলিল " বৃদ্ধার কুটীর হইতে পত্র পাঠান অবধি তুমি বড় সংক্ষেপে বলিলে, সবিস্তারে বল। "

মন্মথ। " এ কথা বলিতে পার, কিন্তু মনোরমা-হরণের পর যে যে ঘটনা হইয়াছিল তাহা অগ্রে বলি শুন। মনোরমা বাটী হইতে বাহির হইলে পর, তাহার মাতা ক্ষণেক পরে জানিতে পারেলেন, মনোরমা পলাইয়াছে। মনোরমার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কোন অনুসন্ধান না পাইয়া সকলেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। তিনি সেই রাত্রিতেই ব্রহ্মচারীর নিকট লোক পাঠাইয়া তাহাকে বাটীতে আনয়ন করিলেন। ব্রহ্মচারী সর্ব বিষয়ে পরামর্শ-দাতা। ব্রহ্মচারী স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, যে মনোরমা আমার সঙ্গে পলাইয়াছে, সুতরাং তিনি এই বলিয়া মনোরমার মাতাকে প্রবোধ দিলেন,

'আপনি চিন্তিত হবেন না, যেখানেই থাক কল্য প্রাতে মনোরমাকে নিশ্চয় পাইবেন। মনোরমা, বালা, একাকিনী দূর দেশে কখনই যাইতে পারিবে না, আর যখন মন্মথ সেই সময় আপনার বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছে বলিতেছেন, তখন নিশ্চয় জানিবেন যে মনোরমা তাহারই সঙ্গে আছে। মন্মথ সচ্চরিত্র, তবে আপনার ভয় কি?' পরে ব্রহ্মচারী আমাদের বিবাহে মনোরমার মাতার সম্মতি লইবার জন্য সমস্ত রাত্রি বুঝাইলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। নিরুপমা নামে মনোরমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তৎকালে ব্রহ্মচারীর অনেক স্বাপক্ষতা করিয়াছিলেন।"

কামিনী সেই সময় মৃদু হাসিল। মন্মথ, তাহার সহসা হর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিল 'নিরুপমার সৎকার্য্য এই প্রথম শুনিলাম।'

মন্মথ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন "বালক মুখে ব্রহ্মচারীকে সমাচার-প্রেরণের কথা তোমার মনে আছে? সেই বালককে বলিয়া দিয়াছিলাম, যে আমরা উক্ত বৃদ্ধার কুটীরে আছি, ব্রহ্মচারী স্বয়ং আসিলে আমরা তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারি, আরও বলিয়াছিলাম যে ব্রহ্মচারী যদি বাটী না থাকেন, তিনি যেখানে থাকিবেন সেইখানে গিয়া সেই কথা বলিবে। সে ব্রহ্মচারীকে কুটীরে না দেখিয়া মনোরমার মাতার বাটীতে তাঁহারই সম্মুখে আমাদের কথা ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিল।

কামিনী। "কি আহাম্মুখ!"

মন্মথ। "এ বিষয় তাহার দোষ কি? আমরা যে প্রকারে

বলিয়াছিলাম তাহাতে গোপনে বলা আবশ্যক সে মনে করে নাই। কারণ আমরাও যত্নবান হইয়াছিলাম যাহাতে আমাদের কথা সে কিছু না সন্দেহ করিতে পারে।

"পরে মনোরমার মাতা বালক-মুখে সেই কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, আপনি সমস্ত জানেন দেখিতেছি, আপনিই মনোরমা-চুরির পরামর্শ দিয়াছেন!

"ব্রহ্মচারী বলিলেন 'হাঁ, আমি স্বীকার করিতেছি যে আমি এ বিষয় সমস্ত জানি, তজ্জন্য আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আমি গার্হস্থ্য ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আপনি সহায়-হীনা বিধবা, আপনারই অনুরোধে ও মনোরমার প্রতি স্নেহ-বশতঃ এ বিষয় হস্তক্ষেপ করিয়াছি। মন্মথকে কন্যাদান করিতে সম্মত হইয়া আপনি আমাকে তাহার চরিত্রানুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন। পরে আপনি ধনলোভে উন্মত্তা হইয়া কুশীল হরিশ্চন্দ্রের সহিত বিবাহ দিতে কৃত-সঙ্কল্পা হইলেন। আমি মন্মথের চরিত্র পরীক্ষা করিয়াছি, সে সচ্চরিত্র বলিয়া মনোরমার সহিত বিবাহ দিতে কতবার আপনাকে অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু আপনি আমার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। পরে আপনি নবযুগলের অকৃত্রিম প্রেম-পাশ ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, আমি মন্মথকে মনোরমা-হরণ করিবার পরামর্শ দিয়াছি'।"

"ব্রহ্মচারীর কথায় তিনি আর কোন উত্তর করিলেন না। "দেখ কামিনি, কাগজ কলম ও দোয়াতের অভাব ও

বালককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করাতেই, আমাদের পলায়নের বিষয় মনোরমার মাতা জানিতে পারিলেন ; ব্রহ্মচারী কত গুণ-ধর তাহা প্রকাশ পাইল ; আর সে রূপ না হইলে আমাদের নির্বিঘ্নে বিবাহ হইবার অল্প সম্ভাবনা ছিল। ”

কামিনী বলিতে লাগিল “মনোরমে, তুমিই যথার্থ সুখী, পৃথিবীর সকল রমণীই যদি তোমার মত পতিরত্ন লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে জগৎ অনন্দে পরিপুর্ণ হইত। ”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

‘ উভয় সঙ্কট ’—কৃতজ্ঞতা !

“ বিবাহের পর ছয় মাস কাল মনের সুখে কাটাইলাম। মনোরমার মাতা যদিও ব্রহ্মচারীর অনুরোধে আমাদের বিবাহে অনিচ্ছা পূর্বক সম্মতি দিয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহারও সুনয়নে পড়িলাম। মনোরমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রকাশ্যে আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

“ চিরদিন কখন কাহার সমভাবে যায় না। কখন সুখ কখন দুঃখ ; দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। আমি মনোরমা-সহবাসে পরম সুখে আছি ; এক দিন আমার প্রভুর নিকট হইতে পত্র পাইলাম যে কোন মকর্দ্দমা উপলক্ষে তিনি কলিকাতায় আছেন, সেই মকর্দ্দমা সুচারু রূপে নির্বাহ করিবার জন্য আমারও কলিকাতায় যাওয়া আবশ্যক।

আমি পত্রপাঠ করিয়া মনোরমার মাতার নিকট গেলাম তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম; তাহাতে তিনি বলিলেন ‘তোমাকে দশ হাজার টাকা আর এক খানা বাটী দিতেছি, তোমার যাইবার আবশ্যক নাই, তুমি এইখানেই থাক।’ আমি সে কথায় তখন কোন উত্তর দিলাম না; মনে মনে ভাবিলাম যিনি চিরকাল উপকার করিতেছেন, যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত, ধনলোভে ও প্রিয়-সমাগম-সুখাশায় তাঁহার কার্য্য উপেক্ষা করিলে নিতান্ত অধার্ম্মিকের মত কার্য্য করা হইবে। আমার কলিকাতায় যাইতে বিলম্ব করা কখনই উচিত নহে।

“মনোরমার মাতার সহিত আমার ঐ কথা হওয়া অবধি নিরুপমা, আমার ও মনোরমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না, কথায় কথায় কলহ উপস্থিত করিতেন, অল্প দোষেই অধিক বিরক্ত হইতেন; আর যদি কোথাও আমাদের প্রেমের কথা হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন ‘বেসি কিছু নহে, বেসি আবার বেসি দিন থাকে না’; মাতার নিকট সর্ব্বদা বলিতেন ‘দেখে শুনে বে না দিলে অনেক ভুগ্‌তে হয়।’ আমাদের সহিত এই প্রকার ব্যবহার আরম্ভ করিলেন।

“মনোরমা তখন গর্ভিণী। সে সময় বিরহ শোকাক্রান্তা হইলে অনিষ্টপাতের সম্ভবানা। করি কি, দুই দিন কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

পরে তৃতীয় দিবসের দিন মনোরমা কথায় কথায়

আমাকে জিজ্ঞাসিল, ‘নাথ, তোমাকে দুইদিন এমন চিন্তা যুক্ত দেখিতেছি কেন ?’ আমি বলিলাম, প্রিয়ে, কই না, তবে মনুষ্য মাত্রেই চিন্তার অধীন। সরলা মনোরমা আমার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অন্যান্য কথোপকথন আরম্ভ করিল। কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল ‘ প্রিয়তম, যে রমণীর স্বামী বিদেশে থাকে সে কিরূপে প্রাণধারণ করে? তুমি যদি কোথাও বিদেশে যাও তাহা হইলে আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বিদীর্ণ হইবে, আমি প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। ”

“ কামিনি, মনোরমা-মুখে ঐ কথা শুনিয়া আর ধৈর্য্য-ধারণ করিতে পারিলাম না ; অবিরল ধারায় অশ্রুপতন হইতে লাগিল, বাক্‌রোধ হইল। আমার অবস্থা দেখিয়া মনোরমা ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল ‘ নাথ—প্রাণেশ্বর—এক্কি—একি—কাঁদ কেন ? কি হইয়াছে ?—শীঘ্র বল—শীঘ্র বল—প্রাণ যায় ! প্রাণেশ্বর, হৃদয় বিদীর্ণ হয় ! ”

“ আমি মনোরমার কথায় উত্তর দিতে পারিলাম না, প্রভুর পত্রখানি মনোরমার হাতে দিলাম ; পত্রপাঠ করিয়া মনোরমা মূর্চ্ছিতা হইল। অনেক কষ্টে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। আমার উভয় সঙ্কট উপস্থিত, এ দিকে আমার অদর্শনে প্রাণাধিকা উন্মত্তা বা মৃতা হইবার সম্ভাবনা, অন্য দিকে কৃতজ্ঞতা, যিনি বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করিয়াছেন, লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, তাহার কার্য্য উপস্থিত ; করি কি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

সেই সময় ব্রহ্মচারী সেই খানে আসিলেন। ব্রহ্মচারীর হাতে সেই পত্র খানি দিলাম, তাঁহার অভিপ্রায় কি জিজ্ঞাসা করিলাম।

" ব্রহ্মচারী পত্র পাঠ করিতেছেন, মনোরমার মাতা ও নিরুপমা ঘরে আসিলেন। তিনি আমার গমনে মনোরমার মাতার অনিচ্ছা জানিলেন, নিরুপমারই কেবল আমার গমনে ইচ্ছা লক্ষিত হইল ; মনোরমা ও আমি ক্রন্দন করিতেছি ; এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন ' মন্মথ, তুমি চিরকালের জন্য তোমার প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ ; শৈশবাবধি তাঁহার নিকট উপকৃত, তাঁহার ঋণ কোন কালেই পরিশোধ করিতে পারিবে না ; যদি এই সময় তুমি গমন করিলে তাঁহার যৎসামান্য সুবিধা হয়, তাহা হইলে তোমার এই মুহূর্তেই যাওয়া উচিত। যদি না যাও তুমি কৃতঘ্ন ! লোক সমাজে নিতান্ত স্ত্রৈণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। অন্যের অখ্যাতিতে পরম অহ্লাদিত হওয়া মানব জাতির স্বধর্ম, সেই জন্য আমাদের সাবধানে চলা উচিত। যদিও একগুণ হইলে লোক শতগুণ করিয়া বলে, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্দোষীর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিতে প্রায় দেখা যায় না। আর যখন মানব জাতিকে আমরা এই রূপ দোষে দোষী বলিতেছি, তখন অতি সামান্য বিষয়ের জন্য আমাদের নিন্দার পাত্র হওয়া উচিত নহে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার বোধ হইতেছে, তোমার গমনে যাহারা প্রতিবাদী তাহারা তোমার পরম শত্রু। '

" নিরুপমা বলিলেন ' মনোরমে, শুনিলে ? ' মনোরমা

উত্তর দিল ‘ হাঁ শুনিলাম ’। সেরূপ বিকৃতস্বর আমি কখন শুনি নাই। আমার লজ্জাশীলা মনোরমা মাতার সমক্ষে লজ্জা ত্যাগ করিয়া পাগলিনীর মত হইয়া বলিতে লাগিল ‘ আমার প্রাণ যায় যাক্, ওঁকে জনসমাজে নিন্দনীয় করিব না, আর যখন ব্রহ্মচারী যাইতে আজ্ঞা করিতেছেন তখন আমি কখনই বাধা দিব না। ’ পরে আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল ‘ নাথ, তুমি কর্মস্থানে যাও, জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন। প্রাণেশ্বর, একবার ঘরে এস, ’ এই বলিয়া তাহার ঘরের দিকে দৌড়িয়া গেল।

“ আমার যাইবার কথা লইয়া মনোরমার মাতার সহিত ব্রহ্মচারীর ক্ষণেক বাদ বিশম্বাদ হইল। অনেক ক্ষণের পর মনোরমার মাতা যাইতে অনুমতি দিলেন। পরে আমি মনোরমার ঘরে গিয়া তাহার নিকটও বিদায় লইলাম। ”

কামিনী বলিল “ মন্মথ, শেষ কালটা ও প্রকারে বলিলে চলিবে না। বিদায়ের সময় কি কথা বার্তা হইল, বল। ”

মন্মথ। “ যতদূর স্মরণ আছে বলি। যতদূর আর কি, সব কথাই আমার মনে আজও গাঁথা আছে। সে কি আর ভুলা যায় ?

“ আমি সকলের নিকট বিদায় লইয়া মনোরমার ঘরে গেলাম, দেখিলাম মনোরমা কৃতাঞ্জলি পুটে একাগ্র মনে ঈশ্বর চিন্তা করিতেছে। আমি তখন কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান থাকিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে মনোরমা আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিল

'নাথ, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম যেন তোমাকে অনায়াসে বিদায় দিতে পারি।' আমি বলিলাম প্রিয়ে, অতি অল্প দিনের জন্য যাইব, তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? অনেকের পতিই এরূপ বিদেশে কর্ম করিতে যায়। মনোরমা বলিতে লাগিল 'নাথ, কথায় বলে 'যেখানে বাগের ভয় সেইখানে সন্ধ্যা হয়' আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল; আমি যে বিরহ যন্ত্রণা ভয় করিতেছিলাম, বিধাতা আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটাইলেন। ইতিপূর্বে তোমাকে বলিতেছিলাম, যে রমণীর পতি বিদেশে থাকে, সে কিরূপে প্রাণ ধারণ করে? তোমার বিরহে নিশ্চয়ই হৃদয় বিদীর্ণ হইবে; কৈ নাথ, এ সময়ে ত আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, প্রাণেশ্বর, রমণী হৃদয় কি এত কঠিন? আমার মনে প্রেম কি আজও দৃঢ় অঙ্কুরিত হয় নাই? না—তাহা হইলে নিশ্চয়ই হৃদয় বিদীর্ণ হইত! কিংবা 'হৃদয় বিদীর্ণ' একটা মৌখিক কথা? দেখ, এক খানি পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, বিধাতা সমস্ত কোমল বস্তুর দ্বারা রমণী-শরীর নির্মাণ করিয়া প্রস্তরে হৃদয় গড়িয়াছেন, সে কথা এখন সত্য বোধ হইতেছে। প্রিয়তম, নিতান্তই কি তোমাকে ছাড়িতে হইবে? আমি পারিব না!—না-তুমি যাও, তোমাকে কৃতঘ্ন বলিয়া লোকে নিন্দা করিবে—পতি নিন্দা কখনই সহ্য হইবে না-তোমার বিরহ সহিতে পারিব, তোমার নিন্দা সহিতে পারিব না! কৃতঘ্নতা—অধর্ম -তোমাকে অধর্মপথে কখনই যাইতে দিব না! প্রথমে না বুঝিয়া যাইতে বারণ করিয়াছিলাম এখন বুঝিয়াছি—আর অসম্মতি নাই—যাও—যাও—ওঃ কি

বলিতেছি—এস—এস! নাথ কবে আসিবে?—' এইরূপ বলিতে বলিতে প্রিয়তমার বাক্‌রোধ হইল!

"আমি সান্ত্বনা করিতে লাগিলাম, তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না, সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া সে বরং অধিক কাঁদিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে আপনি চক্ষু মুছিয়া বলিতে লাগিল ' নাথ, যখন একদিন পুস্করিণীতীরে বসিয়া স্বভাবের মনোহর শোভা দেখিতে দেখিতে তোমাকে বলিলাম, যেমন স্বভাব শোভা ভিন্ন থাকিতে পারে না, তেমনই তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পাইবে না। প্রিয়তম, আমার বিলক্ষণ মনে আছে, তুমি সে কথায় কোন উত্তর দাও নাই। আমাকে ছাড়িবে বলিয়াই কি সে সময় আমার কথার উত্তর দাও নাই? আমার সঙ্গে চাতুরী! চাতুরী! সরলা বালার সহিত চাতুরী! প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত চাতুরী! কেন নাথ, এ দাসীর কি দোষ দেখিয়া আমার সহিত চাতুরী করিলে?' আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, ' সে কি প্রিয়ে তোমার সহিত চাতুরী করিতে পারি? যাহাকে লইয়া পৃথিবীতে সুখী, তাহার সহিত কি কপটতা সম্ভব? প্রিয়তমে, আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে আমি একজনের কর্মচারী, আমাকে যখন যেখানে যাইতে বলিবে আমাকে সেই খানে যাইতে—আমার কথা শেষ হইতে না হইতে প্রিয়া বলিতে লাগিল ' নাথ, আমিও কি তোমার সহিত যাইতে প্রস্তুত নাই? চল, তুমি যেখানে যাইবে আমি তোমার সহিত যাইতে প্রস্তুত। তোমার সহিত অরণ্য বাসেও আমি পরম সুখ লাভ করিব। এক সন্ধ্যা

আহার করিয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করিব। হৃদয়েশ্বর নিকট থাকিলে রমণীরা শারীরিক কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিতে পারে; যদি কোন মনোযাতনা উপস্থিত হয়, হৃদয়েশ্বরকে সেই যাতনাভাগী করিয়া মনের লাঘব সম্পাদন করে।'

"কামিনি, প্রিয়তমার হৃদয় বিদারক কথা শুনিয়া তৎকালে কি মনোযাতনা সহ্য করিতে লাগিলাম তাহা এখনও মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! সেই সময় অনেক যত্নে শোকবেগ সংবরণ করিয়া প্রিয়াকে বলিলাম, প্রিয়ে, তুমি গর্ভিণী, এসময় তোমাকে স্থানান্তরে লইয়া গেলে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। মনোরমা উত্তর দিল 'তোমার অদর্শনেও ত আমার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা?' আমি কহিলাম, না প্রিয়ে, জগদীশ্বর বিরহ-ব্যাধির আশানামে এক ঔষধি সৃজন করিয়াছেন; যাহারা সেই ঔষধি হৃদয়ে ধারণ করে, বিরহ তাহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। মনোরমা উত্তর দিল, 'তোমার কি, তুমি কোন রূপে আমাকে বুঝাইয়া চলিয়া যাইতে পারিলে হয়; পরে নব নব দৃশ্য তোমার মনোদুঃখ হরণ করিবে, কিন্তু আমার কি দশা হইবে, একবার ভাব দেখি। নাথ, তোমার যে মনোমোহিনী মূর্তি ও অন্য-পুরুষ-দুর্লভ গুণরাশি নিরন্তর হৃদয়ে জাগরূক বলিয়া আমি আপনাকে বামাকুলের মধ্যে সৌভাগ্যবতী ও সুখী জ্ঞান করি; সেই মূর্তি ও গুণরাশি এক্ষণে আমার স্মরণ পথের পথিক হইয়া মনোযাতনা প্রদান করিবে! যে স্থানে বসিয়া, যে স্থানে শয়ন করিয়া তোমার সহবাস সুখলাভ

করিয়াছিলাম, সেই সকল গুলিই এক্ষণে আমার চক্ষের শেলস্বরূপ হইবে! ' এই রূপ বলিতে বলিতে প্রিয়তমার পুনরায় বাকুরোধ হইল।

" কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিতে লাগিল ' নাথ, তোমার অদর্শন এখনই এত অসহ্য, প্রসব বেদনায় যখন কাতর হইব, সে সময় তোমাকে না দেখিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব ? বিপদের সময় প্রিয়জন নিকটে থাকিলে কষ্টের অনেক লাঘব হয়। ' আমি বলিলাম, প্রিয়ে আমি বোধ হয় ততদিনে ফিরিয়া আসিব।

" ক্ষণেক প্রিয়া আমার কথায় কোন উত্তর দিল না। পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল : ওঃ ! আমি কি পাপীয়সী ! তোমাকে সে কষ্ট দেখিতে হইবে না বলিয়া আমার কোথায় আনন্দিত হওয়া উচিত আমিই থাকিতে অনুরোধ করিতেছি ! আর যদি আমার সে সময় মৃত্যু হয় তাহা হইলে তোমাকে আমার মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিতে হইবে না, এ অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি ? প্রাণেশ্বর, গমনে বিলম্ব করিও না। যে বিরহ কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হইতেছিল, এক্ষণে তাহাই প্রার্থনীয়। আমি এখন বুঝিয়াছি, তোমাকে কষ্ট দিয়া আমি সুখলাভইচ্ছা করিতেছিলাম ! এই বলিয়া প্রিয়তমা একবারে অস্থির হইল। আমি বুঝিলাম, এ বিষয় যত উত্তর প্রত্যুত্তর করিব, উভয়েরই তত শোক বৃদ্ধি হইবে ; সেই জন্য তাহাকে বলিলাম ' প্রিয়ে রাত্রি অনেক হইয়াছে; আমাকে কাল প্রত্যূষেই উঠিতে হইবে,

এখন নিদ্রা দেওয়া যাক্। মনোরমা সম্মত হইল। উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া ঘুমাইবার উপক্রম করিলাম।

"চক্ষু মুদিত হইতে না হইতে প্রভাত হইল। রজনী সুন্দরী যেন আমাদের দুঃখ দেখিতে না পারিয়া শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। বিরহ-কারী অরুণ, আলিঙ্গন-বদ্ধ প্রেমিক জনদিগকে, বিরহ কাল উপস্থিত জানাইবার জন্য দারুণ কররাশিকে জগতে প্রেরণ করিলেন। পক্ষীরা রব করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। প্রকৃতি সুন্দরী যেন প্রণয়ী-দিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, বক্ষে করাঘাত করিয়া বক্ষঃস্থল লোহিত বর্ণ করিলেন।

"আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। উভয়ে মনোদুঃখ অপ্রকাশিত রাখিয়া প্রফুল্ল হইবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু দুই জনেই পরস্পরের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম যে, মুখে যেরূপ আনন্দ প্রকাশিত, অন্তরে তাহার বিপরীত—বিষাদে পরিপুর্ণ।

"ব্রহ্মচারী আসিলেন, মনোরমাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু লোক সচরাচর যেরূপ উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করে, এ সে প্রকার নহে, মনোরমাকে অন্যান্য কথা বার্তায় নিযুক্ত করিলেন, এবং তিনি স্বয়ং গিয়া আমাকে কর্মস্থল হইতে শীঘ্র আনিবেন বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিলেন।

"মনোরমা ব্রহ্মচারীর বাক্যে অনেক ক্ষণ ধৈর্য্য ধরিয়াছিল, কিন্তু যখন আমার ভৃত্য আসিয়া বলিল গমনের

সমস্ত প্রস্তুত, তখন আর মনোরমা ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, আমার গলায় হাত দিয়া 'নাথ, এই দেখা শুনা শেষ!' এই বলিয়া একেবারে মূর্চ্ছিতা; তাহার সেই দশা দেখিয়া আমিও মূর্চ্ছিত হইলাম, জ্ঞানলাভ করিয়া শুনিলাম, ব্রহ্মচারী ও মনোরমার মাতা অনেক কষ্টে আমাদের চৈতন্য সম্পাদন করিয়াছেন, আমাদের দেহে জীবন নাই বলিয়াই প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন।

"মনোরমাকে নিতান্ত অসুস্থ দেখিয়া, সে দিন যাইব না বলিলাম, তাহাতে যেন মনোরমা পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সচ্ছন্দতা লাভ করিল।

"ব্রহ্মচারী সে দিন আমাদের বাটীতে রহিলেন। আহা! তাঁহার মত দয়ালু কি আর আছে? পরের দুঃখ মোচন করিবার জন্যই যেন বিধাতা তাঁহাকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন! শোকাকুল ব্যক্তিকে সান্ত্বনা করিতে প্রীত হইতেন, কোন্ সময় বুঝাইতে হইবে, কোন্ সময় তর্ক করিতে হইবে, কোন্ সময় বা তামাসা করিতে হইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; তাঁহার এতদূর ক্ষমতা ছিল যে, সেই সময়ও মনোরমার মুখ হইতে হাঁসি বাহির করিয়াছিলেন!

"সন্ধ্যার সময়, ব্রহ্মচারী আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন যে, তৎপরদিন প্রত্যূষে মনোরমা নিদ্রিতা থাকিতে থাকিতে আমার যাওয়া কর্ত্তব্য, মনোরমা উঠিলে পর তিনি তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন। আরও আমাকে এই বলিয়া

বুঝাইলেন ‘ বন্ধু জনের পরস্পরের নিকট বিদায় লওয়া অপেক্ষা পৃথিবীতে ক্লেশকর কিছু নাই ; অন্যান্য বন্ধু জনের নিকট বিদায় লওয়া ততদূর ক্লেশকর নহে বটে, কিন্তু যে যাহাকে যথার্থ ভালবাসে তাহার নিকট বিদায় লওয়া মৃত্যুকষ্ট অপেক্ষাও ভয়ানক ; তজ্জন্য আপনার কর্তব্য কার্য্য অবহেলা করা অতি নির্বোধের কর্ম, ওরূপ করিলে, পরে সাতিশয় অনুতাপ করিতে হয় ’।

“ ব্রহ্মচারীর কথা শুনিয়া বলিলাম, মহাশয়, আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য, আপনার আজ্ঞাপালনে যথাসাধ্য যত্নবান হইব। ব্রহ্মচারী আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন ‘ বৎস, জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন, তোমার বাক্যে প্রীত হইয়াছি, ঈশ্বরের নিকট নিয়ত প্রার্থনা, তুমি ধর্মপথে থাকিয়া যশস্বী হও ’।

“ পরে মনোরমার ঘরে গিয়া দেখিলাম, প্রিয়তমা একটি সিন্ধুকে কতকগুলি ছোট ছোট বাস্ক রাখিয়া সিন্ধুকটি বন্ধ করিতেছে ; আমাকে দেখিয়াই বলিল, ‘ নাথ, এটি সঙ্গে লইয়া যাইও, আবার আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া আনিলে পরম সুখী হইব। ’ আমি বলিলাম, প্রিয়তমে ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে সুখ শীঘ্র হইবে। মনোরমা বলিল ‘ শীঘ্র আর বলিওনা, এক দিন এক বৎসর বোধ হয়,’ তবে যা বলিয়াছ জগদীশ্বরের অনুগ্রহে মিলন সুখ, তা’ হ’তে পারে ; কিন্তু এবার তোমাকে পাইলে আর ছাড়িতে পারিব না। ’ এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে নিদ্রিত

হইলাম। আমি প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলাম মনোরমা সুখে নিদ্রা যাইতেছে। দুর্ভাবনায় তিন দিন তাহার নিদ্রা হয় নাই, সুতরাং সে দিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। আমি অতি সাবধানে মনোরমার নিকট হইতে উঠিলাম, বাহিরে আসিয়া এক গাড়ি ভাড়া করিয়া প্রস্থান করিলাম।

বাটী হইতে বাহির হইবার সময় মনে করিয়াছিলাম মনোরমাকে ভাবিব না। অনর্থক ভাবিয়া শরীর নষ্ট করিবার আবশ্যক কি? কামিনি, যাহাদের মনে একবার প্রেম সঞ্চার হইয়াছে তাহাদের ওরকম মনে করাই ভুল। যাহাকে প্রাণাধিক ভালবাসা যায় তাহাকে কথনই ভুলা যায় না। সকল সময় সকল অবস্থাতেই সেই রূপ মনোমধ্যে জাগরূক থাকে। বিরহ কালে প্রিয়জনের ভাবনাতেও মনে অপূর্ব সুখের উদয় হয়। বিদায়কালে অতি কষ্টে যে অশ্রুবেগ সংবরণ করা যায়, বিরহ কালে সেই অশ্রুবেগ বিগলিত হইয়া হৃদয়ের অনেক ভার হরণ করে। কুহকিনী আশা মনোমধ্যে মধ্যে২ এক অদৃষ্টপূর্ব সুখ সম্পাদন করে। হায়, বিরহ কালে যদি মনোমধ্যে আশা না থাকিত, তাহা হইলে নিত্য কত শত শত স্ত্রী পুরুষেরা আত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইত বলা যায় না।

ক্ষণেক দূরে আসিয়া দেখিলাম মনোরমা দত্ত সিন্ধুক আনিতে ভুলিয়াছি। করি কি, গাড়ী থামাইলাম, আমার সঙ্গে এক জন লোক ছিল তাকে সিন্ধুক আনিতে পাঠাইলাম;

গাড়ীর ছাদ হইতে তখন ও মনোরমার বাটী দেখা যাইতে ছিল। আমি অবিচলিত নয়নে সেই দিকে ক্ষণেক চাহিয়া আছি এমন সময় সেই ব্যক্তি উপস্থিত হইল। তার প্রমুখাৎ শুনিলাম মনোরমা তখন ও সুখে নিদ্রা যাইতেছে; সে পোঁছিবামাত্র গাড়ী চালাইতে বলিয়া যত ক্ষণ দেখা যায় মনোরমার বাটী দেখিতে লাগিলাম। মনের তাদৃশ কষ্টতেও এক অপুর্ব সুখ বোধ হইতে লাগিল। ”

কামিনী। “ তোমার সঙ্গে যে লোকটি ছিল, সে কে? আমি কি তাকে চিনিতে পারিব না? ”

মন্মথ। “ হাঁ তুমি তাকে চিনিবে, মনোরমার ধাত্রীপুত্র, যার কথা পূর্বে বলিয়াছি। তার নিতান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে কলিকাতায় গিয়া কর্ম করে, আর কলিকাতা দেখিবার জন্য পুর্বাবধি তার একটা বড় ইচ্ছা ছিল। আমার সঙ্গে আসিবে বলিয়া, তার মাতা কোন আপত্তি করে নাই। ”

“ আমরা যখন পাঁচ ক্রোশ আসিয়াছি তখন বেলা প্রায় ১১টা। নিকটে একটি দোকান দেখিয়া বিশ্রাম মানসে গাড়ী থামাইতে বলিলাম। সেখান হইতে নদীতীর নিকট শুনিয়া, গাড়ী হতে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া সেখানে গাড়ী বিদায় করিলাম। ”

মনোরমা দত্ত সিন্ধুকে কি আছে জানিবার জন্য বড় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলাম। গাড়ী হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই সেই সিন্ধুকটি খুলিলাম, দেখিলাম দুটি বাক্সে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী, একটি বাক্সে প্রয়োজনীয় ঔষধ, একটি বাক্সে

কতকগুলি পরিধেয়, আর একটি ছোট বাক্সে তার মস্তকের স্বর্ণ-নির্ম্মিত ফুল, আজও বক্ষে ধারণ করিয়া আছি ; তার নিজের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আমাকে দিবার জন্য অতি যত্নে রাখিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও আমার আসিবার একদিন পূর্ব্বে অপহৃত হয়। সেখানি সোনা বাধান, ও হীরক খচিত, কিন্তু মনোরমার পরিচারিকাকে আমরা সন্দেহ করিতে পারিলাম না; কেন না, তদপেক্ষা বহু মূল্য অলঙ্কারাদি তাহার নিকট থাকিত, সে কখন কিছু নষ্ট বা অপহরণ করে নাই। নিরুপমাকেই আমরা সন্দেহ—"

কামিনী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিল "সে কি ! "

মন্মথ। " স্বর্ণ হীরকাদির জন্য নহে ; নিরুপমা জানিত সে চিত্রখানি অপহৃত হইলে আমরা দুই জনেই সাতিশয় মনোবেদনা পাইব।

" আমি দোকানে আহারের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় সেই থানে কতগুলি বণিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলাম সকলেই আমার পরিচিত। আমি যখন কলিকাতায় ছিলাম তাঁদের সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। আমি তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে যাইব শুনিয়া তাঁহারা পরম আহ্লাদিত হইলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলাম, এতাবৎ কাল মনোরমার কথা কিছু মনে হয় নাই। "

কামিনী। " যার জন্যে পাগল, কিরূপে তাকে এতক্ষণ ভুলিয়া রহিলে ? "

মন্মথ। "প্রেম সকল সময় সকল স্থানে মনে সমভাবে থাকে না। প্রিয়জন-বিরহ প্রথমে যতদূর ক্লেশকর বোধ হয়, তাহা একভাবে থাকিলে পৃথিবীতে অসুখের সীমা থাকিত না। আমরা স্থান ও কাল বিরহযন্ত্রণা বৃদ্ধিকারী বিবেচনা করি, কিন্তু উহারা যথার্থ বিরহক্লেশহারী সন্দেহ নাই। আরও দেখ, প্রিয়জনের নিকট বিদায় গ্রহণ আর মৃত্যু যন্ত্রণা উভয়ই সমান, কিন্তু মরণ অপেক্ষা মৃত্যুযন্ত্রণাই ভয়ঙ্কর।

"রাত্রি ১১ টার সময় আহারাদি সমাপন করিয়া ষ্টিমারে উঠিলাম। অতি প্রত্যূষে ষ্টিমার ঢাকা সহর পরিত্যাগ করে, সুতরাং আরোহীদিগকে রাত্রিতে ষ্টিমারে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। প্রিয়তমাকে ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল। স্বপ্নে দেখিলাম যেন প্রিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছে 'নাথ তোমাকে যাইতে দিতে আমার মন সরিতেছে না, বোধ হইতেছে কলিকাতায় গেলেই তোমার অমঙ্গল হইবে—' সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রিয়া কোথায়? উঃ! ভগ্ন-আশা কি মনোযাতনাই প্রদান করিতে লাগিল! স্বপ্ন অলীক জানিয়াও মন স্থির করিতে পারিলাম না; নিদ্রা ও আসিল না। করি কি, ষ্টিমারের বারাণ্ডায় বসিয়া স্বভাবের শোভা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রিয়তমা বিহনে সেই মনোহারিণী শোভাও আমার মনে সুখ সম্পাদন করিতে পারিল না। প্রিয়জন বিনা কোন্ প্রণয়ী সুখলাভ প্রত্যাশা করে? দেখ কামিনি, তৎকালীন স্বভাবের শোভা আমার মনে যেন আজও গাঁথা

রহিয়াছে, মন্দ মন্দ বায়ুপ্রভাবে জলরাশি ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া ষ্টিমারে লাগিয়া কল কল রব করিতেছে। নিশানাথ কুমুদিনী উপস্থিত নাই দেখিয়া স্রোতস্বতীর সহিত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ঢাকা সহর নদীর উপর হইতে দেখিতে অতি সুন্দর, তাহার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া আরও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

সমস্ত রাত্রি আর নিদ্রা হইল না, প্রেয়সী-চিন্তায় ও স্বভাবের শোভা দেখিতে দেখিতে রাত্রি যাপন করিলাম। অতি প্রত্যূষে ষ্টিমার ছাড়িল; স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া, বন্ধুদের সহিত আলাপ করিতে করিতে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদ নদী ও গ্রাম দেখিয়া দিনাতিপাত করিলাম। রাত্রি ১০টার পর শয়ন করিয়া প্রিয়তমাকে ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাকর্ষণ হইল। যখন রজনী দুই প্রহর অতীত, প্রবল ঝাটকার সহিত বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পবন দেব নদীর সহিত মনের সুখে ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। আমাদের ষ্টিমার ফ্ল্যাটে লাগিয়া ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল, আমরা হতাশ হইয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মনে ক্লেশের একশেষ উদিত, মনোরমা-মূর্ত্তি তৎকালে হৃদয়ে জাগরূক হইল; মনোরমার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না, এই ভাবনা হৃদয়ে শাণিত ছুরিকাঘাতসম বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম, আমার অপঘাত মৃত্যু শুনিয়া মনোরমার কি দুর্দশা হইবে! হায়! পূর্বে যদি ধন মান লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মনোরমার কথানুসারে তার সহিত কুটীরে বাস করিতাম, তাহা হইলে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।

" অনেক কষ্টে রাত্রি অবসান হইল। আমি মনোরমা-চিন্তায় মগ্ন, আমার সেই লোকটি (তার নাম ভোলানাথ) আসিয়া সকাতরে বলিল, ' ষ্টিমার জলে প্রায় পরিপূর্ণ, দুই খানি জালি বোটে উঠিয়া অনেকে নদীপার হইবার চেষ্টা করিতেছে, আসুন আমরাও তাহাতে যাই। ' এই বলিয়া সে আমার অগ্রে চলিয়া গেল। আমি ষ্টিমার হইতে বাহির হইয়া দেখি, বোট দূরে গিয়াছে। একখানা বোট হইতে ' মন্মথ, মন্মথ ' এই কাতরোক্তি শুনিলাম, গোল-যোগে কার কথা বুঝিতে পারিলামনা। পরে দেখি ভোলা-নাথ সাঁতার দিয়া আমাদের ষ্টিমারে উঠিল। কামিনি, ঈদৃশ প্রভু-ভক্তি অনেকানেক বিদ্বান ব্যক্তিতে ও দেখা যায় না! সে ষ্টিমারে আসিবা মাত্র আমি বলিলাম, এখানে মরিতে আসিলে কেন ? তাহাতে উত্তর দিল ' মনোরমাকে মৃত্যু-সংবাদ দেওয়াঅপেক্ষা আপনার সঙ্গে মরণই ভাল; বিধাতঃ, মনোরমার কপালে এই ছিল '! এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

" ক্ষণেক পরে দেখিলাম সেই বোট দুই খানা আরোহী-দিগকে লইয়া নদীর গর্ভে প্রবেশ করিতেছে।

মানুষের কোন অবস্থাতেই একবারে নিরাশ হওয়া উচিত নহে। অতি অল্পক্ষণেই ঝটিকা থামিল, সেই সময় এক খানা ষ্টিমার সেখান দিয়া যাইতেছিল, আমাদের তাদৃশী দশা দেখিয়া আমাদের সকলকে তাহাদের ষ্টিমারে লইল। তাহাতে আমরা গোয়ালন্দে আসিলাম ; গোয়ালন্দে আসিয়া ট্রেনে চড়িয়া নিরাপদে কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায়।

বিপদ বিপদের অনুগামী। কলিকাতায় পৌঁছিয়া শুনিলাম, প্রভু আমাকে যে দিন পত্র লিখেন, তৎপর দিনই তাঁর ওলাউটা রোগে মৃত্যু হইয়াছে। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা হইলে পর, আমি আমার প্রভুর পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁকে বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলিলাম। তিনি আমার কথায় ভাল রকম উত্তর দিলেন না; ভাবগতিক দেখিয়া আমি সে দিন সেখান হইতে উঠিলাম। ক্রমে জানিলাম, তিনি বিলক্ষণ মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত। মনে বড় দুঃখ হইল, প্রভুর সেই একমাত্র পুত্র তিনি এরূপ অসচ্চরিত্র। পিতার ঐ একমাত্র পুত্র বলিয়া অত্যন্ত আদরের ছিলেন, বাল্যকালাবধি লেখাপড়ায় ভাল মনোযোগ ছিল না। যাহা হউক, বাল্যকালাবধি যিনি আমাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তাঁর পুত্রকে সদুপদেশ দ্বারা সচ্চরিত্র করা উচিত বিবেচনায়, অবসর দেখিয়া তাঁর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিলাম, দেখিলাম বাবু অতিশয় চাটুকারবশবর্ত্তী, যাঁরা সৎপরামর্শ দেন তাঁদের পরম শত্রু বিবেচনা করেন। আমি গৃহ প্রবেশ করিবা মাত্র বাবু যত বিরক্ত হইলেন, তার শতোধিক মোসায়েববাবুরা বিরক্ত। মোসায়েবদের সহিত কথা বার্ত্তায় বাবু ব্যস্ত, সুতরাং আমি আর কোন কথা বলিবার সময় পাইলাম না, অল্পক্ষণ বসিয়াই আমাকে বিদায় লইতে হইল। যতক্ষণ ছিলাম মোসায়েব বাবুদের

ভয়ে কথা কওয়া ভার। যৌবন, ধন, প্রভুত্ব, অবিবকতা, এই চারিটির এক একটি ভয়ানক, কিন্তু চারিটি যেখানে একত্র সে কি ভয়ঙ্কর !

“ প্রতিদিন রাত্রিতে মোসায়েবদের সঙ্গে ইংরাজি খানা না খাইলে কষ্ট বোধ হয় ; সৎপাত্রে দান, মোসায়েবদের বিবেচনায়—সুতরাং বাবুরও মতে দানই নহে। প্রতি দিন মদ্যপান ও বেশ্যালয় গমন না করিলে সে দিনই বৃথা। ইংরাজদের দোকান ভিন্ন বাঙ্গালির দোকানে মনোমত দ্রব্যাদি পান না। সূর্য্য অস্তগেলে বেরুসে চড়িয়া গঙ্গাতীরে বায়ুসেবন না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষার হানি হয়।

“ পল্লিগ্রামস্থ ধনীযুবকেরা কলিকাতায় আসিলেই প্রায় এই দুর্গতিগ্রস্ত হন। আর কলিকাতারও এমনি মোহিনীশক্তি, যিনি একবার পদার্পণ করিবেন, তার কলিকাতা ত্যাগ করা দায়।

“ বাবুর ভাবগতিকে বুঝিলাম শীঘ্রই সর্বস্বান্ত হইবে।

“ আমার উভয়সঙ্কট উপস্থিত; কিছু না বলিয়াও থাকিতে পারি না, বলিতে গেলে বাবু বিরক্ত হন। দুঃখের কথা কি বলিব, চাটুকারদের অনুগ্রহে কর্মটিগেল, যাহাহউক বাবু অনুগ্রহ করিয়া এখনও কিছু কিছু দেন।

নানা প্রকার দুর্ভাবনায় আমার জ্বর, হইল। মনোরমা বিরহে আরও অধিকতর কাতর হইলাম। চিকিৎসা করাইবার সঙ্গতি নাই। হরিশ্চন্দ্র নামে এক ব্যক্তির সহিত কলিকাতায় আমার পুর্বাবধি আলাপ ছিল। ভোলা-

নাথকে আমার বিপদের কথা সমস্ত বলিয়া হরিশ্চন্দ্র বাবুর নিকট পাঠাইলাম। ভোলানাথ-মুখে আমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া তিনি চিকিৎসকের সহিত স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই অবধি আমার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত প্রতি দিন তিনচারিবার চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া আসিতেন, চিকিৎসক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়া গেলে, তিনি নিকটে থাকিয়া আমার শুশ্রূষা করিতেন। তাঁর অকপট সৌহার্দ বর্ণনা করা যায় না। তাঁর অনুগ্রহে সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

দুই মাস পীড়াভোগে আমি অত্যন্ত শীর্ণ, এত দুর্ব্বল যে গৃহের বাহির হইতে পারি না; এমন সময় একদিন ভোলানাথ গৃহমধ্যে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, ' মহাশয়, আপনাকে একটি শুভ সমাচার দিতে আসিয়াছি। ' আমি জিজ্ঞাসিলাম, কি, প্রিয়তমা মনোরমার কোন সংবাদ ? এই কথা বলিতে বলিতে মনোরমা, ' হাঁ, তোমার প্রিয়তমা মনোরমা স্বয়ং আসিয়াছে ' বলিয়া গৃহ প্রবেশ করিল। "

কামিনী। " আচ্ছা সে সময় তোমার মনে কি হইল ? "

মন্মথ। " সে সময়ের মনোভাব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, আর বলিতে কি, স্বরূপ কখনই বলা যায় না।

" প্রথম মিলন সুখ অনুভবের পর, প্রিয়া, আমার পীড়ার কথা গোপন জন্য আমাকে বিনয়নম্রবচনে তিরস্কার করিল। আমি আসিয়া অবধি মনোরমাকে তিন খানা পত্র লিখি, কিন্তু আমার পীড়ার কথা শুনিয়া প্রিয়া অত্যন্ত কাতর হইবে বলিয়া একখানি পত্রেও আমার অসুখের কথা লিখি নাই।

কিন্তু মনোরমার মুখে শুনিলাম, মনোরমা একখানি এই ভাবের পত্র পাইয়াছিল, যে, তোমার পতির শেষ অবস্থা উপস্থিত, যদি পতিদর্শনে ইচ্ছা থাকে অবিলম্বে এস্থানে আগমন করিবে। মনোরমা বলিল, সেই পত্র প্রাপ্তি মাত্রই আমার নিকট আসিবার উৎযোগ করিয়াছিল, কিন্তু দিবা-বসানে যখন এখানে আসিবার জন্য বাহির হইতেছে, সেই সময় ডাকযোগে আমার স্বহস্ত লিখিত পত্র পায়, তাহাতে আমার পীড়ার কথা কিছু লেখা ছিল না। ঐদুই খানি পত্র মনোরমা ব্রহ্মচারীকে দেখানতে তিনি বলিলেন, যখন আমার পত্রে পীড়ার কথা কিছুই লেখা নাই, তখন আর ভাবনার বিষয় কি ? সে পত্র কে তামাসা করিয়া লিখিয়াছে।

“এরূপ ঘটনা প্রায় সর্বদাই হয়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই প্রকার পত্রে নানা দুর্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা, অধিক কি সময় সময় প্রাণনাশের ও সম্ভব, আর পত্র লেখক-দের সময় বিশেষে হাস্যাস্পদ, হেয় ও নিতান্ত অপদার্থের ন্যায় হইতে হয়।

“মনোরমা ও অন্যান্য সকলে সে পত্র গ্রাহ্য করিল না। পরে একদিন মনোরমার জ্যেষ্ঠা নিরুপমা মনো-রমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিয়াছিল যে, নিরুপমার স্বামীর একটি বন্ধু কলিকাতায় থাকেন, তাঁর পত্রে নিরুপমা জ্ঞাত হইয়াছে, যে আমি যথার্থই পীড়িত। মনোরমা ভগ্নীমুখে ঐ কথা শুনিয়া মাতা ও ব্রহ্মচারীর অনুমতি লইয়া, একজন বিশ্বাসী ভৃত্যের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিল।”

কমিনী জিজ্ঞাসিল "সে পত্র লেখক কে?"

মন্মথ উত্তর দিলেন "সে পত্র লেখকটিকে জানিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। বাবু হরিশ্চন্দ্রের সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল বটে, কিন্তু তাঁর পবিত্র চরিত্রে এরূপ সন্দেহ করাও অন্যায়; অনেকেই আমার পীড়ার সময় দেখিতে আসিত, তারা আমার বিবাহ হইয়াছে কি না কিংবা কোথায় বিবাহ হইয়াছে, কিছুই জানিত না।

কামিনী জিজ্ঞাসা করিল "আজ পর্য্যন্ত কি এ রহস্য ভেদ হইল না?"

মন্মথ প্রত্যুত্তরে বলিলেন "কৈ আর।"

কামিনী। "আমার বোধ হয়, মনোরমা, তোমার আসিবার সময় ভোলানাথকে বলিয়া দিয়াছিল, যে, কলিকাতায় আসিয়া তুমি কেমন থাক মধ্যে মধ্যে তাকে লিখে, তাই বোধ হয় ভোলানাথ তোমার পীড়ার কথা মনোরমাকে লিখিয়াছিল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিল "না তাহা নহে, যদি মনোরমা ভোলানাথের পত্র পাইত, তাহা হইলে কলিকাতায় আসিতে কখনই ক্ষণবিলম্ব করিত না।"

মন্মথ। "না, ভোলানাথকে আমি কখনই সন্দেহ করিতে পারি না। সে আমাকে না জানাইয়া কখনই এরূপ করিবে নিতান্ত অসম্ভব, আর আমার পীড়ার কথা জানাইয়া মনোরমাকে অসুস্থ করিবে, বিশ্বাস হয় না।

"যাহা হউক মনোরমার শুশ্রূষায় সে যাত্রা আরোগ্য লাভ করিলাম। আহা! তাদৃশী পতিসেবা বামাকুলে দুর্লভ।

কামিনী। “ দুর্লভ ! তোমার প্রণয়পাশের সহিত কি ছার পতিসেবার তুলনা হয় ? বক্ষে প্রস্তর-ভারই কষ্টকর, রত্ন ধারণে কি অপূর্ব শোভা হয় ? তোমার মত অবিচলিত প্রণয়ী, পুরুষ জাতিতে অতি অল্প, সুতরাং পতিসেবাও দুর্লভ। তুমি মনে করিও না, যে, আমি মনোরমার গুণের লাঘব জন্য এ কথা বলিলাম। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি যে, মনোরমা পতিব্রতা। তবে আমার ওরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই, গুণশালী পতিরত্ন পাইলে অনেক স্ত্রীলোকেই পতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে। আমার যদি মনোরমার মত ঘটনা হইত, আমি বেনামা পত্র পাঠেই প্রবল ঝটিকাকেও গ্রাহ্য না করিয়া পতিপাশে যাইতাম। মনোরমার মত পতি পাইলে অবলারা না পারে এমন কার্য্যই নাই। ”

মন্মথ নিজের স্তুতিবাদ শ্রবণে লজ্জিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “ আমার আরোগ্যলাভের পরই মনোরমা পীড়িতা হইল। আমার জন্য রাত্রি জাগরণ, অসময় আহার, আমার মন প্রফুল্ল রাখিবার জন্য দিন রাত্রিতে প্রায় দশ বার ঘন্টা পুস্তকপাঠ, ইত্যাদি কারণে উৎকট পীড়া উপস্থিত হয়। তৎকালে আমার আর কষ্টের সীমা ছিল না। চিকিৎসকেরা, দেশান্তরে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গতি নাই। মনোরমা, তার মাতাকে পীড়ার সমস্ত কথা জানাইয়া টাকা পাঠাইবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছিল।

সে পত্র খানি এত বিনয়-নম্রতা-পূর্ণ যে, যার মনে দয়ার লেশ মাত্রও আছে, সেও টাকা পাঠাইতে বিলম্ব করে না। কিন্তু সেই পত্রের উত্তরে মনোরমার জ্যেষ্ঠা নিরুপমা যাহা লিখিয়াছিল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে। পত্র খানি আমার নিকট আছে, পড়ি শুন। ” এই বলিয়া মন্মথ পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিলেন:—

“ প্রিয় ভগ্নি, মাতা অসুস্থতা প্রযুক্ত তোমার পত্রের উত্তর স্বয়ং লিখিতে পারিলেন না, তজ্জন্য দুঃখিত হইও না। তোমার পত্রপাঠে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কলিকাতায় যাইবার সময় তোমাকে পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন; প্রতিদিন দিতে হইলে এখানে সংসার চলে না। তুমি যদি মাতার মতানুলম্বিনী হইয়া সেই জমিদারকে বিবাহ করিতে, তাহা হইলে অর্থের জন্য কাহার নিকট প্রত্যাশিনী হইতে হইত না; তখন যদি বন্ধু বান্ধবের কথা শুনিতে তাহা হইলে এত কষ্ট পাইতে না। আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী জ্ঞান করিলেই এই দশা হয়। আমি যদিও তোমার অপেক্ষা দুই বৎসরের অধিক বড় নহি, তথাপি তোমাকে উপদেশ দিতে ক্রটি করি নাই; তখন অগ্রাহ্য করিয়াছিলে, এখন তার ফলভোগ করিতেছ। তজ্জন্য আমি তোমার উপর ক্রুদ্ধা নহি, বরং তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করি।

মাতা তোমার পত্র পাঠে সমদুঃখিত বটে, কিন্তু কি করিবেন, তোমার পতি নরাধম, তার উদরপূরণের জন্য টাকা পাঠাইতে কখনই পারেন না। আর এটা ও মনে থাকে যেন যে, তুমি মাতার এক মাত্র কন্যা নও। অধিক আর তোমাকে কি লিখিব? আপনার অবস্থা বুঝিয়া চলিবে।

হিতাভিলাষিনী ভগ্নী

শ্রীমতী নিরুপমা।

কামিনীমন্মথ-প্রমুখাৎ নিরুপমার পত্র-পাঠ শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া, বলিল "উঃ। বামাকুলে এতদূর নির্দয়া ?"

মন্মথ। "যখন এই পত্র আসে, আমি চিকিৎসকের বাটী গিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে মনোরমা পত্র পাঠ করিয়া একবারে অজ্ঞানাবস্থায় আছে, এমন সময় আমি বাটী আসিলাম, অনেক যত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিলাম। পরে দেশান্তরে যাইবার জন্য অর্থ ঋণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

"মনোরমার আগমনের পর অবধি অনেকেই জানিয়াছিল যে, আমি কোন ধনী কন্যা বিবাহ করিয়াছি। নিরুপমার পত্র আসিবার পূর্বেই একজন টাকা দিতে স্বীকৃত ছিল; তখন টাকা আসিবার আশায় লই নাই। যখন সে আশা বিফল হইল, তখন ঋণ করিবার জন্য তার নিকট গেলাম, নিরুপমার পত্র খানি তাকে দেখাইলাম ও আমার সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে বলিলাম। তখন ভাবিলাম সমস্ত বৃত্তান্ত জানিলে তার মনে দয়ার উদয় হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে বলিল 'মহাশয় দুই একদিন পূর্বে হইলে পারিতাম, সে টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে'। যাদের না দিবার ইচ্ছা তাদের মুখে ঐ প্রকার প্রায় শুনা যায়।

"বাবুদের জমীদারী সেরেস্তার লোকেদের সহিত আমার আলাপ, সুতরাং তাদেরই নিকট গেলাম, সকলই ঐ রূপ উত্তর দিল। হায়! যাদের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিলে অনুগৃহীত বোধ করিত, এখন তাদের এই ব্যবহার! নির্ধন জনের সর্বত্রই এই দুর্গতি! আমাকে যে প্রথম আশা-দিয়াছিল তাকে নিরুপমার পত্র দেখানই আমার সম্পূর্ণ

মূর্খতা। সেই নির্দয় নরাধমই আমার দুর্দশার কথা সকলকে বলিয়া টাকা দিতে বারণ করে। এটা কি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, যারা পরের উপকার করে না তারা অন্য কাহাকেও পরের উপকার করিতে দেয় না!

কামিনী জিজ্ঞাসা করিল "তুমি তোমার প্রভুর নিকট তোমার দুর্দশা জানাইলে না কেন?"

মন্মথ। "বাবুর যে প্রকার চরিত্র, কি জানি শেষে কোন সূত্রে মনোরমাকে দেখিয়া বলিবেন, তোমার স্ত্রীটি পরমা সুন্দরী, আমার নিকট থাক্। তাঁহার ইচ্ছার প্রতি-কুলতা হইলে, বল প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেনও আমাদের সর্বদা শঙ্কাযুক্ত হইতে হইবে।

"এই বারে প্রথম অর্থাভাব কষ্ট জানিলাম। উঃ! কি ক্লেশকর! বিশেষতঃ বিবাহিত পুরুষেরা যখন অর্থাভাবে নিজ প্রাণাধিকার প্রাণ রক্ষা করিতে অক্ষম, তখন তাহারা কি মানসিক কষ্টই ভোগ করে!"

কামিনী জিজ্ঞাসিল "হরিশ্চন্দ্র বাবুর নিকট গেলে না কেন?"

মন্মথ। "তিনি তৎকালে কলিকাতায় ছিলেন না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া, আমার সমস্ত বৃত্তান্ত অন্য লোকমুখে শুনিয়া আমি চাইবার অগ্রেই টাকা পাঠাইয়াছিলেন; তাঁর মতন পরোপকারী পৃথিবীতে দেখা যায় না।

" দেখ, নীচ বংশোদ্ভব মূর্খের উদারচরিত্র যতদূর প্রশংসনীয়, সদ্বংশ-জাত বিদ্বান ব্যক্তির সেপরূ কখনই নহে। ভোলানাথ সজল নয়নে একদিন আমাকে আসিয়া বলিল ' মহাশয়, অধীনের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আপনার কিঞ্চিৎ অভাব হইয়াছে শুনিয়া আমি যৎকিঞ্চিৎ ধনোপার্জন করিয়াছিলাম তাহা আনিয়াছি, ইহাতে আপনার অভাব সম্পূর্ণ রূপে দূর হইবে না বটে, কিন্তু কিঞ্চৎ হইতে পারে। ' এই বলিয়া একশত টাকার একখানি নোট আমার সম্মুখে রাখিল। তাহার ঔদার্য্যের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ক্ষণেক আর বাক্য নিঃসরণ হইল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে এই কৌতূহল জন্মিল যে, আমার দুরবস্থার কথা ভোলানাথ কি রূপে জানিয়াছে ; আর দশটাকা মাত্র বেতন পাইয়া এত অল্পদিন মধ্যেই বা কোথা হইতে এত উপার্জ্জন করিল। চতুর ভোলানাথ আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল ' আপনার পরিচারিকার মুখে আপনার কিঞ্চিৎ অভাবের কথা শুনিয়া মনোরমা দত্ত একখানি শাল বিক্রয় করিয়া এই টাকা আনিয়াছি '। "

কামিনী জিজ্ঞাসা করিল " তোমার দাসী কি রূপে জানিল যে তুমি ঋণ করিবার চেষ্টা করিতেছ ? "

মন্মথ। " সে কথা আমি ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল ' আপনি আর মনোরমা এ বিষয় ঘরের ভিতর পরামর্শ করিতেছিলেন, সে বাহির হইতে সমস্ত শুনিয়াছে।

"কামিনি, কি আশ্চর্য্য, আমরা আমাদের দুরবস্থা ভৃত্যদের নিকট গোপন করিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু এ বিষয় উহারা এতদূর চতুর যে, উহা গোপন-জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়!

কামিনী বলিল "যাহা হউক নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তিতে এতদূর সদ্ব্যবহার দুর্লভ।"

মন্মথ। "মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ না করিলেই যে উদার চরিত হইবে না, মনে করা নিতান্ত ভ্রম। সম্রাট্ ও ভিক্ষাজীবি উভয়েরই ঐ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে দরিদ্রদিগকেই চোর মিথ্যাবাদী ইত্যাদি নানাবিধ দোষে দূষিত বিবেচনা করেন, কিন্তু অনেকে মহৎবংশে জন্মিয়া উত্তম শিক্ষিত হইয়াও ঐ সকল দোষে দূষিত! পৃথিবীতে মহৎ ব্যক্তি বলিয়া অনেকেরই খ্যাতি আছে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ মহৎ ক'জন?

দশম পরিচ্ছেদ।

ফরস্ ডাঙ্গায়।

আমি হরিশ্চন্দ্র বাবুর নিকট অর্থ পাইয়া ফরসডাঙ্গায় গিয়া সপরিবারে বাস করিলাম। অল্পদিন মধ্যেই মনোরমা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিল।

কামিনী। "ভোলানাথের নিকট টাকা লইয়াছিলে?"

মন্মথ। তাও সম্ভব, আমি তাহার নিকট টাকা লইব? আমরা ফরস্ডাঙ্গায় কিছু দিন বাস করিতে লাগিলাম। ফরাসিরা বড় অমায়িক লোক, লোকের সহিত উত্তম রূপ

আলাপ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা করে। বাটীতে কোন অতিথি আসিলে তাহাকে কিরূপে আদর করিবে তজ্জন্যই ব্যস্ত, সর্ব্বস্বান্ত হইলেও অতিথি সেবায় পরাঙ্মুখ নহে।

"ফরস্‌ডাঙ্গায় মনস্‌ বর্গিলাড্‌ নামে এক ফরাসির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। তিনি অতিশয় ভদ্রলোক, লেখা-পড়াও বেস জানেন। আমাদের বাটীর পাশে তাঁর বাটী, আমি প্রায় সমস্ত দিন তাঁর বাটীতে থাকিতাম, লেখাপড়ার কথা বার্ত্তা হইত। আমি ইংরাজি জানি তিনি ও ইংরাজি জানেন, সুতরাং ইংরাজি ভাষায় কথা বার্ত্তা চলিত। আমি সর্ব্বদা তাঁর নিকট থাকিয়া ফরাসি ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। মনোরমার নিকট থাকিতাম না বলিয়া মনো-রমা বড়ই দুঃখিত; অধিক কি, অন্য বাটীতে যাইবার জন্য জিদ করিত লাগিল।

"যদিও জানি স্ত্রীর অকারণ অনুরোধ স্বামীর গ্রাহ্য নহে, তথাপি মনোরমাকে এতদূর ভাল বাসিতাম যে, তার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আমি বাটীতে আসিলে মনোরমা বলিত 'নাথ তোমাকে সমস্ত দিন না দেখিয়া প্রাণ যায়; কেন আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমার নিকট থাকিতে ভাল বাস না?' এই বলিয়া ক্রন্দন করিত। সুতরাং অন্যত্র গমনই স্থির করিলাম। বন্ধুর নিকট কি বলিয়া বিদায় লইব, এই ভাবনাই প্রবল হইল। মিথ্যা কথা বলা অনুচিত, স্ত্রীর অনুরোধে অন্যত্র যাইব

তাই বা কিরূপে বলি? ফরস্‌ডাঙ্গা একবারে ত্যাগ করিতে পারিতাম, কিন্তু হরিশ্চন্দ্র বাবুর নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, ফরস্‌ডাঙ্গায় তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিব; আর মনোরমা তৎকালে ছয়মাস গর্ভবতী, অন্যত্র গমন ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না, এই সমস্ত ভাবিয়া বন্ধুকে কিছু না বলিয়াই, ফরস্‌ডাঙ্গার আর এক স্থানে বাসস্থান স্থির করিলাম।

আমরা যে বাটীতে বাস করিতাম, সেই বাটীর আর এক অংশে বিশ্বনাথ নামে এক ব্যক্তি, তাঁর ভগ্নী ভাবিনীর সহিত বাস করিত। মনোরমার সহিত ভাবিনীর প্রণয় হইল, বিশ্বনাথও আমার বন্ধু হইলেন। আমরা চারিজনে মনের সুখে থাকিতাম।

"কয়েক মাস পরে মনোরমা এক কন্যা প্রসব করিল। ভাবিনী তৎকালে নিজের পীড়া বশতঃ মনোরমার নিকট একবার ও আসিতে পারিত না। সুতরাং আমাকে সর্বদা নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষা করিতে হইত।

কামিনী সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিল "বল কি! সে সময় তুমি নিজে তাহার শুশ্রূষা করিতে? স্ত্রী প্রসবিনী হইলে যথার্থ প্রণয়ী পতিরাও আমোদ আহ্লাদেই ব্যস্ত থাকে, বন্ধুবান্ধবদিগকে নৃত্যগীত আহারাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে মত্ত হয়। তুমি যথার্থ বল দেখি তুমি সে সময় কি করিয়াছিলে?

মন্মথ। "তুমি বিদ্রূপই কর, আর যাই বল, আমি যথার্থ বলিতেছি, সে সময় এক মুহূর্ত্তও মনোরমাকে ছাড়িয়া

কোথাও যাই নাই। তৎকালে মনোরমা যে শারীরিক কষ্ট পাইয়াছিল, আমি ততোধিক মানসিক কষ্ট পাইয়াছিলাম। আর এও সম্ভব, যাকে প্রাণাধিক ভালবাসি তার অসুখের সময় আমোদে মত্ত হইব ?”

কামিনী গম্ভীর স্বরে বলিল “ তুমিই পুরুষ জাতির গৌরব ! ”

মন্মথ। “ মনোরমা ও ভাবিনী সুস্থতা লাভ করিলে, আমরা পূর্ব্বেরমত চারিজনে আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিতে লাগিলাম। একদিন শুনিলাম, সেই ফরাসি বর্গির্লাড এক সুন্দরী যুবতীর প্রেমাভিলাষী হইয়াছেন, সর্ব্বদাই তজ্জন্য ব্যস্ত। কিছুদিন পরে সেই রমণী ফরসডাঙ্গা হইতে চলিয়া যাওয়াতে, বগির্লাড আমাদের বাটীতে সর্ব্বদা আসিতে আরম্ভ করিলেন। আমি মনে করিলাম ফরাসি আমাদের বাটীতে আসাতে মনোরমা আর দুঃখিতা হইবে না, এখন মনোরমারও এক বন্ধু হইয়াছে। কিন্তু তার আসাতে মনো-রমা আবার বিরক্তি প্রকাশ আরম্ভ করিল। আমি ভাবিলাম মনোরমার এরূপ করা অন্যায়—”

কামিনী সক্রোধে বলিল “ এ কি সামান্য অন্যায়, তুমি কি রকম্‌লোক—”

মন্মথ। “ অগ্রে সমস্ত শুনিয়া তবে মনোরমাকে নিন্দা করিও। একদিন আমি ও মনোরমা বসিয়া কথাবার্ত্তা কহি-তেছি, এমন সময় বাটীর নিম্নদেশে হটাৎ একটা গোলো-যোগ শুনিলাম, মনোরমা বলিল “ নিশ্চয়ই এ ভাবিনীর স্বর ’

এই বলিয়া দৌড়িয়া সেই দিকে গেল, আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম, দেখিলাম ভাবিনী মৃতাবৎ রহিয়াছে, বিশ্বনাথ ভূমে পড়িয়া 'জল জল' চীৎকার করিতেছে, তার শরীর যেন রক্ত-স্রোতে ভাসিতেছে। মনোরমার যত্নাতিশয়ে ভাবিনী শীঘ্র জ্ঞানলাভ করিল, আমি চিকিৎসকের জন্য লোক পাঠাইয়া বিশ্বনাথের শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। মুহুর্মুহুঃ তার মুখে জল দেওয়াতে বিশ্বনাথ উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল 'আমার আর ভয় নাই, ভাবিনীর চৈতন্য দেখিয়া যেন অধিক বল প্রাপ্ত হইয়াছি' ভাবিনী ও ভ্রাতাকে জ্ঞানলাভ করিতে দেখিয়া আহ্লাদিত হইল।

"আমরা এরূপ দুর্ঘটনার কারণ জানিতে উৎসুক হইলাম। বিশ্বনাথ আমাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল 'মন্মথ আমি অতিশয় অপরাধ করিয়াছি, যদি তোমার ক্ষমাগুণে সেই অপরাধটি মার্জনা কর, তাহা হইলে সমস্ত বৃত্তান্ত বলি'। আমি বলিলাম, তোমার দ্বারা আমার কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা নাই, তুমি আমার নিকট অপরাধী হইবে, তা ও নিতান্ত অসম্ভব, যাহা হউক এখন বল ব্যাপারটা কি? বিশ্বনাথ বলিল 'মন্মথ, আমি যে কার্য্য করিয়াছি, তোমার মত ধর্মমতির মতে তাহা অতিশয় গর্হিত। আমি তোমার ইহ-সুখনাশক কোন নরাধমের বোধ হয় প্রাণ নাশ করিয়াছি! অবলাজাতির সতীত্বই মহারত্ন, সেই রত্নে কোন রূপ দোষারোপ হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই ইহ কালের সুখে চিরদিনের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হয়। ফরাসি বর্ণিলাড সেই মহা-

পাপেই আজ প্রবৃত্ত হইয়াছিল'। আমরা দুইজনে বসিয়া আছি, নরাধম সুরাপানে মত্ত হইয়া আমাকে আসিয়া বলিল 'বিশ্বনাথ, আমি যে মনোরমা-রত্নলাভের জন্য এত যত্ন ও ব্যয় করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, তুমি তাহা অনায়াসে লাভ করিবে মনে কর' আমি তার কথায় কর্ণ-পাত ও না করিয়া তার নাকের উপর এক সবলে ঘুসি মারিলাম, মারিবার মাত্র সে তাহার 'কোটের পকেট হইতে একখানা ছোরা বাহির করিয়া আমার বক্ষে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আমি তার হস্ত হইতে ছোরা লইয়া তার গাত্রে তিন চার আঘাত করিয়াছি, কিন্তু কোথায় বলিতে পারি না; সে সেই অবস্থাতেই চলিয়া গেল, এখন জীবিত আছে কি না বলিতে পারি না। তার হাত হইতে সে খানা লইবার পূর্বে আমাকে দুই একবার আঘাত করিয়াছিল। ”

“ আমাদের এরূপ কথা বার্তা হইতেছে, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, বর্গির্লাডের প্রাণসংশয়, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিলে তার পাপের অনেক প্রায়শ্চিত্ত হইবে, আর মৃত্যুতেও কিঞ্চিৎ সুখ বোধ করিবে। আমি সেই কথা শুনিয়া ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তার নিকট প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার অনিষ্ট ঘটিবার ভয়ে মনোরমা প্রথমে যাইতে বারণ করিয়াছিল, কিন্তু সে ভয় অমূলক বুঝিয়া দেওয়াতে আর আপত্তি করিল না।

"আমি ফরাসির বাটী গিয়া দেখিলাম, সে শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, জীবন আশা আর বড় নাই। আমি যাইবামাত্র আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল, আমি বলিলাম অপরাধ মার্জ্জনা করা মনুষ্যের হাত নহে, জগদী-শ্বরের নিকট প্রার্থনা কর; আমি তোমার ঈদৃশীদশা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি ও অনুতাপে সন্তুষ্ট হইলাম, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। পরে সে বলিল 'মন্মথ, তুমিই ধন্য, সৌন্দর্য্য বামাকুলের পরম শত্রু, তুমিই কেবল পরমা সুন্দরী রমণী লাভ করিয়া পরম সুখে আছ; মনোরমার মত সতী আমি কখন দেখি নাই, আমি অনেকানেক মহদ্বংশসম্ভবা পরমা-সুন্দরীর সতীত্বনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছি, কিন্তু শত মহিলা লাভে আমাকে যত যত্ন করিতে হইয়াছিল, ততোধিক যত্নেও মনোরমা-রত্ন লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমার শেষ অবস্থা, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলে, এখন আমার মৃত্যুতেও কষ্ট নাই'।

"আমি এতদিনে যেন জ্ঞানচক্ষু পাইয়া মনোরমার তদ্রূপ করিবার কারণ বুঝিলাম। বাটী যাইবামাত্র প্রিয়া তখন বলিতে লাগিল 'নাথ, বল দেখি সে স্থান ছাড়িয়া আমাদের এখানে আসিয়া বাস করা ভাল হইয়াছে কি না? প্রাণেশ্বর, এও কি সম্ভব যে, তুমি যেখানে মনের সুখে ছিলে, যে বন্ধু সহবাসে পরম প্রীতিলাভ করিতে, আমি তোমাকে বিনা কারণে সে সুখে বঞ্চিত করিব? প্রিয়তম,

এও কি তুমি মনে কর, আমার নিজের মানসিক সুখের জন্য তোমার বন্ধু বিচ্ছেদ করাইব? আমার অন্তঃকরণ কি এত নীচ, আমি কি এতদূর স্বার্থপর? না, আমি জানি তুমি তা কখনই মনে কর না,। ”

কামিনী জিজ্ঞাসা করিল “মন্মথ, সেই ফরাসিটে মনোরমাকে কি রূপে দেখিল? বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরা ত ইংরাজদের মেয়েদের মত সর্বত্র যায় না, সকলের সম্মুখে বাহির হয় না। ”

মন্মথ। “মনোরমা একদিন ছাদের উপর দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতেছে, সেই সময় ফরাসি বগির্লাড তার বাটীর ছাদের উপর কি জন্য উঠিয়া তাহাকে দেখিতে পায়।

“আমি মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রিয়ে, তুমি কিরূপে জানিলে, ঐ নরাধম তোমার সতীত্ব নাশে উদ্যত? তাহাতে প্রিয়তমা বলিল ‘নাথ, সে আমাকে অনেক পত্র পাঠায়, আমি তার প্রথমখানা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতেই পিশাচের মনের ভাব বুঝিয়া আর একখানাও লই নাই। তোমার পরম বন্ধু ভাবিয়া প্রথম খানা লইয়াছিলাম, জগদীশ্বর করুন যেন তেমন পত্র আর না পাই’। ”

কামিনী। “মনোরমা ত বড় ভাল মেয়ে”।

মন্মথ। “আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পত্রের কথা আমাকে পূর্বে বল নাই কেন? তাহাতে উত্তর দিল ‘সে কথা বলিয়া তোমার মনে আর কেন কষ্ট দিব।’ কিছু দিন পরে

বিশ্বনাথ সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিল। ঈশ্বর কৃপায় বগির্লাড সে যাত্রা রক্ষা পাইল। একদিন বিশ্বনাথ সেই ফরাসিকে প্রহার করিবার জন্য আমার সাহায্য প্রার্থনা করাতে, আমি বলিলাম, যথন তাহাকে ক্ষমা করিয়াছি তথন আর ওরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। তাহাতে বিশ্বনাথ বলিল ' তথন তার মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া ক্ষমা করিয়াছিলে, কিন্তু যথন আরোগ্যলাভ করিয়াছে, তথন ভালরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত '। আমি বলিলাম তার উপর আমার আর ক্রোধ নাই, এরূপ নানা তর্কের পর তাকে সে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিলাম।

" কিছু দিন পরে হরিশ্চন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর অনুরোধে সেইখান হইতে বর্দ্ধমান যাত্রা করিলাম। আমাদের তথন সঙ্গতি কিছুই ছিল না, হরিশ্চন্দ্র বাবু সমস্ত খরচ দিলেন। বিশ্বনাথ ও তার ভগ্নী আমাদের সঙ্গে বর্দ্ধমান সহর দেখিতে আসিল। মনোরমা অর্থের জন্য তার মাতাকে দুইতিন খানা পত্র লিখিয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ একখানারও উত্তর প্রাপ্ত হয় নাই। আমরা কোন উপায় না দেখিয়া বর্দ্ধমান যাইবার পূর্বে ব্রহ্মচারীকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম।

" আমরা নিরাপদে পৌঁছিয়া, ব্রহ্মচারীর পত্র পাইলাম। সে পত্র খানি আমার নিকট আছে পড়ি শুন " এই বলিয়া মন্মথ পত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন :—

" বৎস—বহুদিবসের পর তোমার পত্র পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এ পর্য্যন্ত তোমাদের কোন সমাচার না পাইয়া কিরূপ

ভাবিত ছিলাম, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। আমি তীর্থ পর্য্যটন হইতে গৃহে প্রতিগমন করিয়া তোমাদের সমাচার লইবার জন্য নিরু-পমার নিকট গমন করিলাম। যাহাদের নাম পর্য্যন্ত তাহার মনে স্থান পায় না, তাহাদের সংক্রান্ত কোন কথা তার মনে স্থান পাইবে কেন ? সুতরাং সেখানে কোন সমাচার পাইলাম না। লোকে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই বলে, কেহ বলে তোমাদের মৃত্যু হইয়াছে, নিরুপমার অনুগ্রহ প্রার্থিজনেরা বলে যে, মন্মথ নানারূপ কষ্ট দিয়া মনোরমার প্রাণনাশ করিয়াছে।

যাহা হউক, অনেক দিনের পর তোমার সমাচার পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছি, কিন্তু তোমাদের অপ্রিয় সমাচার দিতে প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। হা বিধাতঃ! আমি ফলমূলাহারী বনচারী আমাকে এরূপ মায়াময় সংসারে জড়ীভূত করিয়া নিরন্তর যাতনা প্রদান করি-তেছ কেন ? বৎস, মনোরমা মাতৃহীনা হইয়াছে। হায়! এ সংবাদ আমাকে দিতে হইল! আমি না দিলে আর কে দিবে ? মন্মথ, তুমি সর্বদা মনোরমার নিকটে থাকিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিবে; স্ত্রী-লোকেরা স্বামীর নিকট যতদূর সান্ত্বনা লাভ করে, ততদূর কোথাও লাভ করিতে পারে না। জীব মাত্রেই শোকের বশীভূত, কালই উহার একমাত্র ঔষধ, তুমি সর্বদা নিকটে থাকিয়া নানা প্রকার কথোপকথনে মনোরমাকে অন্যমনস্ক রাখিবার চেষ্টা করিবে। তুমি বুদ্ধিমান তোমাকে আর এ বিষয় অধিক কি লিখিব।

এই পত্রে পাঁচশত টাকার প্রথমার্দ্ধ নোট পাঠাইতেছি, দ্বিতীয় পত্রে অন্যার্দ্ধ পাঠাইব। এই টাকায় হরিশ্চন্দ্র বাবুর ঋণ শোধ করিয়া অবিলম্বে বাটী আসিবে। তোমার পরমোপকারী হরিশ্চন্দ্র বাবুকে আমার আশীর্বাদ জানাইও।

তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী
ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা ক্রমে আমরা হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া ঢাকাযাত্রা করিলাম। ঢাকা হইতে রাত্রি এক প্রহরের সময় গ্রামে পৌঁছিয়া প্রথমে ব্রহ্মচারীর নিকট গেলাম। বহুকালের পর পুত্রমুখদর্শন করিলে পিতা যেরূপ পরমানন্দে পুত্রদিগকে আদর করেন, ব্রহ্মচারী আমাদিগকে সেইরূপ আদর করিলেন।

“সেইরাত্রেই মনোরমা আমাদের আগমন সংবাদ লিখিয়া নিরুপমাকে এই ভাবে একখানি পত্র লিখিল যদি তাঁর কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে অদ্য রাত্রেই তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করা আমাদের প্রার্থনা। পত্র-বাহক উত্তর জন্য এক ঘন্টা বসিয়া রহিল, পরে তিনি মুখে বলিয়া দিলেন তাঁর অসুস্থতাপ্রযুক্ত তিনি সে রাত্রে কোন প্রকারেই আসিতে পারিবেন না, আর মনোরমা পথক্লান্তা, তার কষ্ট করিয়া আসিবার আবশ্যক নাই; তৎপরদিন প্রাতঃকালে সাক্ষাৎ হইবে; আমিও মনো-রমার পত্রে আমার প্রণাম জানাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার প্রতি কোন রূপ আজ্ঞা হইল না।

“পত্র-বাহক মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

“পরদিন প্রাতঃকালে ব্রহ্মচারী, মনোরমা ও আমি তিনজনেই নিরুপমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রায় এক ঘন্টা একটা ঘরে বসিয়া রহিলাম। পরে তিনি সেই ঘরে পদার্পণ করিয়া মনোরমাকে দেখিয়া ‘আর আমাদের মা নাই’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

শোকে যেন অতিশয় কাতর, কিন্তু তাঁর আকার প্রকার দেখিয়া কৃত্রিম শোকের সমুদায় লক্ষণ লক্ষিত হইল। মনোরমা কাঁদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্রু মুছিয়া নিরুপমা বলিলেন ' মনোরমে, আর কাঁদিও না অধিক শোকাভিভূত হলে শরীর নষ্টের সম্ভাবনা ; আর মা শেষ অবস্থায় তোমার প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন, তার অনেক কারণ আছে, তার জন্য দুঃখিত হইও না '। মনোরমা বলিল ' দিদি, শেষ কালে মা আমার প্রতি এত নির্দয় হইবেন, কখনই ভাবি নাই, যাহাহউক তজ্জন্য কি বাল্যকালাবধি মার সমস্ত যত্ন ভুলিয়া যাইব ? কখনই না '। নিরুপমা বলিল ' মা নির্দয় কিসে ? তোর অন্যায় আচরণ দেখিয়া তিনি মনোদুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন 'ঐ নরাধমের সহিত তোর বিবাহই মাতার মৃত্যুর কারণ সন্দেহ নাই। আমি আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম, আমাদের বিবাহের কিছু দিন পরে মাতা আমার উপর অপ্রসন্ন ছিলেন না, আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, আমি কলিকাতায় যাইবার সময় তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন ; জানি না, আমি কলিকাতায় গেলে কোন্ পাপমতি তাঁর নিকট আমার মিথ্যাপবাদ দিয়া তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়াছিল।

" ব্রহ্মচারী মহা কলহ উপস্থিত দেখিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন ' চল, আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। ' সুতরাং আমরা তিন জনেই ব্রহ্মচারীর কুটীরে প্রতিগমন করিলাম।

"তৎপরদিন নিরুপমা মনোরমাকে এইভাবে পত্র লিখিলেন যে, তোমার পতির কুস্বভাব প্রযুক্ত মাতা, তোমাকে সমস্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, কেন না সেই সম্পত্তি তোমার পতির হস্তগত হইলে, সে সমস্ত নষ্ট করিবে, এবং তোমার যে দরিদ্রতা সেই দরিদ্রতাই থাকিবে। তবে যদি তুমি পতিকে একবারে ত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত একত্রে বাস করিব আর তোমার পুত্রেরাও মাতৃ সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইবে না।"

কামিনী সক্রোধে বলিল "পাপীয়সীর অসাধ্য কিছুই নাই"—

সেই সময় ব্রহ্মচারী ঘরে আসিলেন, তিনি পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিলেন ' পাপমতিরাই যথার্থ দয়ার পাত্র। কাহাকে কুপথগামী দেখিয়া তাহার প্রতি ক্রোধ করা নিতান্ত ভ্রম। তাহার চরিত্র শোধনের চেষ্টা করা আমাদের অবশ্য-কর্তব্য।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে বাস।

" আমরা সেই অবধি ব্রহ্মচারীর কুটীরে বাস করিতে লাগিলাম। আহা! ব্রহ্মচারীর বাসস্থানটি কি মনোহর। সামান্য উদ্যান মধ্যে একটি কুটীর, চারিদিক বৃক্ষলতাপুষ্পে শোভিত, নিম্নদেশে সামান্য এক স্রোতস্বতী সর্বদাই কলকল রবে প্রবাহিত। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কতকগুলি ধর্মপুস্তক।

সেই স্থানটি দেখিলে বোধ হয় যেন শান্তিদেবী কোথাও বাসস্থান না পাইয়া ব্রহ্মচারীকে আশ্রয় করিয়াছেন।

"গ্রামবাসীরা সকলেই ব্রহ্মচারীকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিত। ব্রহ্মচারী প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সকলের বাটীতে গিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। কাহারও কোন দোষ দেখিলে তাহাকে সাবধান করিতেন। তাঁহার শাসনে বিবাদ সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছিল। ব্রহ্মচারীর অনুগ্রহে গ্রাম মধ্যে অন্নাভাবছিল না।

"আহা! এমন রমণীয় স্থানে, প্রিয়াসহবাসেও অর্থাভাবে আমার মনে সুখের লেশমাত্র ছিল না; আমার আয়সংখ্যা অতিশয় ন্যূন, পারিবার সংখ্যা ক্রমশঃবৃদ্ধি হইতেছে, প্রিয়তমা মনোরমার তৎকালে দুই সন্তান, প্রিয়া পুনরায় গর্ভবতী।

"একদিন নির্জ্জনে বসিয়া এই সকল চিন্তায় মগ্ন আছি, ব্রহ্মচারী আসিয়া বলিলেন 'বৎস, তোমাকে সর্বদাই চিন্তিত দেখি, তজ্জন্য তোমাকে দোষি না; কিন্তু তুমি এক্ষণে জীবনযাত্রা নির্বাহের কি উপায় স্থির করিয়াছ—'

আজ কাল সহায় না থাকিলে কোন কর্মেরই সুবিধা হয় না। আমার সহায় সম্পত্তি কিছু নাই; কোন বড়লোক সহায় থাকিলে গুণ থাকুক বা নাই থাকুক কর্মের ভাবনা নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার কোন বড় লোকের সহিত আলাপও নাই, সুতরাং কি করি কিছু উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না।

"ব্রহ্মচারী বলিলেন 'বৎস, আমি তোমার কর্মের জন্য

ভাবিত আছি। তোমাকে অন্য দেশে কোন কর্মে নিযুক্ত করাইতে পারি, কিন্তু আমার তদ্রূপ করিতে ইচ্ছা নাই; আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে মনোরমা ভিন্ন তুমি কোথাও সুস্থির থাকিতে পারিবে না। আমার মতে যাহারা মানসিক সুখে বঞ্চিত হইয়া অর্থের জন্য দেশান্তরে বাস করে, তাহারা কথনই বুদ্ধিমান নহে। আমার নিতান্ত ইচ্ছা তোমরা উভয়ে সর্বদা একত্র থাকিয়া মনের সুখে বাস কর।”

আমি কহিলাম সমস্ত সুবিধা ঘটে কৈ?

“ব্রহ্মচারী বলিলেন যে তাঁহার যাহা কিছু ধান্যের জমি আছে, আমাকে তাহার ইজারদার করিবেন এবং তাহা হইতে যাহা লাভ হইবে তাহাতে অনায়াসেই আমাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইবে। আমি সতিশয় আহ্লাদ সহকারে সে কার্য্য করিতে স্বীকার করিলাম।

“মনোরমা সেই কথা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া বলিল ‘আমার বড় ভয় ছিল, তুমি পুনরায় অন্যদেশে যাইবে, কিন্তু এ অপেক্ষা আমার কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে। প্রিয়তম, তুমি যে কর্মেই নিযুক্ত হওনা কেন, তোমাকে নিকটে পাইলেই আমি কৃতার্থ, বনবাসেও স্বর্গবাস জ্ঞান করিব।

“ঐ কার্য্য গ্রহণ করিয়া অবধি প্রথম এক বৎসর কাল সমভাবেই গেল, একদিনের কথা বলিলেই এক বৎসর কি প্রকারে অতিবাহিত হইয়াছে বুঝিতে পারিবে। ”

কামিনী বলিল “আচ্ছা, তুমি তোমার একদিনের

কথাই বল। তুমি কি প্রকারে সময় অতিবাহন করিতে আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। সেই প্রথম বৎসরের ভিতর যে দিনটি তোমার ভাল গিয়াছে সেই দিনের কথাই বল।

মন্মথ মৃদু হাঁসিয়া বলিলেন "এ যে বড় বিপদের কথা, অত্যন্ত সুখের কি কখন বর্ণনা হয়? যা' হউক নিতান্ত তুমি জিদ করিতেছ, যতদূর পারি বলি :—আমি প্রাতঃকালে উঠিতাম—"

কামিনী বলিলেন "না ওরূপ বলিলে হবে না, কটার সময় বল।"

মন্মথ। "প্রায় পাঁচটা হইতে ছয়টার মধ্যে—"

কামিনী। "আমি তোমার প্রায় শুনিব না, আমি তোমাকে একদিনের কথা বলিতে বলিয়াছি, যে দিন সর্বাপেক্ষা মনের সুখে ছিলে সেই দিনের কথা বল।"

মন্মথ। "যে দিন প্রিয়তমা মনোরমা অতিশয় প্রসববেদনার পর একটি সন্তান প্রসব করিল, সেই দিনটি আমার পরম সুখের দিন বিবেচনা করি।

কামিনী। "তুমি যে চাসার কর্ম করিয়া যথার্থই চাসা হইলে দেখিতে পাই। তোমার কথা শুনিয়া আমার একটি কথা মনে পড়িল ; একখানা সংবাদ পত্রিকায় একদিন দেখিয়াছিলাম যে 'কোন বিখ্যাত পারিবারে কোন দিন একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে বাটীর সকলে পরম আনন্দিত।"

মন্মথ কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "নিরোগীরা

প্রাতঃসমীরণ সেবা করিয়া মনে যেরূপ আনন্দ লাভ করে, শরীর চালনায় যে সুখোৎপাদন হয়, পিতা মাতা পুত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, প্রিয়তমা ভার্য্যাকে প্রফুল্ল দেখিয়া স্বামীর মনে যে অপূর্ব প্রেমের উদয় হয়, ও প্রণয়ীদ্বয় প্রেমালাপে যে অকথনীয় সুখলাভ করে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য; আমরা এই সকল সুখই ভোগ করিতাম। কিছু দিন পরে ব্রহ্মচারী আমাদের উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলেন।

"সেই অবধি আমার দুর্বুদ্ধি ঘটিতে আরম্ভ হইল; সদুপদেশ দেয় এমন কেহ নাই, ব্রহ্মচারী নিকটে থাকিলে আমার কখনই এ দুর্দশা ঘটিত না; আমি এখন বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে বৃদ্ধদের উপদেশ আমাদের সর্বদাই গ্রাহ্য, তাঁহারা শুদ্ধ উপদেশ দেন এমন নহে, কি প্রকারে উপদেশ দিতে হয় তাহাও বিলক্ষণ জ্ঞাত। অল্পবয়স্কেরা যতই বুদ্ধিমান ও বিজ্ঞ হউন না, তথাপি বৃদ্ধদের বিজ্ঞতাপূর্ণ উপদেশ তাঁহাদের গ্রাহ্য, সন্দেহ নাই। আমি আরও অনেক জমি ইজারা লইলাম, তাহাতে আমার বিলক্ষণ ক্ষতি হইল, প্রথম বৎসর প্রায় আটশত টাকা লাভ ছিল, পরের বৎসর চারিশত টাকা ক্ষতি হইল। সেই ক্ষতির উপর আমার পুত্রদের জন্য একখান ছোট গাড়ি ক্রয় করিলাম, কৃষিকর্মের জন্য যে বলদ ছিল, তাহারা কৃষি কর্মও করিত, গাড়িও টানিত। পূর্বাবধি আমাদের সমকক্ষ ব্যক্তিদের অপেক্ষা আমরা বেশভূষাদি ভাল করিতাম, তাহার উপর গাড়ি দেখিয়া সকলেরই হিংসা হইল, নিকটস্থ

সকলেই আমাকে কৃষক-রাজ বলিয়া বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। গ্রামের স্ত্রীলোকেরা মনোরমাকে দেখিলেই বলিত 'বাহিরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচর কেত্তন। ' এই রূপ বিদ্রূপে আমাদের গ্রামে বাস করা ভার হইল। যদি আমাদের একটা গোরু কাহার ভূমিতে যাইত, সে তৎক্ষণাৎ ক্ষতি-পূরণের নালিশ করিত। এই রূপ নানা কারণে আমরা অস্থির হইলাম। দুর্দশার কথা আর কি বলিব প্রায় তিন হাজার টাকা আমার ঋণ হইল। আমার যাহা কিছু ছিল সমস্ত ক্রোক্ হইল, সুতরাং সদ্য কারাবাস ভয়ে আমি এ খানে পলাইয়া আসিয়াছি।

"কামিনি, অন্নাভাবে কল্য আমার শিশু পুত্র দিগের কি দশা ঘটিত বলিতে পারি না, কিন্তু তোমারই অনুগ্রহে সকলে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু এখন বোধ হইতেছে তোমার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে ভাল হইত; কেননা, আমাদের একদিন কষ্ট স্বীকার অপেক্ষা তোমার বৈধব্য দশা দেখা কতদূর কষ্ট কর তাহা বলা যায় না।

এই প্রকারে মন্মথ কামিনীর জন্য অনেক আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। না করিবেন কেন, তিনি যথার্থ সৎভাব ও প্রিয়-ভাষী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দাম্পত্য-বিধি-লঙ্ঘন।

ক্রমে দিবাবসান হইল। দিননাথ পৃথিবীর অন্যস্থানে গমন করিলেন। গ্রীষ্ম কালের দিবসের শেষ অতিশয়

মনোহর ও সাতিশয় প্রার্থনীয়। ভাগীরথী-বারি-কণা-বাহী শীতল সমীরণ জগজ্জনের আদরণীয় হইল। ক্ষোভের বিষয়! কাশীধামের বাঙ্গালিটোলার বাটী গুলির গাঢ় সংলগ্নতা বশতঃ ও রাজপথের অপ্রশস্ততা প্রযুক্ত তন্নিবাসীরা গৃহ মধ্যে সুবিমল বায়ু সেবন করিতে পান না। বাটী গুলি উচ্চ বলিয়া গ্রীষ্মকালে ছাদোপরি বসিয়া সুশীতল বায়ু সেবন করা যায়। দিবাবসান দেখিয়া কামিনী ও মন্মথ ছাদোপরি গিয়া বসিলেন। তৎকালীন যদি কেহ তাঁহাদিগকে সহসা দেখিত, তাহার নিশ্চয়ই বোধ হইত যে পুরাণ-লিখিত মদনভস্ম কথা মিথ্যা; রতি দেবী যেন পতিসহ বসিয়া আছেন।

সন্ধ্যা উপস্থিত। কৃষ্ণ পক্ষীয় প্রতিপদের চন্দ্র প্রথমে ঈষৎ রক্তিমা বর্ণে প্রকাশিত হইয়া, সুন্দর মূর্তি ধারণ করিল। সকল দেব মন্দিরেই শঙ্খ ঘন্টা প্রভৃতি বাজিতেছে। ব্রাহ্মণ মাত্রেই সন্ধ্যাব্রতে উপবিষ্ট। রমণীরা মালা জপিতেছে। ধূনার ধূমে আকাশ পূর্ণ। তীরস্থ দীপালোক ভাগীরথীর কি অপূর্ব শোভাই বৃদ্ধি করিতেছে। এ সময় কাহার মনে না ভক্তিরসের উদয় হয়? বিপণি দ্বারে আলোক দেখা দিল। পাপাত্মারা এ সময় কি প্রফুল্ল!

পাঠক, আমাদের নায়ক নায়িকা নির্জনে বসিয়া কিরূপ কথোপকথন করিতেছে, শুনা যাক্ আসুন।

কামিনী কহিলেন ‘মন্মথ আমার বোধ হয় মনোরমা এতদূর স্বার্থপর নহেন যে আমি যৎকিঞ্চিৎ উপকার দ্বারা

ক্ষণেক যে তোমার সহবাস-সুখ লাভ করিতেছি, তাহাতে তিনি কাতর হইবেন। আহা! মনোরমার মত সুখী রমণী আর নাই। ”

মন্মথ। “ কামিনি, তুমি বল কি ! মনোরমা সুখী !

কামিনী। “ কেন ! আমি যথার্থ বলিয়াছি। মন্মথ, তুমি কি মনে কর, উত্তম অলঙ্কারাদিতে ভূষিতা ও ধনাধিকারিণী হইলেই রমণীরা পরম সুখে থাকে ? তা ‘কখনই নহে। স্বামি-সহবাস-সুখই পরম সুখ ; সৎগুণশালী দয়াশীল প্রেমিক পতিরত্ন লাভ করিতে পারিলেই, মহামূল্য অলঙ্কারাদি ধারণ, সুস্বাদু ভোজন ও রাজ-প্রাসাদ বাসও ছার বোধ হয়। স্ত্রীলোকেরা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু পতি প্রণয়ী না হলে যে কি কষ্ট তাহা আমার মত হতভাগিনীরাই জানে। লম্পট পুরুষদিগের জন্যই আমাদের কুল মানে জলাঞ্জলি দিতে হয়। হায়! যখন মনঃ প্রাণ তোমাকে মনে মনে সমর্পণ করিয়াছিলাম, যখন তোমার প্রিয়তমার নামও তুমি জানিতে না, সেই সময় অবধি যদি তোমাকে পতি রূপে পাইতাম তাহা হইলে কি আমার এই দুর্দশা ঘটিত ! হায় বিধি নির্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে ? তোমার বাল্যকালের প্রণয় কথা মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ! ”

মন্মথ। নিজ প্রশংসা শ্রবণে লজ্জিত হইয়া অন্যান্য বিষয় আলাপ করিতে লাগিলেন। কামিনী কথায় কথায় মন্মথকে জিজ্ঞাসিল “তুমি কি মদ্যপান কর ? ”

মন্মথ। “ কদাচিৎ কোন বন্ধুর অনুরোধে পান করি

বটে, কিন্তু মদ্য পান অপেক্ষা কামিনীর বাক্য-সুধা-পান প্রিয়তর জ্ঞান করি"।

কামিনী প্রফুল্লিত আস্যে কহিলেন "মন্মথ, তুমি এই গুণেই বামাকুলের সহসা মনঃ হরণ কর।"

কিয়ৎক্ষণ পরে কামিনী বলিল রাত্রি অধিক হইতেছে, গৃহমধ্যে যাই চল।' এই বলিয়া মন্মথকে সঙ্গে করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্মথ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ধৌত শয্যার উপরে ডিকেন্টার, দুইটি গেলাস, দুইটি রৌপ্য গুড়্গুড়িতে থাম্বিরা তমাক প্রস্তুত, রৌপ্য তাম্বুল-পাত্রে কতকগুলি ছাঁচিপানের খিলি, একটি পাত্রে জল, একখানি পাতায় মোড়া কতকগুলি বেলফুলের মালা ও গৃহ পার্শ্বে একটি সেজ জ্বলিতেছে। এই সমস্ত দেখিয়া মন্মথ বুঝিলেন কামিনী কি জন্য তাঁহাকে মদ্যপানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাঁহার ও কৌতূহল নিবারণার্থে তিনি ও জিজ্ঞাসিলেন " কামিনি, তুমি হিন্দু-গৃহস্থকন্যা তোমার গৃহে এ সব কেন?"

কামিনী। "পতির প্রাণ-নাশ করিয়া গৃহে আসিলাম, পরে গৃহ স্বামিনীর সঙ্গে আমার কিরূপ মিলন হইল, তোমার মনে আছে? একদিন গৃহ-স্বামিনী আমাকে বলিল কামিনি, তুমি ভৈরবী চক্রে যা'বে? ভৈরবী চক্র একটা কি অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার স্থির করিয়া আমি সেখানে যাইতে স্বীকৃতা হইলাম। সেই কুস্থানে গিয়াই আমার সর্বনাশ হইল"। পাঠক, ভৈরবী-চক্র-কথা উল্লেখ-যোগ্য নহে, তবে যদি কোন অনুসন্ধান-তৎপর পাঠক সে বিষয় জানিতে

ইচ্ছা করেন, তিনি কোন ভৈরবী চক্রে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার কুতূহল নিবৃত্তি করিবেন।

সুন্দর রজনী, কৃষ্ণ পক্ষীয় প্রতিপদেরচন্দ্র গগণে উদিত, চারিদিকে প্রস্ফুটিত-সুগন্ধ-পুষ্পরাজি, গন্ধবহ সমীরণ বহমান, অন্যজন্য-বিহীন সুসজ্জিত গেহে এক পরম সুন্দর যুবা এক পরমা সুন্দরী যুবতীর সহিত মুহুর্মুহুঃ সুরাপান করিতেছেন। যুবা বাজাইতেছেন, সুন্দরী গান করিতে করিতে নাচিতেছে। ক্রমে উভয়েই ভয়ানক সুরামত্ত, এরূপ অবস্থায় কিরূপ ঘটিবার সম্ভবনা, পাঠক বুঝিবেন।

ক্ষমশীল পাঠক আপনারা জানিয়াছেন মন্মথের উপর সুরাদেবীর অনুগ্রহ হইয়াছিল। কামিনী—সুন্দরী, মন্মথের মোহন মূর্ত্তি যাহার মনে প্রথম প্রেমাঙ্কুর রোপণ করিয়াছিল, মন্মথ যাঁহার নিকট সদ্য উপকৃত, সেই অষ্টাদশ বর্ষীয় পূর্ণ-যৌবনা মনোমোহিনী রমণী সুরা-বিহ্বলা হইয়া সুসজ্জিত সুগন্ধ পূর্ণ নির্জ্জন গৃহে ত্রয়োবিংশতি বর্ষীয় পরম সুন্দর নিরোগ সুরামত্ত যুবা জনকে অনুপমেয় কোমল ভুজলতায় বদ্ধ করিয়া অলিঙ্গন দান করিতেছে; পাঠক সেই সময় দাম্পত্য ধর্ম্ম কি পতিব্রতার প্রণয়পাশ মনোমধ্যে স্থান পায়? যখন সুন্দরী বালাদিগের নয়নবাণে পরমধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় বৃদ্ধ তপস্বী-দিগের মন সময় সময় বিচলিত হয় তখন যুবাজন যে সহজেই ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিবেন অশ্চর্য্য কি? আর সুরাদেবী যেখানে বিক্রম প্রকাশ করেন রতিপতি ও সেখানে বিক্রম প্রকাশে বিরত থাকেন না। এও বক্তব্য যে মন্মথ কামিনীর প্রণয়-রজ্জু ছিন্ন করিবার

সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাঠক, আপনারা এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া মন্মথকে পরিত্রাণ না দেন তাহাতে আমাদের হাত নাই, আমাদের যাহা বক্তব্য বলিলাম। সুরার কি মোহিনী শক্তি! যদিও মন্মথের মনে তৎকালোপ-যোগী সুখ ছিল না তথাপি তিনি কামিনীর সহিত চারি-দিবস আমোদ প্রমোদে অতিবাহন করিলেন। কামিনী আমোদের একশেষ ভোগ করিল। মন্মথ কামিনীর যত্না-তিশয়ে ও মোহিনী-গুণে সময় সময় সুখ-লাভ করিতেন বটে, কিন্তু যখন ধর্ম্ম মনে স্থান পাইত, যখন নিতান্ত পতিব্রতা প্রিয়তমা মনোরমার প্রেমপূর্ণ মুর্ত্তি ও গুণরাশি হৃদয়ে জাগরূক হইত, তখন আর তাঁহার ক্লেশের সীমা থাকিত না।

অনুতাপ পাপের অনুগামী; আমাদের কেমন দুর্বুদ্ধি আর ধর্ম্মের যে কি বিচিত্র গতি, যে কুকার্য্য জন্য আমরা একবার অনুতাপ করি, পুনঃপুনঃ সেই কুকার্য্য জন্য আমা-দের অনুতাপ করিতে হয়! পাপ-কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলে তাহা সহজে ছাড়া দুষ্কর। মন্মথ দিন দিন যত পাপ করেন ততই তাঁহার অনুতাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কামিনী, তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া তামাসা করিয়া বলিল "দুই তিন দিন আমার সহবাসে এত বিরক্ত হইলে, কিন্তু বহু দিবসাবধি অহোরাত্র মনোরমার সহবাসে তোমার পরিতৃপ্তি হইল না! কেন, মনোরমা পরমা সুন্দরী? তা আমারও কি সৌন্দর্য্য নাই? অনেকেত আমাকে সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করেন। তবে আমার এই অপরাধ আমি তোমাকে প্রাণ-

ধিক ভালবাসি ! প্রিয়তম, আমি লজ্জাহীন হইয়া তোমার নিকট মনের কথা ব্যক্ত করি, সেই জন্য কি আমার প্রতি তোমার এত অনাদর ! সেই ছুঁড়ির লজ্জাশীলতা কি তোমার এত দুর মনঃ-হারিণী ?" মন্মথ দুঃখিত-হৃদয়ে সানুনয়ে বলিলেন " কামিনি, তুমি মনোরমার নাম আমার সম্মুখে আর করিও না "।

কামিনী। " প্রিয়তম, আমি যেমন তাহার নাম শুনিতে বিরক্ত, তুমি যদি সেই প্রকার বিরক্ত হও, তাহা হইলে আমার বোধ হয় কামিনীর মত সুখী রমণী ভূমণ্ডলে নাই। "

মন্মথ। " ছি, ছি, তোমার ওরূপ ইচ্ছা করাও অনুচিত ! আমি যার সহিত পবিত্র-পরিণয়-পশে বদ্ধ এখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঘোর পাপে মগ্ন হইব ! "

কামিনী। " অন্যায় ইচ্ছা কেন ? ভালবাসায় ন্যায় অন্যায় চলে না। কেন, তুমি কি আমার মনঃহরণ কর নাই ? আমার হৃদয়-রত্ন অন্যে কেন ধারণ করিবে ? তার অপেক্ষা আমার অগ্রে অধিকার ! তোমার জন্য আমিও মৎ-প্রেমাকাঙ্ক্ষী কত জনকে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ; বিশ্বাস না হয়, প্রাতঃকালে একখানি পত্র পাইয়াছি পাঠ করি, শুন :-

"প্রাণেশ্বরি, প্রায় তিন চারি দিবস হইল এঅধীনের কুটীরে তোমার পদার্পণ হয় নাই, শ্রীচরণে কি অপরাধী জানি না, অপরাধ করিয়া থাকি যে শাস্তি দিবে লইতে প্রস্তুত। অহোরাত্র বিরহ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। লোক-দ্বারা টাকা ও গাড়ি পাঠাইতেছি ; টাকা গুলি গ্রহণ করিলে আমি চরিতার্থ হইব। আমি কোন

করিও না। অবিলম্বে আসিয়া আমার নয়ন মন চরিতার্থ কর। প্রিয়ে, আর কষ্ট দিও না। যে রমণী-রত্ন লাভ করিয়া পৃথিবীর সকল অপেক্ষা আপনাকে সুখী বিবেচনা করি, এক মুহূর্ত্ত তাহাকে না দেখিলে মনে কি কষ্ট, তাহা যথার্থ প্রেমিক ভিন্ন অন্য কে বুঝিবে ?

নিতান্ত দর্শনাকাঙ্ক্ষী

হ———"

মন্মথ পত্র খানি দেখিয়া ভাবিলেন সেই হস্তাক্ষর পূর্বে কোথাও দেখিয়াছেন, কিন্তু কাহার কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। কামিনীকে বলিলেন "কামিনি, যে তোমার জন্য এত কাতর, তাহাকে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। যাইবার বিলম্ব কি ?,,

কামিনী সাক্ষেপে বলিল "যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর !' তুমি কি পাষাণ-হৃদয়, তোমার জন্য প্রাতে না গিয়া তাহার এক প্রকার অবমাননা করিলাম, কিন্তু তুমিই আবার আমাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে ব্যস্ত ! যাহা হউক দিবা অবসান প্রায়, একবার সেখানে যাওয়া উচিত, আমার সেখানে দুই তিন ঘন্টা মাত্র বিলম্ব হবে। অদ্য যে পাঁচশত টাকা তাহার নিকট হইতে পাইয়াছি, লোক দ্বারা তোমার বাটীতে পাঠাই"।

মন্মথ। "আমি তোমার ও টাকার প্রার্থী নহি! তোমার নিকট যে ঋণে বদ্ধ তাহাই পরিশোধ করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হই।"

কামিনী বলিল "মন্মথ, তুমি ও কথা কি বলিতেছ ? প্রেমিকেরা স্বার্থ ভিন্ন তাহাদের প্রণয়ীদের উপকার করে না।

তুমি কি মনে কর যে আমার অর্থ-প্রেরক তাঁহার উদার চরিত্র দেখাইবার জন্য আমাকে অর্থপ্রেরণ করিয়াছেন? কখনই না; তাঁহার স্বার্থ আছে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। যা, হউক তোমাকে এখন কিছু দিন বাটী যাইতে দিব না।

রাগিনী—কালেংড়া—তাল জলদ্ তেতালা।

'ছাড়িয়ে কে দিবে তোমায়
ছাড়িয়ে দিব না।
বিনা যত্নে রত্ন পেলে
কে কোথা ছাড়ে বল না॥
এসেছ অধিনীর বাড়ী,
কেন এত তাড়া তাড়ি,
এদেহেতে ছাড়া ছাড়ি,
প্রাণ থাক্‌তে তা হবেনা॥'"

সেই সময় এক পরমা সুন্দরী "তিনি কোথায় তিনি কোথায়" বলিতে বলিতে দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে অতি বেগে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া অনতিবিলম্বে মন্মথের বক্ষোপরি মূর্চ্ছাগত হইলেন!

ইনি কে? মনোরমা!

প্রথম ভাগসমাপ্ত।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১	মলিন হইয়াছে।	মলিন,
৩	৩	নিরত	বিরত
৪	১০	প্রভিৃতি	প্রভৃতি
৫	৯	ষদি	যদি
৫	১৯	করিত	করে
৬	৮	ষুবতি	যুবতি
৬	২৩	ভতির	ভিতর
৭	১৪	আশ্চয্য	আশ্চর্য্য
৮	৫	মন্মথ	মন্মথ,
৮	১১	বলিল	বলিলেন
৯	১৭	ছিল।	ছিল !
১২	১৬	করিয়াছেন।	করিয়াছেন-
১৪	১৮	কিন্তু	পরে
১৫	৬	তুই	কয়েক
১৬	১	বে	বেস
১৬	১৮	যে	যে,
১৮	৭	না’	না,
২২	১	কাহার	কাহারও
২৩	১	সেই ক্রুরহৃদয়	তখন সেই ক্রূর-হৃদয়
২৩	৯	প্রতিমুর্ত্তি	প্রতিমূর্ত্তি
২৮	২৩	করিলাম,	করিয়া
৩০	৬	কোন	গীত
৩২	৯	নিশাপতিকে	সেইরূপ নিশাপতিকে

শুদ্ধিপত্র ।

৩৪	২৩	গার্হস্থ	গার্হস্থ্য
৩৭	২১	মনহরণ	মনঃহরণ
৩৮	১৮	যে	যে,
৩৯	১৮	রমনী	রমণী
৩৯	২১	বির্ফল	বিফল
৫১	২৩	জিজ্ঞাসিলেন	জিজ্ঞাসিল
	২৩	আমকে	আমাকে
৭১	১	তিন	দুই
৭১	১৮	হায়,	হায় !
৭১	২২	ভুলিয়াছি	ভুলিয়াছি
৭২	১০	ধাত্রীপুত্র	ধাত্রীপৌত্র
৭৪	৭	মৃত্যুযন্ত্রনাই	মৃত্যুযন্ত্রণাই
৭৮	৯	বেরুসে	বেরুসে
৮০	৫	উৎযোগ	উদ্যোগ
৮০	৫	বলিয়াছিল	বলিল
৮৩	২১	তুমি	তুমি
৮৬	২	সেপরূ	সেরূপ
১০৪	১৯	সৎভাব	সৎস্বভাব
১০৫	২৩	কহিলেন	কহিল
১০৬	১৯	তোমার	তোমার সহিত
১০৭	৩	কহিলেন	কহিল
১০৮	২১	অশ্চর্য্য	আশ্চর্য্য